Shakil Mahmud • Research Monograph

SHAKIL MAHMUD EDITORIAL & RESEARCH MONOGRAPHS

অর্থ ও বাণিজ্যের ইতিহাস

প্রাচীন কড়ি মুদ্রা, মেসোপটেমিয়ার ঋণ ফলক ও লিডিয়ার মুদ্রা থেকে শুরু করে আমস্টারডাম এক্সচেঞ্জ, গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড, ব্রেটন উডস এবং ক্রিপ্টো ও সিবিডিসির মহাবিকাশ।

SHAKIL MAHMUD

গবেষক ও লেখক

SHAKIL MAHMUD EDITORIAL & RESEARCH SERIES

প্রথম সংকলিত সংস্করণ • ঢাকা ও সিঙ্গাপুর • ২০২৬

অর্থ ও বাণিজ্যের ইতিহাস

প্রাচীন কড়ি মুদ্রা, মেসোপটেমিয়ার ঋণ ফলক ও লিডিয়ার মুদ্রা থেকে শুরু করে আমস্টারডাম এক্সচেঞ্জ, গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড, ব্রেটন উডস এবং ক্রিপ্টো ও সিবিডিসির মহাবিকাশ।

LIBRARY & CATALOGING-IN-PUBLICATION DATA

Title: অর্থ ও বাণিজ্যের ইতিহাস
Author: Shakil Mahmud
Series: Shakil Mahmud Editorial & Research Series (Monograph Collection)
Subjects: Science -- History -- Philosophy -- Mathematics -- Civilization
Published: Dhaka & Singapore, 2026
Format: Digital Monograph Offprint (PDF) • Complete 20-Part Collected Edition
Permanent URI: https://shakilmahmud.com/series/money/

প্রস্তাবিত সাইটেশন:
Mahmud, Shakil. (2026). *অর্থ ও বাণিজ্যের ইতিহাস: The Complete 20-Part Collected Monograph*. Shakil Mahmud Research Series. https://shakilmahmud.com/series/money/

Open Scholarly Access: This collected monograph is published under Open Scholarly Access for personal study, academic citation, university pedagogy, and non-commercial research.

© 2026 Shakil Mahmud. All rights reserved. Typeset and published at Dhaka and Singapore.

Shakil Mahmud • Research Monograph

তাত্ত্বিক ভূমিকা

ভূমিকা: জ্ঞানের একীভূত রূপরেখা

অর্থ হলো মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রম ও মূল্যমানের এক সামাজিক খতিয়ান। সুমেরীয় কাদামাটির ঋণের ফলক ও কড়ি থেকে লিডিয়ান মুদ্রা, ফ্লোরেন্সের হিসাবরক্ষণ, ব্যাংক অব আমস্টারডাম, স্বর্ণমান, ব্রেটন উডস এবং আধুনিক ক্রিপ্টো ও সিবিডিসি পর্যন্ত বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

এই গবেষণামূলক কাজের উদ্দেশ্য কেবল তথ্য উপস্থাপন নয়, বরং চিন্তার গভীর বিকাশকে পাঠকের সামনে উন্মোচন করা। প্রতিটি পরিচ্ছদ এক একটি যুগান্তকারী বৌদ্ধিক সংকটের সমাধান হিসেবে কীভাবে আবির্ভূত হয়েছে, তা এখানে পদ্ধতিগতভাবে লিপিবদ্ধ করা হলো।

— Shakil Mahmud
Dhaka & Singapore, 2026

অধ্যায় সূচি

সূচিপত্র

প্রথম পর্যায়: প্রাচীন ও শাস্ত্রীয় যুগ

খণ্ড ১ — বিনিময়ের আদিম রূপ — উপহার অর্থনীতি, সামাজিক ঋণ ও কড়ির মুদ্রা — 1,054 শব্দ

খণ্ড ২ — মেসোপটেমিয়ার শেকেল — কাদা মাটির ফলক, মন্দির অর্থনীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ — 993 শব্দ

খণ্ড ৩ — প্রথম ধাতব মুদ্রা — রাজা অ্যালিয়াতেস, লিডিয়া ও ইলেকট্রাম বিপ্লব — 892 শব্দ

খণ্ড ৪ — এথেনীয় রৌপ্য প্যাঁচা — আগোরার নগদীকরণ এবং ভূমধ্যসাগরীয় সামুদ্রিক বাণিজ্য — 1,095 শব্দ

খণ্ড ৫ — রোমান দিনার ও সাম্রাজ্যের মুদ্রাস্ফীতি — নিরো থেকে ডায়োক্লেশিয়ানের মুদ্রা অবমূল্যায়ন — 1,227 শব্দ

দ্বিতীয় পর্যায়: মধ্যযুগীয় রূপান্তর

খণ্ড ৬ — তাং ও সং রাজবংশ — বিশ্বের প্রথম কাগজের মুদ্রা ও জিয়াওজি — 1,256 শব্দ

খণ্ড ৭ — ইসলামিক স্বর্ণযুগ — সুফতাজা হুন্ডি, দিনার-দিরহাম দ্বিমাতৃক মুদ্রা ও রেশম পথ — 1,103 শব্দ

খণ্ড ৮ — ইতালীয় বণিক প্রজাতন্ত্র — ভেনিস, জেনোয়া এবং মেডিচি ব্যাংকিং বিপ্লব — 1,119 শব্দ

খণ্ড ৯ — ভৌগোলিক আবিষ্কার ও মূল্য বিপ্লব — পোতোসির রৌপ্য খনি এবং ইউরোপে মুদ্রাস্ফীতি — 1,282 শব্দ

খণ্ড ১০ — ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও আমস্টারডাম এক্সচেঞ্জ — প্রথম আধুনিক শেয়ার বাজার — 1,164 শব্দ

তৃতীয় পর্যায়: আধুনিক বিপ্লব ও বিজ্ঞান

খণ্ড ১১ — ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড ও সাউথ সি বাবল — সার্বভৌম ঋণ এবং আধুনিক ফাটকা বাজার — 1,271 শব্দ

খণ্ড ১২ — ক্লাসিক্যাল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড — প্যাক্স ব্রিটানিকা ও ব্রিটিশ পাউন্ডের বিশ্ব আধিপত্য — 1,246 শব্দ

খণ্ড ১৩ — কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আর্থিক মহামন্দা — ওয়াল্টার বাগেহট এবং অন্তিম ঋণদাতার ভূমিকা — 1,047 শব্দ

খণ্ড ১৪ — ১৯১৩ সালের ফেডারেল রিজার্ভ আইন — জেকিল আইল্যান্ড গোপন সভা ও মার্কিন মুদ্রাব্যবস্থা — 1,097 শব্দ

খণ্ড ১৫ — উত্তাল বিশের দশক ও মহামন্দা — ১৯২৯ সালের ওয়াল স্ট্রিট ধস এবং ব্যাংক বিপর্যয় — 1,150 শব্দ

চতুর্থ পর্যায়: সমকালীন যুগ ও ভবিষ্যতের দিগন্ত

খণ্ড ১৬ — ব্রেটন উডস সম্মেলন (১৯৪৪) — ডলারের বৈশ্বিক আধিপত্য এবং আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠা — 1,032 শব্দ

খণ্ড ১৭ — ১৯৭১ সালের নিক্সন শক: স্বর্ণমান বিলুপ্তি ও ফিয়াট মুদ্রার বৈশ্বিক যুগ — 839 শব্দ

খণ্ড ১৮ — ১৯৯৭ সালের এশীয় অর্থনৈতিক সংকট ও পেট্রোডলার: পুঁজি নিষ্ক্রমণ এবং বৈশ্বিক সোয়াপ লাইন — 822 শব্দ

Shakil Mahmud • Research Monograph

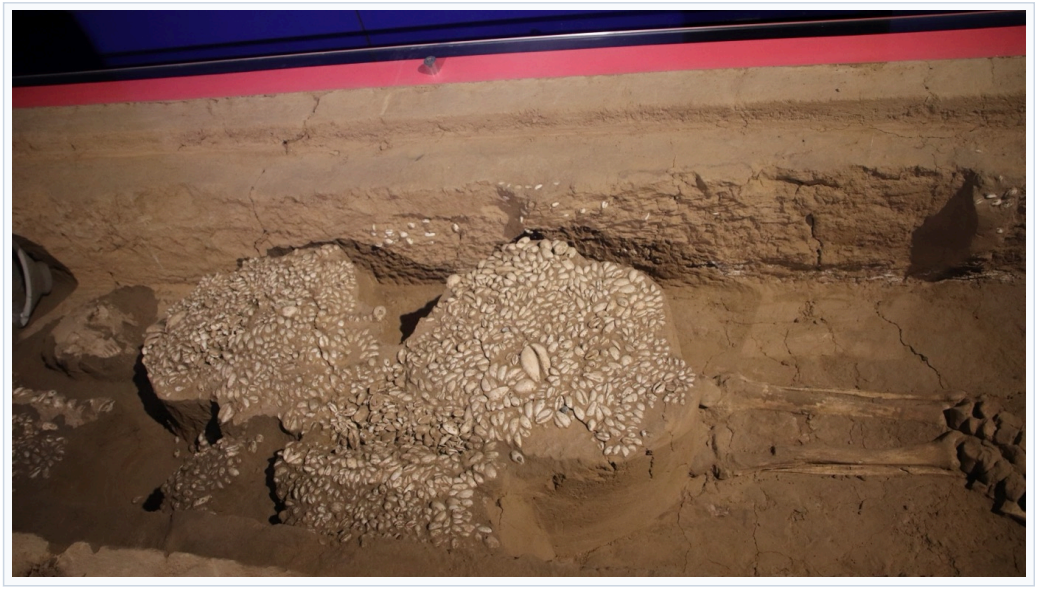
খণ্ড ১৯	**২০০৮ সালের বিশ্বমন্দা: সাবপ্রাইম মর্টগেজ, লেম্যান ব্রাদার্স পতন ও কোয়ান্টিটেটিভ ইজিং** *২০০৮ সালের বিশ্বমন্দা: সাবপ্রাইম মর্টগেজ, লেম্যান ব্রাদার্স পতন ও কোয়ান্টিটেটিভ ইজিং*	825 শব্দ
খণ্ড ২০	**ডিজিটাল দিগন্ত: বিটকয়েন, ডিফাই, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাল মুদ্রা (CBDC) ও অর্থের ভবিষ্যৎ (২০২৬)** *ডিজিটাল দিগন্ত: বিটকয়েন, ডিফাই, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাল মুদ্রা (CBDC) ও অর্থের ভবিষ্যৎ (২০২৬)*	788 শব্দ

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • প্রথম খণ্ড

বিনিময়ের আদিম রূপ — উপহার অর্থনীতি, সামাজিক ঋণ ও কড়ির মুদ্রা

বিনিময়ের আদিম রূপ — উপহার অর্থনীতি, সামাজিক ঋণ ও কড়ির মুদ্রা

1,054 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১: *প্রাচীন শ্যাং রাজবংশের সমাধিতে প্রাপ্ত কড়ি: পণ্য মুদ্রা, সামাজিক ঋণ ও উপহার অর্থনীতির আদিম রূপ।*

১৭৭৬ সালে প্রকাশিত তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ *দ্য ওয়েলথ অব নেশনস*-এ আধুনিক অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথ একটি তাত্ত্বিক রূপরেখা উপস্থাপন করেছিলেন, যা পরবর্তী আড়াই শতক ধরে অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকের প্রধান ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে: বার্টার বা দ্রব্য-বিনিময় প্রথার গল্প। স্মিথ কল্পনা করেছিলেন এক আদিম গ্রাম, যেখানে কসাইয়ের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাংস রয়েছে, কিন্তু রুটিওয়ালার কাছে মাংসের চাহিদা থাকলেও কসাইয়ের রুটির প্রয়োজন নেই। এই "দ্বিমুখী চাহিদার অমিল" (Double Coincidence of Wants) মেটাতে সমাজ বাধ্য হয়ে গরু, লবণ বা শুঁটকি মাছের মতো একটি সার্বজনীন পণ্য বেছে নেয়, যা পরবর্তীতে ধাতব মুদ্রায় রূপ নেয়।

কিন্তু গত এক শতাব্দীর নিবিড় নৃতাত্ত্বিক গবেষণা এই ধারণাটিকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছে: **ইতিহাসে এমন কোনো সমাজের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি যেখানে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক জীবন বার্টার বা মুখোমুখি সরাসরি পণ্য বিনিময়ের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হতো**। প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক ক্যারোলিন হামফ্রে ১৯৮৫ সালে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন: *"একটিও খাঁটি বার্টার অর্থনীতির উদাহরণ কোনো নৃতাত্ত্বিক বিবরণে পাওয়া যায়নি; সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ করে যে এমন কোনো ব্যবস্থার অস্তিত্ব কখনোই ছিল না।"* অতীতে দ্রব্য-বিনিময় যখন ঘটত, তা ঘটত কেবল অপরিচিত বা শত্রুভাবাপন্ন দুই গোষ্ঠীর সীমান্তরেখায়, যেখানে অবিশ্বাস ও সহিংসতার ঝুঁকি এড়াতে কঠোর আনুষ্ঠানিকতায় পণ্য বিনিময় হতো।

উপহার অর্থনীতির সামাজিক কাঠামো

আদিম সমাজগুলোতে পণ্য কখনো তাৎক্ষণিক হিসাব-নিকাশে আদান-প্রদান হতো না। বরং অর্থনৈতিক বণ্টন পরিচালিত হতো ফরাসি নৃতাত্ত্বিক মার্সেল মস (Marcel Mauss)-এর ভাষায় **উপহার অর্থনীতি** (Gift Economy)-র মাধ্যমে। মস তাঁর ১৯২৫ সালের বিখ্যাত গ্রন্থ *এসাই সুর ল দো* (*The Gift*)-এ দেখান, প্রাচীন সমাজে উপহার দেওয়া কোনো বিচ্ছিন্ন বাণিজ্যিক কাজ ছিল না; তা ছিল এক "সামগ্রিক সামাজিক বাস্তবতা" (Total Social Fact), যা রাজনীতি, ধর্ম, আত্মীয়তা ও নৈতিকতাকে ধারণ করত।

মস উপহারের তিনটি অলঙ্ঘনীয় নিয়মের কথা বলেন:

1. **দেওয়ার বাধ্যবাধকতা:** গোত্র বা পরিবারের প্রধানদের ওপর সামাজিক বাধ্যবাধকতা থাকত তাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ অন্যদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার, যা তাদের সম্মান ও রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করত।
2. **গ্রহণের বাধ্যবাধকতা:** কারো দেওয়া উপহার প্রত্যাখ্যান করা ছিল সরাসরি যুদ্ধের ঘোষণার শামিল কিংবা সামাজিক সম্পর্ক অস্বীকার করা।
3. **প্রতিদানের বাধ্যবাধকতা:** একটি উপহার গ্রহণ করা মানেই গ্রহীতার ওপর এক মানসিক ও নৈতিক ঋণের বোঝা চেপে বসা। নিউজিল্যান্ডের মাওরি ভাষায় একে বলা হতো *হাও* (Hau) বা উপহারের আধ্যাত্মিক শক্তি, যা গ্রহীতাকে পরবর্তীতে আরও উন্নত কোনো উপহার ফেরত দিতে বাধ্য করত।

> *"কাউকে কিছু দেওয়া মানে নিজের আত্মার একটি অংশ তাকে দেওয়া... কারো উপহার গ্রহণ করার অর্থ হলো তার আত্মিক সত্তাকে নিজের জীবনে স্থান দেওয়া।"*
>
> *— মার্সেল মস, দ্য গিফট (১৯২৫)*

Shakil Mahmud • Research Monograph

আদিম সমাজ ছিল পারস্পরিক ঋণের এক অদৃশ্য জাল। শিকারী যখন হরিণ শিকার করত, সে প্রতিবেশীদের মাংস বিলিয়ে দিত। সে তাৎক্ষণিক কোনো বিনিময় দাবি করত না; কিন্তু সবাই জানত, ভবিষ্যতে যখন শিকারীর ঘরে অভাব আসবে, অন্যরা তাকে কন্দ, তীর বা সন্তান পালনে সাহায্য করবে। অর্থ বার্টারের ঘর্ষণ দূর করতে আসেনি; অর্থের জন্ম হয়েছিল মানুষের এই সামাজিক ঋণকে পরিমাপ করার তাগিদ থেকে।

সামাজিক ঋণের মূল্য নির্ধারণ: রক্তমূল্য ও ক্ষতিপূরণ

অর্থ যদি বাজারে পণ্য কেনাবেচার জন্য না জন্মায়, তবে নির্দিষ্ট সংখ্যার হিসাবে জিনিসের দাম নির্ধারণ শুরু হলো কীভাবে? প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক ডেভিড গ্রেবার তাঁর *ডেট: দ্য ফার্স্ট ৫,০০০ ইয়ার্স* (২০১১) গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন, মূল্যের মানদণ্ড প্রথম নির্ধারিত হয়েছিল বাজারে আলু বা গম কেনার জন্য নয়, বরং রক্তক্ষয়ী সংঘাত এড়াতে এবং মানুষের জীবনের ক্ষতিপূরণ দিতে।

প্রাচীন জার্মানিক, কেল্টিক এবং মেসোপটেমীয় সমাজে সহিংসতার প্রতিকার হিসেবে প্রচলিত ছিল *ওয়্যারগিল্ড* (Wergild) বা “মানুষের মূল্য”। একজন যোদ্ধা যদি আরেকজনের হাত ভেঙে দিত, কান কেটে ফেলত বা কাউকে হত্যা করত, তবে গোত্রীয় প্রতিশোধের অন্তহীন যুদ্ধ এড়াতে বিচারসভায় নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হতো:

অপরাধ বা ক্ষতির ধরন	স্যালিক ফ্রাঙ্কিশ ক্ষতিপূরণ (আনুমানিক ৫০০ খ্রি.)	অ্যাংলো-স্যাক্সন আইন (কিং এথেলবার্টের বিধান)
স্বাধীন মানুষকে হত্যা	২০০ সলিডি	১০০ শিলিং
বুড়ো আঙুল নষ্ট করা	৫০ সলিডি	২০ শিলিং
সামনের দাঁত ভেঙে ফেলা	১৫ সলিডি	৬ শিলিং
কাউকে আঘাত করে অজ্ঞান করা	৩০ সলিডি	৩ শিলিং

মুদ্রা বা মূল্যের একক বাজারে খাদ্যশস্যের দাম নির্ধারণের বহু পূর্বেই অপরাধের শাস্তি, রক্তের ক্ষতিপূরণ এবং বিয়ের যৌতুক নির্ধারণের আইনি ও ধর্মীয় পরিমণ্ডলে আবির্ভূত হয়েছিল।

বিশ্ববাণিজ্যের আদি মুদ্রা: কড়ি (Cowrie Shell)

ইউরেশিয়ার সাম্রাজ্যগুলোতে একসময় সোনা ও রূপা প্রাধান্য পেলেও মানব ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী, বিস্তৃত এবং সফল পণ্য মুদ্রা ছিল একটি অতি সাধারণ সামুদ্রিক শামুকের খোলক: **কড়ি মুদ্রা** (*Monetaria moneta*)।

ভারত মহাসাগরের মালদ্বীপের অগভীর ও উষ্ণ প্রবাল প্রাচীর থেকে সংগৃহীত এই কড়ি মুদ্রাতত্ত্বের প্রতিটি শর্ত নিখুঁতভাবে পূরণ করেছিল:

- **সমরূপতা:** কড়ির আকার, ওজন এবং মসৃণ উজ্জ্বলতা প্রকৃতিগতভাবেই অত্যন্ত অভিন্ন ছিল।
- **স্থায়িত্ব:** পানিতে ভেজা, পোকার আক্রমণ কিংবা রোদে কড়ির কোনো ক্ষয় হতো না; একটি কড়ি শত শত বছর অবিকৃত থাকত।
- **গণনযোগ্যতা:** কড়ি ওজন করার প্রয়োজন হতো না; দড়িতে গেঁথে বা থলিতে ভরে একে অতি সহজে হাজার হাজার এককে গণনা করা যেত।
- **নকলরোধী প্রকৃতি:** জীববৈজ্ঞানিক গঠনের কারণে পাথর বা হাড়ে কড়ির হুবহু নকল করা অসম্ভব ছিল।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দেই কড়ি চীন পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্য পথে ছড়িয়ে পড়ে। চীনের শ্যাং রাজবংশে (খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০–১০৪৬) কড়ি এতটাই কেন্দ্রীয় মুদ্রা ছিল যে, পরবর্তীতে যখন ব্রোঞ্জ ধাতুবিদ্যা বিকশিত হয়, তখন প্রথম ধাতব মুদ্রাগুলো কড়ির আকৃতিতেই ঢালাই করা হয়েছিল। আজও চীনা ভাষায় অর্থ, সম্পদ এবং ব্যবসা সংক্রান্ত দুই শতাধিক শব্দে (যেমন 財 [সম্পদ], 買 [কেনা], 賣 [বেচা]) কড়ির মূল প্রতীক 貝 (Bèi) বিদ্যমান।

কড়ির গতিবিদ্যা ও পশ্চিম আফ্রিকার মুদ্রাস্ফীতি

মালদ্বীপ থেকে আরব বণিকের জাহাজে চড়ে কায়রো হয়ে সাহারা মরুভূমির উটের কাফেলায় ভেসে কড়ি পৌঁছে যেত পশ্চিম আফ্রিকার মালি, সংহাই এবং দাহোমে সাম্রাজ্যে। আফ্রিকার এই অঞ্চলে কড়ি ছিল দৈনন্দিন কেনাবেচা ও কর আদায়ের প্রধান মাধ্যম।

অর্থনীতির পরিমাণগত তত্ত্ব (Quantity Theory of Money) কড়ির ইতিহাসে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়:

$$McdotV = PcdotY$$

এখানে (M) হলো বাজারে প্রচলিত কড়ির মোট সংখ্যা, (V) হলো কড়ির গতিবেগ, (P) হলো সাধারণ মূল্যস্তর এবং (Y) হলো মোট উৎপাদন। মালদ্বীপ ছাড়া অন্য কোথাও কড়ির সরবরাহ না থাকায় এবং মরুভূমি পার করে পরিবহনের সীমাবদ্ধতার কারণে শত শত বছর ধরে কড়ির জোগান (M) স্থিতিশীল ছিল, ফলে বাজারে মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় ছিল।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির আগমনে এই স্থিতিশীলতা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ডাচ, ব্রিটিশ ও ফরাসি ব্যবসায়ীরা বুঝতে পারে, মালদ্বীপ থেকে সস্তায় জাহাজের ভারসাম্য রক্ষার ব্যালাস্ট হিসেবে কোটি কোটি কড়ি এনে আফ্রিকার উপকূলে দাস কেনার কাজে ব্যবহার করা যায়। ১৭০০ থেকে ১৭৯০ সালের মধ্যে ইউরোপীয়রা প্রায় ২৫ বিলিয়ন কড়ি পশ্চিম আফ্রিকায় ফেলে দেয়। এর ফলে বাজারে কড়ির সংখ্যা (M) আকাশচুম্বী হয়ে পড়ে, দেখা দেয় বিধ্বংসী মুদ্রাস্ফীতি। সাধারণ মানুষের সঞ্চিত কড়ির মূল্য রাতারাতি শূন্যে নেমে আসে এবং স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গোটা অঞ্চল আটলান্টিক দাস বাণিজ্যের শিকার হয়।

উপসংহার: অর্থ হলো সামাজিক স্মৃতির খতিয়ান

স্মিথের দ্রব্য-বিনিময় প্রথার গল্পটি মানুষকে একটি স্বার্থপর বাণিজ্যিক প্রাণী হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস প্রমাণ করে, অর্থ কোনো জড় বস্তু নয়; অর্থ হলো এক সামাজিক প্রযুক্তি—পারস্পরিক ঋণ, বিশ্বাস ও সামাজিক স্মৃতির পরিমাপক। পলিনেশিয়ার উপহারের আদান-প্রদান থেকে শুরু করে আইনি ক্ষতিপূরণ কিংবা মালদ্বীপের কড়ি—অর্থ শুরু হয়েছিল বস্তু হিসেবে নয়, বরং সমাজ হিসেবে মানুষের একে অপরের প্রতি কী দায় রয়েছে, তার হিসাব রাখার এক সম্মিলিত অঙ্গীকার হিসেবে।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "বিনিময়ের আদিম রূপ — উপহার অর্থনীতি, সামাজিক ঋণ ও কড়ির মুদ্রা"। অর্থ ও বাণিজ্যের ইতিহাস, খণ্ড ১। https://shakilmahmud.com/bn/evolution-of-money-part-01-barter-myth-gift-economies-cowrie-shells-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • দ্বিতীয় খণ্ড

মেসোপটেমিয়ার শেকেল — কাদা মাটির ফলক, মন্দির অর্থনীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ

মেসোপটেমিয়ার শেকেল — কাদা মাটির ফলক, মন্দির অর্থনীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ

993 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ২: *মেসোপটেমিয়ার আক্কাদীয় কিউনিফর্ম কাদা মাটির ফলক: রৌপ্য শেকেল, ঋণের চুক্তি ও সুদের হারের প্রাচীন দলিল।*

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উর্বর পলিবিধৌত উপত্যকায় মানব ইতিহাসের অন্যতম প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর ঘটেছিল: মন্দির-রাষ্ট্রের (Temple-State) উত্থান। উরুক, উর, লাগাশ এবং নিপ্পুরের মতো প্রাচীন সুমেরীয় নগর-রাষ্ট্রগুলোতে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান—মন্দির (*É*) ও রাজপ্রাসাদ (*É-gal*)—হাজার হাজার হেক্টর সেচনির্ভর গম ও যবের জমি, বিশালাকার পশুপাল, তাঁতিদের কারখানা এবং গুদামঘর নিয়ন্ত্রণ করত।

এই বিপুল পরিমাণ কৃষিজ ও শিল্প উদ্বৃত্ত ব্যবস্থাপনায় মানুষের একক স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ অকার্যকর ছিল। প্রচলিত সাধারণ বিশ্বাস ছিল যে মানুষ হয়তো কবিতা বা ঐশ্বরিক বাণী লেখার জন্য লিপির উদ্ভাবন করেছিল; কিন্তু উরুক থেকে আবিষ্কৃত প্রাচীন কিউনিফর্ম কাদা মাটির ফলকের প্রত্নতাত্ত্বিক পাঠোদ্ধার এক বিস্ময়কর সত্য উন্মোচন করেছে: **উরুক ৪ এবং ৩ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত ফলকগুলোর শতকরা ৯০ ভাগের বেশি সাহিত্য নয়, বরং খাদ্যশস্যের রেশনের হিসাব, করের খতিয়ান এবং ঋণের চুক্তিপত্র**। মেসোপটেমিয়ায় অর্থের উদ্ভব পকেটে নিয়ে ঘোরার মতো কোনো চকচকে ধাতব মুদ্রা হিসেবে হয়নি; অর্থের জন্ম হয়েছিল কাঁচা পলির ফলকে খোদাই করা এক বিমূর্ত আমলাতান্ত্রিক হিসাবের একক হিসেবে।

শেকেল: যব ও রূপার রাষ্ট্রীয় সমমূল্য

প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল ভিত্তি ছিল **শেকেল** (সুমেরীয় ভাষায় *গিন* [Gin₂], আক্কাদীয় ভাষায় *শিকলু* [Šiqlu])। সূচনাকালে শেকেল কোনো রাজার ছবিযুক্ত ধাতব মুদ্রা ছিল না; এটি ছিল ওজনের একটি আদর্শ একক, যা প্রায় ৮.৩৩ গ্রাম খাঁটি রূপার সমান। তবে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় রূপা ছিল দুর্লভ এবং সাধারণ কৃষকের দৈনন্দিন কেনাবেচায় রূপার ব্যবহার ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়।

এর পরিবর্তে মন্দিরের প্রশাসন একটি যুগান্তকারী দ্বৈত আর্থিক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছিল—রূপা ও যবের (Barley) মাঝে রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্ধারিত সমমূল্য:

$$১ text{রূপারশেকেল} = ১ text{গুরযব} approx ৩০০ text{লিটারযব} = ১৮০ text{যবেরদানা}$$

এই বিধিবদ্ধ সমমূল্য মেসোপটেমিয়ার অর্থনীতিকে পুরোপুরি বদলে দিয়েছিল। মন্দির কৃষকদের লাঙল, বীজ, বলদ এবং সেচের পানি অগ্রিম ঋণ হিসেবে দিত। কৃষক পরিবারের ঋণের হিসাব ফলকে লেখা থাকত রূপার শেকেলের এককে; কিন্তু বসন্তকালে যখন ফসল উঠত, তখন কৃষক সেই ঋণ শোধ করত নিজের খামারে উৎপাদিত বস্তা বস্তা যব দিয়ে।

রূপা কাজ করত দূরপাল্লার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বণিকদের মধ্যে হিসাব নিষ্পত্তির একক হিসেবে, আর যব কাজ করত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন মজুরি ও স্থানীয় লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে। অর্থ ছিল এমন একটি পরিমাপক যার সাহায্যে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী পণ্য—পশম, তিলের তেল, কাঠ ও তামা—একটি সাধারণ মানদণ্ডে পরিমাপ করে কেন্দ্রীয় লেজারে হিসাব মেলানো যেত।

কিউনিফর্ম ঋণের দলিল ও কাদার খাম

উর ৩য় রাজবংশ (খ্রিস্টপূর্ব ২১২১–২০০৪) এবং প্রাচীন ব্যাবিলনীয় যুগে (খ্রিস্টপূর্ব ১৮৯৪–১৫৯৫) ঋণ মন্দিরের সীমানা পেরিয়ে ব্যক্তিপর্যায়ের ব্যবসায় ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবসায়ী ও ভূম্যধিকারীরা নিয়মিত রূপা ও শস্যের ঋণ দিতেন, যা সিলিন্ডার সিলের ছাপযুক্ত কিউনিফর্ম ফলকে স্বাক্ষরিত হতো।

জালিয়াতি রোধ করার জন্য—যেমন ঋণের পরিমাণ ঘষে পরিবর্তন করা—প্রাচীন লিপিকারা এক অনন্য প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছিলেন: **কাদার খাম** (Clay Envelope)। লিপিকার মূল ঋণের বিবরণী একটি ছোট কাদা মাটির ফলকে লিখে শুকিয়ে নিতেন। এরপর সেই ফলকটির ওপর আরেকটি কাঁচা মাটির আবরণ দিয়ে খাম বানিয়ে তার ওপর দ্বিতীয়বার হুবহু একই চুক্তি লিখতেন এবং উভয় পক্ষের সিলের ছাপ দিতেন। কোনো দেনাদার যদি দাবি করত যে ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে লেখা হয়েছে, তবে বিচারকদের সামনে সেই বাইরের খামটি ভেঙে ভেতরে অক্ষত থাকা মূল ফলকটি দেখে রায় দেওয়া হতো।

ব্যাবিলনীয় ঋণ ফলকের অংশ	প্রশাসনিক ও আইনি ভূমিকা
মূলধন ও মুদ্রার ধরন: যেমন ৫ শেকেল রূপা	ঋণদাতা কর্তৃক প্রদত্ত আসল মূলধন।
সুদের হার: *সিবতু* (Ṣibtu)	আইন নির্ধারিত সুদ: রূপার ওপর বছরে ২০%, যবের ওপর ৩৩⅓%।
পরিশোধের সময়: *ইনা এবুরিম*	“ফসল কাটার মৌসুমে”—ফসল উঠলেই খামারে যব দিয়ে ঋণ শোধের বাধ্যবাধকতা।
জামানত ও বন্ধক: *এরুবাৎতু*	কৃষকের জমি, বলদ বা ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত পরিবারের সন্তানদের দাসত্বে নেওয়ার শর্ত।
সাক্ষী ও সিলের ছাপ:	নগর বিচারসভায় চুক্তিটি কার্যকর করার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্বীকৃতি।

মেসোপটেমীয় সুদের গণিত: চক্রবৃদ্ধি বনাম বাস্তব উৎপাদন

ষাট-ভিত্তিক (Sexagesimal) সংখ্যা ব্যবস্থার ওপর গড়ে ওঠা মেসোপটেমীয় গণিত ছিল অত্যন্ত উন্নত। ব্যাবিলনের লিপিকারদের নিয়মিত সুদের হার এবং চক্রবৃদ্ধি ঋণের জটিল হিসাব শেখানো হতো।

সম্রাট হাম্মুরাবির আইন সংহিতা (খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫৪)-তে সুদের বার্ষিক হার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল:

- **রূপার ঋণের সুদ:** বার্ষিক ২০% (আসলের এক-পঞ্চমাংশ)।
- **খাদ্যশস্যের ঋণের সুদ:** বার্ষিক ৩৩⅓% (আসলের এক-তৃতীয়াংশ)।

যদি প্রাথমিক আসল (P_0), বার্ষিক সুদের হার (r), এবং সময় (t) বছর হয়, তবে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি হারে ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায়:

$$P(t) = P_0(1 + r)^t$$

২০% সুদের হারে একটি ঋণ মাত্র ৩.৮ বছরে দ্বিগুণ হয়ে যায় ((t = frac{ln 2}{ln ১.২০} approx ৩.৮০))। সুসা ও নিপ্পুর থেকে প্রাপ্ত গণিতের অনুশীলন ফলকে ছাত্রদের প্রশ্ন করা হতো: *“১ শেকেল রূপা কত বছরে ৬৪ শেকেল হবে?”* (উত্তর: ৬ বার দ্বিগুণ হওয়ার সময়, অর্থাৎ প্রায় ২৩ বছর)।

এখানেই প্রাচীন ঋণ অর্থনীতির এক মারাত্মক সংকট লুকিয়ে ছিল: **ঋণ বাড়ে চক্রবৃদ্ধি জ্যামিতিক হারে, কিন্তু কৃষিজমি বা ফসলের উৎপাদন বাড়ে অতি ধীর পাটিগণিতীয় গতিতে এবং তা খরা, বন্যা ও পঙ্গপালের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে**। ইউফ্রেটিসের বন্যায় যখন ফসল নষ্ট হতো, কৃষক সুদের বোঝা টানতে পারত না। ঋণদাতারা তখন কৃষকের ভিটেমাটি কেড়ে নিত এবং তার সন্তান ও স্ত্রীকে ঋণের দায়ে দাস বানিয়ে ফেলত।

রাজকীয় ঋণমুক্তি: আন্দুরারুম ও জুবিলি প্রথা

যদি বাজারের এই ঋণ প্রক্রিয়াকে মুক্তভাবে চলতে দেওয়া হতো, তবে গোটা সমাজ নিঃস্ব হয়ে যেত; অধিকাংশ স্বাধীন নাগরিক দাসে পরিণত হতো এবং রাজার কর দেওয়া বা সেনাবাহিনীতে লড়াই করার মতো কোনো মুক্ত নাগরিক অবশিষ্ট থাকত না। এই মহাবিপর্যয় ঠেকাতে সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় রাজারা এক অনন্য অর্থনৈতিক সুরক্ষাব্যবস্থা ব্যবহার করতেন: **রাজকীয় ঋণমুক্তি** (সুমেরীয় ভাষায় *আমার্গি*, আক্কাদীয় ভাষায় *আন্দুরারুম* বা *মিশারুম*)।

> *“নতুন কোনো রাজা যখন সিংহাসনে বসতেন, কিংবা ভয়াবহ খরা ও যুদ্ধের পর, তিনি ‘মিশারুম’ বা ন্যায়বিচারের রাজকীয় ফরমান জারি করতেন। রাজপ্রাসাদের চূড়ায় সোনার মশাল জ্বালিয়ে ঘোষণা করা হতো: কৃষকদের সমস্ত দেনা বাতিল করা হলো, ঋণের দায়ে বিক্রি হওয়া সন্তানদের মুক্ত করে দেওয়া হলো এবং পৈতৃক জমি কৃষকদের ফিরিয়ে দেওয়া হলো।”*
>
> *— মাইকেল হাডসন, ...অ্যান্ড ফরগিভ দেম দেয়ার ডেটস (২০১৮)*

লক্ষ্যণীয় যে, এই ঋণমুক্তি কেবল সাধারণ কৃষকদের উৎপাদন ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল; ব্যবসায়ীদের পারস্পরিক বাণিজ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় ছিল না। মেসোপটেমিয়ার এই প্রাচীন প্রথাই পরবর্তীতে প্রাচীন হিব্রু আইনে স্থান পায় এবং বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে (লেভিটিকাস ২৫ অধ্যায়) প্রতি পঞ্চাশ বছর পর পর **জুবিলি বছর** হিসেবে সমস্ত ঋণ মাফ ও দাসমুক্তির ধর্মীয় আইনে রূপ লাভ করে।

Shakil Mahmud • Research Monograph

উপসংহার: মুদ্রার আদি পিতা হলো হিসাবের খতিয়ান

প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে, সোনা বা রুপার ধাতব মুদ্রার মাধ্যমে অর্থনীতির জন্ম হয়নি। গ্রিসে প্রথম কয়েন তৈরির দুই হাজার বছর আগেই মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্যাংকিং, ঋণ, সুদের হার, আইনি চুক্তি এবং হিসাবের খতিয়ানভিত্তিক এক সুসংহত অর্থনৈতিক বিশ্ব। অর্থ কোনো বস্তু দিয়ে শুরু হয়নি; অর্থ শুরু হয়েছিল মানুষের মধ্যকার ঋণ এবং ইউফ্রেটিসের নরম মাটিতে লেখা হিসাবের লেজার হিসেবে।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "মেসোপটেমিয়ার শেকেল — কাদা মাটির ফলক, মন্দির অর্থনীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ"। অর্থ ও বাণিজ্যের ইতিহাস, খণ্ড ২। https://shakilmahmud.com/bn/evolution-of-money-part-02-mesopotamian-shekel-clay-tablets-temple-credit-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • তৃতীয় খণ্ড

প্রথম ধাতব মুদ্রা — রাজা অ্যালিয়াতেস, লিডিয়া ও ইলেকট্রাম বিপ্লব

প্রথম ধাতব মুদ্রা — রাজা অ্যালিয়াতেস, লিডিয়া ও ইলেকট্রাম বিপ্লব

892 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ৩: *লিডিয়ার রাজা অ্যালিয়াতেসের ইলেকট্রাম ট্রাইট স্টেটার (খ্রিস্টপূর্ব ৬২০–৫৬৩): বিশ্বের প্রাচীনতম সিলমোহরযুক্ত ধাতব মুদ্রা।*

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের পূর্বে হাজার বছর ধরে ভূমধ্যসাগর ও মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে সোনা ও রূপা লেনদেন হতো কাঁচা পিণ্ড, তারের কুণ্ডলী বা টুকরো রূপা (প্রত্নতাত্ত্বিক ভাষায় যাকে বলা হয় *হ্যাকসিলবার* [Hacksilber]) হিসেবে। প্রতিটি কেনাবেচায় সোনা-রূপার লেনদেন সম্পন্ন করতে দুটি অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ কাজ করতে হতো: বাটখারা দিয়ে নিখুঁত ওজন মাপা এবং কষ্টিপাথরে ঘষে ধাতুর খাঁটিত্ব পরীক্ষা করা। এই ক্লান্তিকর প্রক্রিয়ার কারণে বাণিজ্যে লেনদেনের খরচ (Transaction Cost) ছিল আকাশচুম্বী।

খ্রিস্টপূর্ব ৬১০ থেকে ৬০০ অব্দের মাঝামাঝি সময়ে বর্তমান তুরস্কের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত প্রাচুর্যময় লিডিয়া (Lydia) সাম্রাজ্যের রাজা অ্যালিয়াতেস—যিনি কিংবদন্তি ধনী রাজা ক্রোয়েসাসের পিতা—বিশ্ববাণিজ্যকে চিরতরে বদলে দেওয়ার মতো এক উদ্ভাবন করেন: **ছাঁচে ঢালাই করা ধাতব মুদ্রা (Coin)**। প্রাচীন গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস তাঁর *হিস্ট্রিস* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখেছিলেন:

> *“আমাদের জানা মতে, লিডিয়াবাসীরাই প্রথম জাতি যারা সোনা ও রূপার মুদ্রা তৈরি ও ব্যবহার করেছিল এবং তারাই প্রথম খুচরা বাজারের ব্যবসা শুরু করেছিল।”*
>
> *— হেরোডোটাস, হিস্ট্রিস (১.৯৪)*

ইলেক্ট্রামের ভূতত্ত্ব: প্যাক্টোলাস নদীর সোনা

লিডিয়ার এই মুদ্রা বিপ্লবের পেছনে ছিল তমোলাস পর্বতের এক অনন্য ভূতাত্ত্বিক আশীর্বাদ। পাহাড় থেকে নেমে আসা প্যাক্টোলাস নদী—যা লিডিয়ার রাজধানী সার্ডিস শহরের বুক চিরে বয়ে যেত—তার পলির সাথে বয়ে নিয়ে আসত এক প্রাকৃতিক সংকর ধাতু, গ্রিক ভাষায় যার নাম ছিল **ইলেক্ট্রাম** (Electrum বা শ্বেত সোনা)।

পৌরাণিক কাহিনীতে বলা হয়, রাজা মিডাস তাঁর স্পর্শে সবকিছু সোনা হয়ে যাওয়ার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে প্যাক্টোলাস নদীতে স্নান করেছিলেন, যার ফলে নদীর বালি সোনায় পরিণত হয়। কিন্তু ভূবিজ্ঞানের বাস্তবতায়, লিডিয়ার এই পলিমাটির ইলেক্ট্রাম ছিল প্রকৃতিগতভাবেই সোনা ও রূপার এক মিশ্রণ—যাতে সাধারণত ৭০% থেকে ৮০% সোনা, ২০% থেকে ২৫% রূপা এবং সামান্য পরিমাণ তামা ও লোহা মিশ্রিত থাকত।

কিন্তু বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রাম একটি বড় সমস্যা তৈরি করেছিল: **প্রকৃতিতে এই মিশ্রণের অনুপাত সবসময় একরকম থাকত না**। একই নদীর এক জায়গায় পাওয়া খণ্ডে হয়তো ৮৫% সোনা থাকত, আবার আরেক জায়গায় পাওয়া খণ্ডে থাকত ৫০% সোনা। সোনা রূপার চেয়ে প্রায় ১০ থেকে ১৩ গুণ মূল্যবান হওয়ায় সমান ওজনের দুটি খণ্ডের বাস্তব মূল্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান হতো। কেবল চোখে দেখে এর খাঁটিত্ব বোঝার কোনো উপায় ছিল না।

ইলেক্ট্রাম সংকর ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) থেকে সোনার সঠিক পরিমাণ নির্ণয়ের পদার্থবৈজ্ঞানিক সূত্রটি নিম্নরূপ:

$$\frac{১}{\rho_{\text{alloy}}} = \frac{f_{\text{gold}}}{\rho_{\text{gold}}} + \frac{১ – f_{\text{gold}}}{\rho_{\text{silver}}}$$

এখানে সোনার ভরের অনুপাত f_{gold} বের করার সমীকরণ দাঁড়ায়:

Shakil Mahmud • Research Monograph

f_{text{gold}} = frac{rho_{text{gold}} (rho_{text{alloy}} – rho_{text{silver}})}{rho_{text{alloy}} (rho_{text{gold}} – rho_{text{silver}})}

বাজারে সাধারণ ক্রেতা ও বিক্রেতার পক্ষে আর্কিমিডিসের ঘনত্ব সূত্রের জলমগ্ন পরীক্ষা করে পণ্য কেনাবেচা করা অসম্ভব ছিল। ফলে অপরিশোধিত ইলেক্ট্রাম দিয়ে সাধারণ ব্যবসা করা যাচ্ছিল না। প্রয়োজন ছিল এক রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির।

রাজকীয় সিংহ ছাপ: বিশ্বাসের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ

রাজা অ্যালিয়াতেসের যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল এই প্রাকৃতিক অনির্দিষ্ট ধাতুকে একটি রাষ্ট্রীয় মানসম্মত সম্পদে রূপান্তর করা। লিডিয়ার রাজকীয় কারিগররা ইলেক্ট্রাম গলিয়ে তাতে সামান্য তামা মিশিয়ে একটি নির্দিষ্ট অনুপাত তৈরি করেন এবং নির্দিষ্ট ওজনের ছোট ছোট ধাতব গোলক নেহাইয়ের ওপর রাখেন। এরপর ব্রোঞ্জের খোদাই করা ডাইস ও ভারী হাতুড়ির ঘা দিয়ে সেই পিণ্ডের ওপর ছাপ মারা হয়।

মুদ্রার সামনের অংশে খোদাই করা হতো লিডিয়ার মার্মনাড রাজবংশের প্রতীক: **গর্জনরত সিংহের মুখ**, যার কপালে থাকত সূর্যের কিরণের মতো উজ্জ্বল চিহ্ন। আর পেছনের অংশে হাতুড়ির গভীর ডাবল পাঞ্চের ছাপ থাকত, যা প্রমাণ করত ধাতুর ভেতরে কোনো ফাঁকি নেই—পুরো পিণ্ডটি একই ধাতুতে তৈরি।

লিডিয়ান মুদ্রার মান	স্টেটারের ভগ্নাংশ	তাত্ত্বিক ওজন (মিলেসিয়ান মান)	তৎকালীন ক্রয়ক্ষমতা
স্টেটার (Stater)	১	~১৪.১০ গ্রাম	একজন অভিজ্ঞ সেনাপতির এক মাসের বেতন।
ট্রাইট (Trite – এক তৃতীয়াংশ)	১/৩	~৪.৭০ গ্রাম	একটি বলদ গরু বা উৎকৃষ্ট অস্ত্রের দাম।
হেকটে (Hekte – এক ষষ্ঠাংশ)	১/৬	~২.৩৫ গ্রাম	বন্দরগুলোতে বড় পাইকারি বাণিজ্যের একক।
হেমিহেকটে (এক দ্বাদশাংশ)	১/১২	~১.১৮ গ্রাম	শহুরে শ্রমিকের এক মাসের খাদ্যশস্যের রেশন।
ক্ষুদ্রাংশ (১/৯৬ অংশ)	১/৯৬	~০.১৫ গ্রাম (সূচের মাথার মতো)	সার্ডিস শহরের স্থানীয় বাজারে শাকসবজি বা মাছ কেনার খুচরা মুদ্রা।

মুদ্রার গায়ে সিংহের এই ছাপ কেবল সৌন্দর্য ছিল না; এটি ছিল **ওজন ও খাঁটিত্বের ওপর রাজকীয় জামিনদারী**। রাজা ঘোষণা করলেন: *"এই ধাতুর টুকরোটিতে কতটুকু সোনা আছে তা পরিমাপ করার দায়িত্ব রাজার। তোমরা একে পাল্লায় না মেপে গুনে গুনে লেনদেন করো।"* মুহূর্তের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের জটিলতা উবে গেল; লেনদেনের গতি বেড়ে গেল বহুগুণ।

ক্রোয়েসিড: দ্বি-ধাতুক মুদ্রার (Bimetallism) জন্ম

অ্যালিয়াতেসের পুত্র কিংবদন্তি ধনী রাজা ক্রোয়েসাস (শাসনকাল খ্রিস্টপূর্ব ৫৬০–৫৪৬) উপলব্ধি করলেন যে, ইলেক্ট্রামের ভেতরে সোনা ও রূপার লুকোচুরি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কিছুটা সন্দেহের জন্ম দেয়। খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০ অব্দে লিডিয়ার রসায়নবিদরা লবণ ও ইটের গুঁড়ো ব্যবহার করে ইলেক্ট্রাম থেকে সোনা ও রূপাকে আলাদা করার প্রাচীনতম রাসায়নিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

ক্রোয়েসাস ইলেক্ট্রামের মুদ্রা বাতিল করে বিশ্বের প্রথম **দ্বি-ধাতুক মুদ্রাব্যবস্থা** চালু করেন, যা ইতিহাসে *ক্রোয়েসিড* নামে পরিচিত। তিনি খাঁটি সোনা (৯৮%+ খাঁটি) এবং খাঁটি রূপার পৃথক মুদ্রা তৈরি করেন, যার গায়ে ছিল সিংহ ও ষাঁড়ের মুখোমুখি যুদ্ধের প্রতীক। সোনার স্টেটারের ওজন ছিল প্রায় ৮.০৫ গ্রাম এবং রূপার স্টেটারের ওজন ছিল ১০.৭ গ্রাম, যার রাষ্ট্রীয় বিনিময় হার ছিল:

$$১০ text{রূপারস্টেটার} = ১ text{সোনারস্টেটার} quad (text{অনুপাত} ১৩.৩৩ : ১)$$

এই নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র ভূমধ্যসাগরে ছড়িয়ে পড়ে। খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৬ অব্দে পারস্য সম্রাট সাইরাস যখন লিডিয়া জয় করেন, তিনি লিডিয়ার টাকশাল ধ্বংস করেননি; বরং সম্রাট প্রথম দারিয়ুস এই মুদ্রাব্যবস্থাকে গ্রহণ করে পারস্যের বিখ্যাত স্বর্ণমুদ্রা *দারিক* এবং রৌপ্যমুদ্রা *সিগলোস* চালু করেন, যা সিন্ধু নদ থেকে দানিয়ুব নদী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

উপসংহার: চলমান ও নামহীন অর্থ

লিডিয়ার মুদ্রা আবিষ্কার অর্থকে মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন মন্দির ও প্রাসাদের হিসাবের খাতা থেকে চিরতরে মুক্ত করে দিয়েছিল। সুমেরীয় ঋণ ছিল আমলাতান্ত্রিক, স্থানীয় এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তির নামের সাথে যুক্ত; কিন্তু লিডিয়ার ধাতব মুদ্রা ছিল ভ্রাম্যমাণ, বেনামী এবং সর্বজনীন। একজন গ্রিক ভাড়াটে সৈন্য তার চামড়ার থলিতে লিডিয়ার মুদ্রা ভরে শত শত মাইল দূরে চলে যেতে পারত; সেখানে যে দোকানি তার ভাষা জানত না বা তার নাম কোনোদিন শোনেনি, সেও সেই মুদ্রার গায়ে সিংহের মুখ দেখে নির্দ্বিধায় খাদ্য ও আশ্রয় তুলে দিত। মুদ্রার জন্ম বিশ্বাসকে ব্যক্তিগত সম্পর্কের গণ্ডি থেকে মুক্ত করে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের এক ভ্রাম্যমাণ প্রতীকে রূপান্তর করেছিল।

❦

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "প্রথম ধাতব মুদ্রা — রাজা অ্যালিয়াতেস, লিডিয়া ও ইলেকট্রাম বিপ্লব"। অর্থ ও বাণিজ্যের ইতিহাস, খণ্ড ৩। https://shakilmahmud.com/bn/evolution-of-money-part-03-stamped-coins-king-alyattes-lydian-electrum-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • চতুর্থ খণ্ড

এথেনীয় রৌপ্য প্যাঁচা — আগোরার নগদীকরণ এবং ভূমধ্যসাগরীয় সামুদ্রিক বাণিজ্য

এথেনীয় রৌপ্য প্যাঁচা — আগোরার নগদীকরণ এবং ভূমধ্যসাগরীয় সামুদ্রিক বাণিজ্য

1,095 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ৪: *এথেনীয় রৌপ্য টেট্রাড্রাকমা মুদ্রার পেছনের অংশ: দেবী অ্যাথেনার পেঁচা, জলপাই শাখা ও বাঁকা চাঁদ।*

খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দের বসন্তে দক্ষিণ অ্যাটিকার শুষ্ক পাহাড়ি এলাকা লরিয়নের (Laurion) মারোনিয়া খনিতে কর্মরত ক্রীতদাস শ্রমিকরা রূপার এক অভূতপূর্ব বিশাল স্তরের সন্ধান পায়। প্রাচীন এথেন্সের সংবিধান অনুযায়ী এই অপ্রত্যাশিত বিপুল পরিমাণ রূপা—প্রায় একশত ট্যালেন্ট—নাগরিকদের মাঝে মাথাপিছু দশ দ্রাকমা হারে নগদ অর্থ হিসেবে বণ্টন করে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক ও সমরকুশলী থিমিস্টোক্লিস এক ঐতিহাসিক প্রস্তাব নিয়ে এথেন্সের গণপরিষদে (একলেসিয়া) হাজির হন: তিনি নাগরিকদের বোঝাতে সক্ষম হন এই নগদ টাকা ভাগ করে না নিয়ে সমগ্র রূপা দিয়ে দুইশত আধুনিক রণতরী (ট্রাইরিম) নির্মাণ করতে।

মাত্র তিন বছর পর, খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ অব্দে সালাconfig/মিসের বিখ্যাত নৌযুদ্ধে সেই দুইশত যুদ্ধজাহাজ পারস্য সম্রাট জার্ক্সিসের অপ্রতিরোধ্য নৌবহরকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। লরিয়নের রূপার খনি কেবল গ্রিক গণতন্ত্রকেই রক্ষা করেনি; তা এথেনীয় সাম্রাজ্য, পেরিক্লিসের স্বর্ণযুগ এবং ভূমধ্যসাগরের প্রথম সমন্বিত বাজার অর্থনীতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল।

বিশ্বের প্রথম রিজার্ভ কারেন্সি: এথেন্সের “প্যাঁচা”

নৌবহরের ব্যয় মেটাতে, পার্থেননের মতো কালজয়ী স্থাপত্য নির্মাণ করতে এবং ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে এথেন্সের টাকশাল থেকে তৈরি হয়েছিল প্রাচীন বিশ্বের সর্বাধিক পরিচিত ও বিশ্বস্ত রূপার মুদ্রা: **এথেনীয় টেট্রাড্রাকমা** (চার দ্রাকমার মুদ্রা), যা সমগ্র প্রাচীন বিশ্বে একনামে **“প্যাঁচা”** (গ্রিক ভাষায় *গ্লক্স* [Glaux]) নামে পরিচিত ছিল।

মুদ্রার সামনের অংশে খোদাই করা ছিল এথেন্সের অভিভাবক দেবী অ্যাথেনার হেলমেট পরা মুখ, যার মাথায় জলপাই পাতার মুকুট। আর পেছনের অংশে ছিল দেবীর পবিত্র প্রতীক প্যাঁচা, তার পাশে জলপাইয়ের ডাল, একফালি বাঁকা চাঁদ এবং গ্রিক হরফে লেখা (ΑΘΕ) (*আথে*—অর্থাৎ “এথেনীয়দের পক্ষ থেকে”)।

এথেনীয় প্যাঁচা দুটি কঠোর নীতিগত কারণে বিশ্বজুড়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিল:

1. **নিখুঁত ওজনের স্থিরতা:** অ্যাটিক মান অনুযায়ী প্রতিটি টেট্রাড্রাকমার ওজন ছিল নিখুঁত ১৭.২ গ্রাম (প্রতি দ্রাকমায় ৪.৩ গ্রাম)।
2. **চরম ধাতুগত বিশুদ্ধতা:** লরিয়নের বিশেষ চুল্লিতে পরিশোধিত এই মুদ্রায় রূপার বিশুদ্ধতা ছিল ৯৮% থেকে ৯৯%—যা তৎকালীন অন্য কোনো গ্রিক নগর-রাষ্ট্রের পক্ষে ধরে রাখা সম্ভব ছিল না।

কৃষ্ণসাগরের গম রপ্তানিকারক বন্দর থেকে শুরু করে ফিনিশীয় বন্দর ও মিশরের নীল নদ পর্যন্ত সমস্ত ব্যবসায়ী কোনো দ্বিধা ছাড়াই এথেন্সের প্যাঁচাকে গ্রহণ করত। ফলে এটি প্রাচীন বিশ্বের প্রথম **আন্তর্জাতিক রিজার্ভ কারেন্সি**-তে পরিণত হয়। পারস্যের প্রাদেশিক শাসকরা নিজেদের রাজকোষে এথেনীয় প্যাঁচা জমিয়ে রাখতেন; দানিয়ুব নদীর তীরের যাযাবর রাজারা এটি সঞ্চয় করতেন; আর মিশরে এর চাহিদা এতটাই তুঙ্গে ছিল যে স্থানীয়ভাবে এর হুবহু নকল তৈরি করে লেনদেন চালানো হতো।

Shakil Mahmud • Research Monograph

আগোরার নগদীকরণ: গণতন্ত্র ও দৈনন্দিন মজুরি

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বেও গ্রিক সমাজের দৈনন্দিন জীবন ছিল মূলত আত্মনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি (*ওইকোস* [Oikos])-এর ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু পেরিক্লিসের আমলে লরিয়নের রূপার বন্যায় এথেন্সের সামগ্রিক নাগরিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পূর্ণ নগদীকৃত (Monetized) হয়ে পড়ে। ইউরোপের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের জন্য নাগরিকদের নিয়মিত নগদ অর্থে বেতন দেওয়া শুরু করে:

এথেনীয় রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বা নাগরিক ভূমিকা	দৈনিক রাষ্ট্রীয় ভাতা (পেরিক্লিসের যুগ)	সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব
বিচারক/জুরি (ডিকাস্টেস): *ডিকাস্টিকোস মিসথোস*	২ ওবোল (পরবর্তীতে ৩ ওবোল)	৫০১ সদস্যের জুরি প্যানেলে দরিদ্র নাগরিক ও বৃদ্ধদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত হয়।
৫০ সদস্যের নির্বাহী পরিষদ: *বুলেউতিকোস মিসথোস*	দৈনিক ৫ ওবোল	সাধারণ নাগরিকদের রাষ্ট্র পরিচালনায় সক্রিয় থাকার অর্থনৈতিক সক্ষমতা দেয়।
রণতরীর দাঁড়টানা নাবিক (থেটেস):	দৈনিক ৩ ওবোল থেকে ১ দ্রাকমা (৬ ওবোল)	নগরীর ২০,০০০ ভূমিহীন দরিদ্র নাগরিকদের সম্মানজনক জীবিকার ব্যবস্থা হয়।
গণপরিষদে উপস্থিতি: *মিসথোস একলেসিয়াস্তিকোস*	১ থেকে ৩ ওবোল (খ্রিস্টপূর্ব ৩৯০-এর দশক)	আইন প্রণয়ন সভায় সাধারণ মানুষের উপস্থিতি নিশ্চিত করে।

হাজার হাজার নাগরিক যখন প্রতিদিন হাতে নগদ রূপার মুদ্রা পেতে শুরু করল, তখন শহরের কেন্দ্রীয় চত্বর—**আগোরা** (Agora)—এক সুবিশাল খুচরা বাজারে পরিণত হলো। কৃষকরা গ্রাম থেকে শাকসবজি, জলপাই ও ডুমুর নিয়ে আসত; কারিগররা চামড়ার জুতো ও মাটির পাত্র বিক্রি করত। অর্থ তখন আর কেবল অভিজাত বা দূরপাল্লার বাণিজ্যের বিষয় রইল না; তা সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক মাধ্যম হয়ে দাঁড়াল।

সামুদ্রিক ঋণ ও পিরায়াসের অর্থবাজার: বোটমরির জন্ম

এথেন্সের বাণিজ্যের মূল হৃৎপিণ্ড ছিল বন্দরনগরী **পিরায়াস** (Piraeus)। এথেন্স তার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিল: অ্যাটিকার অনুর্বর পাহাড়ি মাটিতে তার আড়াই লক্ষ নাগরিকের মাত্র এক-চতুর্থাংশের খাদ্য উৎপাদিত হতো। ক্ষুধা থেকে বাঁচতে এথেন্সকে প্রতি বছর কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চল ও মিশর থেকে প্রায় ১২ থেকে ১৫ লক্ষ বুশেল গম আমদানি করতে হতো।

এই বিপজ্জনক দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার অর্থায়নের জন্য এথেন্সের ব্যাংক ব্যবসায়ীরা—যাদের অনেকেই ছিলেন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস বা অভিবাসী ব্যবসায়ী, যেমন কিংবদন্তি ব্যাংকার পাসিওন—একটি আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছিলেন: **বোটমরি লোন** (গ্রিক ভাষায় *নটিকন দানিয়ন* [Nautikon Daneion])।

বোটমরি লোন ছিল একাধারে বাণিজ্যিক ঋণ এবং সামুদ্রিক বীমা। ব্যাংকার জাহাজের ক্যাপ্টেনকে জাহাজ ভাড়া ও গম কেনার জন্য নগদ টাকা দিতেন। সমুদ্রের ঝড়ে জাহাজ ডুবে গেলে কিংবা জলদস্যুর কবলে পড়লে ঋণ পুরোপুরি বাতিল হয়ে যেত—ক্যাপ্টেনের কোনো দেনা থাকত না এবং সমস্ত ক্ষতি ব্যাংকার নিজের ঘাড়ে নিতেন। কিন্তু জাহাজ যদি নিরাপদে পিরায়াস বন্দরে গম নিয়ে ফিরত, তবে ক্যাপ্টেন আসল টাকার সাথে চড়া সুদ ফেরত দিতে বাধ্য থাকতেন—সাধারণত কয়েক মাসের এক গ্রীষ্মকালীন যাত্রার জন্য সুদের হার ছিল ২০% থেকে ৩০%।

ঝুঁকির অনুপাতের ওপর ভিত্তি করে এই সুদের হার নির্ধারণ আধুনিক ফিন্যান্সিয়াল গণিতের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি মূলধন (P), ঝুঁকিমুক্ত সুদের হার (R_f), জাহাজডুবির সম্ভাবনা (p_{text{loss}}), এবং সামুদ্রিক সুদের হার (R_{text{maritime}}) হয়, তবে প্রত্যাশিত আয়ের সমীকরণ দাঁড়ায়:

E[text{Return}] = (১ – p_{text{loss}}) cdot P(১ + R_{text{maritime}}) + p_{text{loss}} cdot ০ = P(১ + R_f)

এখান থেকে সামুদ্রিক ঋণের সুদের হার (R_{text{maritime}}) বের করার সূত্র:

R_{text{maritime}} = frac{R_f + p_{text{loss}}}{১ – p_{text{loss}}}

যদি স্বাভাবিক বাৎসরিক সুদ (R_f = ০.১০) হয় এবং কৃষ্ণসাগরের বিপজ্জনক পথে জাহাজডুবির ঝুঁকি (p_{text{loss}} = ০.১৫) হয়, তবে নির্ধারিত সুদের হার হতো:

R_{text{maritime}} = frac{০.১০ + ০.১৫}{১ – ০.১৫} = frac{০.২৫}{০.৮৫} approx ২৯.৪%

পিরায়াসের জেটিতে টেবিল পেতে বসা ব্যাংকাররা (*ট্রাপেজিটাই*) আমানত গ্রহণ করতেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেটার অব ক্রেডিট বা প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করতেন এবং নগদ রূপা স্থানান্তর না করেই খাতায় নাম কেটে হিসাব নিষ্পত্তি করতেন। ব্যাংকিং কেবল রূপা জমিয়ে রাখার সিন্দুক থেকে পুঁজি সঞ্চালন ও বৈশ্বিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আধুনিক ইঞ্জিনে রূপান্তরিত হয়েছিল।

মুদ্রার একক রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব: কয়েন কারেন্সি ডিক্রি

ডেলিয়ান লিগ যখন এথেনীয় সাম্রাজ্যে রূপ নিল, তখন এথেন্স ভূমধ্যসাগরে নিজের মুদ্রার একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করতে সচেষ্ট হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৪২০-এর দশকে এথেনীয় পরিষদ কুখ্যাত **মুদ্রা মান ফরমান** (Standards Decree) জারি করে। এই আইনে ঘোষণা করা হয়:

- এথেন্সের অধীনস্থ تمام মিত্র নগর-রাষ্ট্রগুলোকে নিজেদের স্থানীয় টাকশাল বন্ধ করতে হবে এবং রৌপ্যমুদ্রা তৈরি নিষিদ্ধ থাকবে।
- সমস্ত বিদেশি রূপার মুদ্রা এথেন্সের টাকশালে জমা দিয়ে গলিয়ে নিতে হবে এবং নির্দিষ্ট ফি দিয়ে এথেনীয় প্যাঁচা মুদ্রায় রূপান্তর করতে হবে।
- সাম্রাজ্যের সমস্ত বন্দর শুল্ক, বাজার লেনদেন এবং বার্ষিক কর কেবল এথেন্সের ওজন ও প্যাঁচা মুদ্রায় পরিশোধ করতে হবে।

এটি ছিল মানব ইতিহাসের প্রথম বাধ্যতামূলক একক মুদ্রা অঞ্চল (Single Currency Union) প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। এটি প্রমাণ করে যে রাজনৈতিক আধিপত্য এবং মুদ্রার ক্ষমতার মাঝে এক চিরন্তন বন্ধন রয়েছে: যে সাম্রাজ্য মুদ্রার মান নির্ধারণ করতে পারে, সে সাম্রাজ্যের সীমানার প্রতিটি অর্থনৈতিক লেনদেনের ওপর অদৃশ্য কর আরোপের ক্ষমতা অর্জন করে।

উপসংহার: নিখুঁত মুদ্রার স্বর্ণযুগ

এথেনীয় রৌপ্য প্যাঁচা প্রমাণ করেছিল যে, একটি নির্ভরযোগ্য, নিখুঁত ও অবমূল্যায়নমুক্ত মুদ্রা কীভাবে মুক্ত বাণিজ্য, আইনের শাসন এবং নৌ-নিরাপত্তার সাথে যুক্ত হয়ে দর্শন, বিজ্ঞান ও স্থাপত্যের কালজয়ী স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করতে পারে। এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এই প্যাঁচা প্রাচীন বিশ্বের বাণিজ্যের অভিভাবক হিসেবে বিরাজ করেছে। কিন্তু পেলোপনেশীয় যুদ্ধের রক্তক্ষয়ী সংকটে যখন লরিয়নের খনি স্পার্টার দখলে চলে যায়, তখন ইতিহাসের অন্যান্য চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মতো এথেন্সও শেষ পর্যন্ত মুদ্রা অবমূল্যায়নের ফাঁদে পা দিতে বাধ্য হয়েছিল।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "এথেনীয় রৌপ্য প্যাঁচা — আগোরার নগদীকরণ এবং ভূমধ্যসাগরীয় সামুদ্রিক বাণিজ্য"। অর্থ ও বাণিজ্যের ইতিহাস, খণ্ড ৪। https://shakilmahmud.com/bn/evolution-of-money-part-04-athenian-silver-owl-monetization-agora-trade-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • পঞ্চম খণ্ড

রোমান দিনার ও সাম্রাজ্যের মুদ্রাস্ফীতি — নিরো থেকে ডায়োক্লেশিয়ানের মুদ্রা অবমূল্যায়ন

রোমান দিনার ও সাম্রাজ্যের মুদ্রাস্ফীতি — নিরো থেকে ডায়োক্লেশিয়ানের মুদ্রা অবমূল্যায়ন

1,227 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ৫: *রোমান সম্রাট নিরোর রৌপ্য দিনার: সাম্রাজ্যের ব্যয় মেটাতে মুদ্রা অবমূল্যায়নের সূচনালগ্ন।*

খ্রিস্টপূর্ব ২৭ অব্দে অগাস্টাস সিজার যখন প্রথম রোমান সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে বসেন এবং প্যাক্স রোমানা (রোমান শান্তি)-র সূচনা করেন, তখন তিনি একটি সুসংহত আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার কেন্দ্রবিন্দু ছিল রূপার মুদ্রা **দিনার (Denarius)**। প্রায় ৩.৯ গ্রাম ওজনের এই দিনারে শতকরা ৯৫ থেকে ৯৮ ভাগ খাঁটি রূপা থাকত। এই দিনার ছিল রোমান বাণিজ্য এবং বিশ্বজয়ী সামরিক শক্তির মূল জ্বালানি। রোমান লিজিয়নের দুর্ধর্ষ সৈন্যদের বেতন দেওয়া হতো দিনারে; মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া থেকে গম কেনা হতো দিনারে; আর স্পেনের আটলান্টিক উপকূল থেকে সিরিয়ার মরুভূমি পর্যন্ত কর আদায় হতো এই মুদ্রায়। কিন্তু মাত্র তিন শতাব্দীর ব্যবধানে এই পরাক্রমশালী রৌপ্যমুদ্রা ইতিহাসের অন্যতম চরম অবমূল্যায়নের শিকার হয়ে খাঁটি রূপা থেকে রূপার প্রলেপ দেওয়া এক সাধারণ তামার টুকরায় পরিণত হয়।

দিনারের এই ইতিহাস রাজনৈতিক অর্থনীতির এক চিরন্তন সত্যকে তুলে ধরে: **কোনো সাম্রাজ্য যখন তার সামরিক আগ্রাসনের মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় এবং আমলাতান্ত্রিক ঘাটতি সাধারণ কর দিয়ে মেটাতে ব্যর্থ হয়, তখন সে মুদ্রা অবমূল্যায়নের মতো এক অদৃশ্য ও বিধ্বংসী চুরির আশ্রয় নেয়**। সম্রাট নিরো থেকে ডায়োক্লেশিয়ানের সংস্কার পর্যন্ত রোমের আর্থিক পতন হলো মুদ্রাস্ফীতি, রাষ্ট্রীয় মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক ধ্বসের ক্লাসিক ঐতিহাসিক দলিল।

অবমূল্যায়নের পিচ্ছিল পথ: নিরো থেকে মার্কাস অরেলিয়াস

রোমান দিনারের এই আত্মঘাতী অবমূল্যায়নের প্রথম সূচনা করেছিলেন কুখ্যাত সম্রাট **নিরো** (শাসনকাল ৫৪–৬৮ খ্রিস্টাব্দ)। ৬৪ খ্রিস্টাব্দে রোমের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড এবং তাঁর ব্যক্তিগত বিলাসবহুল প্রাসাদ (*ডোমাস অরিয়া*) নির্মাণের বিপুল ব্যয় মেটাতে গিয়ে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়লে নিরো এক চাতুর্যপূর্ণ মুদ্রানীতি গ্রহণ করেন:

- তিনি সোনার মুদ্রা *অরিয়াস*-এর ওজন ৮.১৮ গ্রাম থেকে কমিয়ে ৭.২৮ গ্রামে নামিয়ে আনেন।
- রূপার মুদ্রা *দিনার*-এর ওজন ৩.৯ গ্রাম থেকে কমিয়ে ৩.৪১ গ্রাম করেন।
- সবচেয়ে মারাত্মক সিদ্ধান্তটি ছিল, দিনারের রূপার খাঁটিত্ব ৯৮% থেকে কমিয়ে ৯০%-এ নামিয়ে ১০% সস্তা তামা মিশিয়ে দেন।

রোমান রাজকোষের কাছে এটি ছিল আলাদিনের চেরাগের মতো। প্রতি ১০০ দিনারের খাঁটি রূপা গলিয়ে নতুন সংকর ধাতু মিশিয়ে টাকশাল থেকে ১১০টি দিনার তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল। এই অতিরিক্ত ১০টি মুদ্রা কোনো বাড়তি উৎপাদন ছাড়াই সরাসরি সম্রাট লাভ হিসেবে ভোগ করতেন—অর্থনীতির ভাষায় যাকে বলা হয় **সিনিয়রেজ** ((S)):

S = M_{text{nominal}} – (C_{text{metal}} + C_{text{production}})

এখানে (M_{text{nominal}}) হলো রাষ্ট্রের জারিকৃত মুদ্রার ঘোষিত ফেস ভ্যালু, (C_{text{metal}}) হলো কাঁচামাল ধাতুর খরচ এবং (C_{text{production}}) হলো টাকশালের উৎপাদন ব্যয়। নিরোর হাত ধরে রাষ্ট্রের বাজেট ঘাটতি মেটাতে ধাতুর ভেজাল মেশানোর এই মারাত্মক নেশা রোমান অর্থনীতির স্থায়ী ব্যধিতে পরিণত হয়।

সম্রাট ও শাসনকাল	দিনারে রুপার পরিমাণ (%)	খাঁটি রুপার ওজন	ঘাটতির প্রধান সামরিক ও রাজনৈতিক কারণ
অগাস্টাস (খ্রিস্টপূর্ব ২৭ – ১৪ খ্রি.)	~৯৮.০%	৩.৮২ গ্রাম	স্থায়ী পেশাদার সেনাবাহিনী এবং রাজকোষ প্রতিষ্ঠা।
নিরো (৫৪–৬৮ খ্রি.)	~৯০.০%	৩.০৭ গ্রাম	রোমের অগ্নিকাণ্ড ও ডোমাস অরিয়া প্রাসাদ নির্মাণ।
ট্রাজান (৯৮–১১৭ খ্রি.)	~৮৫.০%	২.৭৫ গ্রাম	ডেসিয়ান যুদ্ধ ও রোমে বিশাল জনকল্যাণমূলক স্থাপত্য নির্মাণ।
মার্কাস অরেলিয়াস (১৬১–১৮০ খ্রি.)	~৭৫.০%	২.৫০ গ্রাম	অ্যান্টোনিন মহামারী (করদাতার সংখ্যা হ্রাস) ও জার্মানিক যুদ্ধ।
সেপ্টিমিয়াস সেভেরাস (১৯৩–২১১ খ্রি.)	~৫০.০%	১.৬৫ গ্রাম	সৈন্যদের বেতন দ্বিগুণ করা এবং সিংহাসন রক্ষা।
কারাকালা (২১১–২১৭ খ্রি.)	~৫০.০%	১.৬০ গ্রাম (*আন্তোনিনিয়ানুস* প্রবর্তন)	সৈন্যদের বিশাল উৎকোচ প্রদান ও করের পরিধি বাড়ানো।
গ্যালিয়েনাস (২৫৩–২৬৮ খ্রি.)	< ২.০%	**০.০৫ গ্রাম**	তৃতীয় শতকের চরম সংকট; পারস্যের হাতে সম্রাট ভ্যালেরিয়ানের বন্দিদশা।

গ্রেশামের নীতি এবং ভালো রুপার অন্তর্ধান

সেভেরান রাজবংশের আমলে দিনারে যখন অর্ধেকের বেশি তামা মেশানো শুরু হলো, তখন রোমান জনগণ সহজাত অর্থনৈতিক বুদ্ধিমত্তা দিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখায়, যা পরবর্তীতে অর্থনীতিতে **গ্রেশামের নীতি (Gresham’s Law)** নামে পরিচিতি পায়: *“খারাপ মুদ্রা ভালো মুদ্রাকে বাজার থেকে তাড়িয়ে দেয়।”*

যদি বাজারে সমান ফেস ভ্যালু ((FV)) ঘোষিত কিন্তু ভিন্ন ধাতুগত মানের ভালো মুদ্রা ((M_g)) এবং খারাপ মুদ্রা ((M_b)) চালু থাকে, যেখানে ভালো মুদ্রার অন্তর্নিহিত ধাতুগত মূল্য খারাপ মুদ্রার চেয়ে বেশি ((V_g > V_b)):

text{মুদ্রা জমার প্রণোদনা} = V_g – V_b > ০

রোমান প্রজারা প্রতিদিনের কেনাকাটায় এবং রাষ্ট্রীয় কর পরিশোধে তামামেশানো নতুন খারাপ দিনার খরচ করত; আর ঘরে রাখা মাটির পাত্রে অগাস্টাস ও ট্রাজানের আমলের খাঁটি রুপার দিনার জমিয়ে রাখত অথবা গলিয়ে রুপার গয়না বানিয়ে ফেলত। ফলে মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে সমগ্র ভূমধ্যসাগরের দৈনন্দিন বাজার থেকে খাঁটি রুপার মুদ্রা চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

তৃতীয় শতকের সংকট ও আকাশচুম্বী মুদ্রাস্ফীতি

২৩৫ থেকে ২৮৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়কে রোমের ইতিহাসে **তৃতীয় শতকের সংকট** বলা হয়। এ সময় ৫০ জনেরও বেশি সেনাপতি নিজেদের সম্রাট বলে দাবি করে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হন; মহামারী ছড়িয়ে পড়ে; পারস্যের সাসানীয় সম্রাট প্রথম শাপুর রোমান বাহিনীকে পরাজিত করে সম্রাট ভ্যালেরিয়ানকে জীবিত বন্দি করেন। সিংহাসন টিকিয়ে রাখতে সৈন্যদের ঘুষ দেওয়ার জন্য প্রতিটি সামরিক সম্রাট টাকশালকে দিনরাত চালু রেখে কোটি কোটি ভেজাল মুদ্রা বাজারে ছাড়েন।

সম্রাট গ্যালিয়েনাসের আমলে দিনারে রুপার পরিমাণ নামতে নামতে ১.৫%-এ এসে ঠেকে। মুদ্রাগুলো ছিল মূলত ব্রোঞ্জ বা তামার ঢালাই, যার ওপর রুপার সালফেটের অতি সূক্ষ্ম একটি প্রলেপ দেওয়া হতো। পকেটে কয়েকদিন নাড়াচাড়া করলেই ওপরের রুপালী রং উঠে গিয়ে নিচের কুৎসিত তামা বেরিয়ে আসত।

এর পরিণতি ছিল ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি। ব্যবসায়ীরা বুঝতে পারল মুদ্রার কোনো আসল দাম নেই; ফলে পণ্যের দাম হাজার গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হলো। মিশরে সংরক্ষিত প্যাপিরাস দলিলের তথ্য অনুযায়ী, দ্বিতীয় শতকে যে গম ২ দিনারে কেনা যেত, তৃতীয় শতকের শেষে এসে সেই একই গমের দাম দাঁড়ায় ১ লক্ষ দিনার! এই অবিশ্বাস্য মুদ্রাস্ফীতিতে রোমের মধ্যবিত্ত শ্রেণি ধ্বংস হয়ে যায়, দূরপাল্লার বাণিজ্য স্তব্ধ হয়ে পড়ে এবং সমাজ বাধ্য হয়ে টাকা বাদ দিয়ে সরাসরি খাদ্য ও সেবা বিনিময়ের আদিম সামন্তবাদী ধারায় ফিরে যায়।

ডায়োক্লেশিয়ানের বাজার নিয়ন্ত্রণ: সর্বোচ্চ মূল্যের ফরমান (৩০১ খ্রি.)

২৮৪ খ্রিস্টাব্দে এক সাধারণ সৈন্য থেকে সিংহাসনে আরোহণকারী সম্রাট **ডায়োক্লেশিয়ান** রোমান সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন এবং সাম্রাজ্যকে চার শাসকের টেট্রার্কি ব্যবস্থায় ভাগ করেন। কিন্তু বাজারে পণ্যের লাগামহীন দাম দেখে এবং সৈন্যরা তুচ্ছ তামার মুদ্রা নিতে অস্বীকার করায় ডায়োক্লেশিয়ান ইতিহাসের অন্যতম চরম ভুল অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন: **সর্বোচ্চ মূল্যের ফরমান (Edict on Maximum Prices, ৩০১ খ্রি.)**।

মুদ্রা অবমূল্যায়ন যে মুদ্রাস্ফীতির মূল কারণ—তা স্বীকার না করে ডায়োক্লেশিয়ান সমস্ত দায় চাপিয়ে দিলেন ব্যবসায়ীদের “লোভ” ও “অতি মুনাফাখোরি”-র ওপর। তিনি সাম্রাজ্যের ১,০০০-এর বেশি পণ্য, খাদ্যদ্রব্য ও শ্রমের সর্বোচ্চ দাম নির্দিষ্ট করে দিয়ে ফরমান জারি করেন এবং ঘোষণা করেন: **নির্দিষ্ট দামের চেয়ে বেশি দামে কোনো কিছু বিক্রি করলে বা কিনলে তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড**।

> *“কার হৃদয় এতই কঠিন যে সে দেখতে পায় না বাজারে কী ভয়াবহ লোভ রাজত্ব করছে… অতএব আমাদের ইচ্ছা, বাণিজ্যের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য নয়, বরং লোভীদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে থামানোর জন্য সমস্ত পণ্যের দাম বেঁধে দেওয়া হলো।”*
>
> *— সর্বোচ্চ মূল্যের ফরমানের ভূমিকা (৩০১ খ্রি.)*

অর্থনীতির মৌলিক নিয়ম কোনো সম্রাটের তরবারির ভয় পায় না। ফলাফল দাঁড়াল চরম বিপর্যয়। ব্যবসায়ীরা বেঁধে দেওয়া কম দামে গম বিক্রি করতে অস্বীকার করে দোকানপাট বন্ধ করে দিল। মুহূর্তের মধ্যে শহরগুলোতে তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দিল, কালোবাজার গড়ে উঠল এবং তুচ্ছ অপরাধে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হলো। কয়েক মাসের মধ্যেই আইনটি সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে।

Shakil Mahmud • Research Monograph

কনস্ট্যানটাইন ও গোল্ড সলিডাস: বাইজান্টিয়ামের সোনার নোঙর

দিনার যে আর কখনোই তার মর্যাদা ফিরে পাবে না তা বুঝতে পেরে ডায়োক্লেশিয়ানের উত্তরসূরী **মহামতি কনস্ট্যানটাইন** (শাসনকাল ৩০৬–৩৩৭ খ্রি.) এক বৈপ্লবিক আর্থিক সংস্কার করেন: তিনি রূপার মুদ্রা পরিত্যাগ করে এক নতুন স্বর্ণমুদ্রার প্রবর্তন করেন, যার নাম ছিল **সলিডাস (Solidus)**।

প্রতিটি সলিডাসের ওজন ছিল নিখুঁত ৪.৫৪ গ্রাম খাঁটি সোনা। কনস্ট্যানটাইন পৌত্তলিক মন্দিরগুলোর বিপুল স্বর্ণভাণ্ডার বাজেয়াপ্ত করেন এবং ধনী সিনেটর ও ব্যবসায়ীদের ওপর কঠোর সোনার কর আরোপ করে এক বিশাল রাজকীয় স্বর্ণ মজুদ গড়ে তোলেন। সাধারণ প্রজাদের জন্য সস্তা ব্রোঞ্জের মুদ্রা ছেড়ে দেওয়া হলেও সামরিক বাহিনী ও রাজকোষের সমস্ত লেনদেন পরিচালিত হতো এই অটল সলিডাসে।

কনস্ট্যানটাইনের এই সলিডাস পরবর্তী **সাত শত বছর** ধরে তার ওজন ও ৯৮% বিশুদ্ধতা বজায় রেখেছিল। ইউরোপের অন্ধকার যুগে কনস্টান্টিনোপল ও মধ্যপ্রাচ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল রিজার্ভ কারেন্সি ছিল এই সলিডাস। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল; কিন্তু নিখুঁত স্বর্ণমানের ওপর দাঁড়িয়ে পূর্বের বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য আরও এক হাজার বছর টিকে ছিল।

উপসংহার: রোমান পতনের অমূল্য শিক্ষা

রোমান দিনারের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, কোনো রাষ্ট্র যত ক্ষমতাবানই হোক না কেন, সে জোর করে তামাকে সোনা বা রূপার সমমূল্য দিতে পারে না। অবমূল্যায়ন ডেকে আনে মুদ্রাস্ফীতি, সঞ্চয় ধ্বংস করে এবং রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি ধসিয়ে দেয়। রোমের পতন কেবল বর্বর আক্রমণকারীদের তলোয়ারে হয়নি; রোম ভেতর থেকে পচে গিয়েছিল নিজের মুদ্রার সাথে করা দীর্ঘস্থায়ী প্রবঞ্চনা ও অবমূল্যায়নের বিষে।

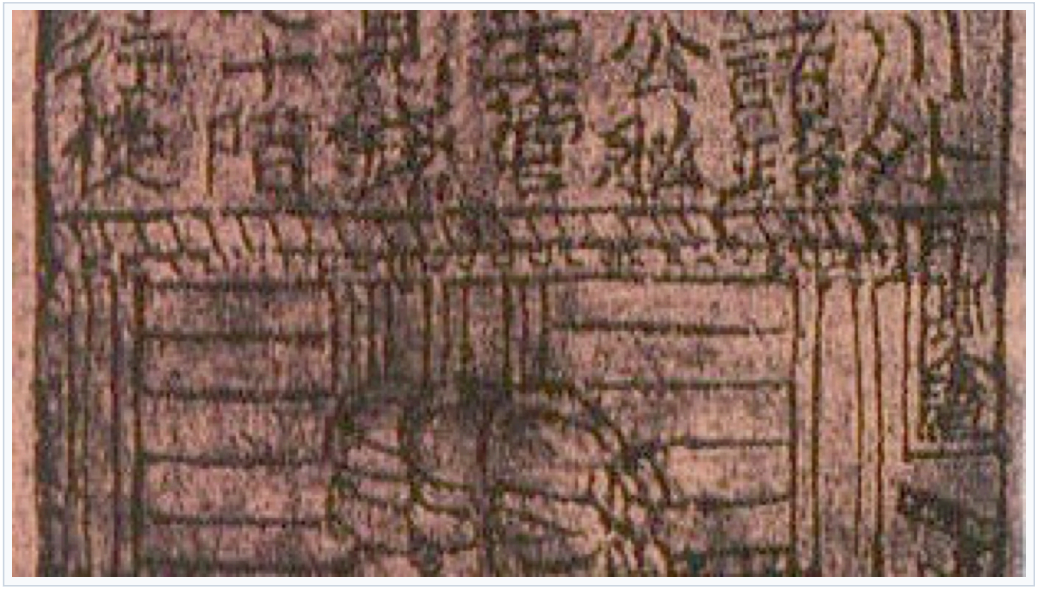
সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "রোমান দিনার ও সাম্রাজ্যের মুদ্রাস্ফীতি — নিরো থেকে ডায়োক্লেশিয়ানের মুদ্রা অবমূল্যায়ন"। অর্থ ও বাণিজ্যের ইতিহাস, খণ্ড ৫।
https://shakilmahmud.com/bn/evolution-of-money-part-05-roman-denarius-imperial-inflation-debasement-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • ষষ্ঠ খণ্ড

তাং ও সং রাজবংশ — বিশ্বের প্রথম কাগজের মুদ্রা ও জিয়াওজি

তাং ও সং রাজবংশ — বিশ্বের প্রথম কাগজের মুদ্রা ও জিয়াওজি

1,256 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ৬: *সং রাজবংশের জিয়াওজি: বিশ্বের প্রথম সরকার-স্বীকৃত কাগজের মুদ্রা বা ব্যাংকনোট।*

একাদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের সিচুয়ান অববাহিকার বাণিজ্যিক নগরী চেংদুতে এক অদ্ভুত অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিল: অর্থের শারীরিক ওজনের চাপ। সদ্য প্রতিষ্ঠিত সং রাজবংশের (৯৬০–১২৭৯ খ্রি.) কঠোর মুদ্রা আইনের কারণে সিচুয়ান অঞ্চলে তামার বদলে কেবল ভারী লোহার মুদ্রার প্রচলন বাধ্যতামূলক ছিল। লোহার মূল্য তামার চেয়ে অনেক কম হওয়ায় বাজারে এক থান রেশমি কাপড় কিনতে প্রায় বিশ হাজার লোহার মুদ্রা লাগত, যার ওজন ছিল একশত ত্রিশ পাউন্ডেরও বেশি। বড় কোনো পাইকারি লেনদেন করতে হলে কিংবা পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে বাণিজ্য করতে হলে ব্যবসায়ীদের গরুর গাড়ি বা ঠেলাগাড়িতে টন কে টন লোহার বাটখারা নিয়ে ছুটতে হতো।

এই অসহনীয় বাস্তবিক সংকট থেকেই মানব সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আর্থিক উদ্ভাবনের জন্ম হয়: **কাগজের মুদ্রা (Paper Money)**। ব্যাংক অব ইংল্যান্ড কর্তৃক আধুনিক কাগজের ব্যাংকনোট ইস্যু করার প্রায় সাত শত বছর পূর্বে এবং লন্ডনের স্বর্ণকারদের রসিদভিত্তিক লেনদেনের পাঁচ শতাব্দী আগেই মধ্যযুগীয় চীন ধাতব মুদ্রার শৃঙ্খল ভেঙে তুঁত গাছের বাকল থেকে তৈরি কাগজের পাতায় অর্থের বিমূর্ত রূপান্তর ঘটিয়েছিল।

আদি রূপ: তাং রাজবংশের “উড়ন্ত মুদ্রা” (Feiqian)

চীনের কাগজের মুদ্রার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি রচিত হয়েছিল নবম শতাব্দীর শুরুতে তাং রাজবংশের (৬১৮–৯০৭ খ্রি.) শেষ ভাগে, যা ইতিহাসে **ফেইচিয়ান** (Feiqian বা Flying Money — উড়ন্ত মুদ্রা) নামে পরিচিত। সে সময় চা, লবণ ও রেশমের আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। কিন্তু রাজধানী চ্যাংআন থেকে প্রাদেশিক বন্দরগুলোতে ফিরে যাওয়ার সময় পাহাড়ের ডাকাতদের হাত থেকে টন কে টন তামার মুদ্রার থলি রক্ষা করা ছিল জীবনের জন্য চরম ঝুঁকিপূর্ণ।

এই নিরাপত্তা ঝুঁকি দূর করতে রাজকীয় কোষাগার ও প্রাদেশিক কার্যালয় মিলে এক অনন্য রেমিট্যান্স ব্যবস্থা গড়ে তোলে:

1. ব্যবসায়ীরা রাজধানীতে তাদের ভারী তামার মুদ্রা রাজকোষে জমা দিতেন।
2. রাজকোষ তাদের দুই ভাগে বিভক্ত বিশেষ কাগজের প্রশংসাপত্র বা রসিদ ইস্যু করত—যার এক অংশ থাকত রাজধানীতে, অন্য অংশ পেতেন ব্যবসায়ী।
3. নিজ প্রদেশে ফিরে গিয়ে ব্যবসায়ী সেই কাগজের অংশটি স্থানীয় সরকারি গুদামে জমা দিলে তার ছেঁড়া অংশ মিলিয়ে শত শত মাইল দূরের সেই মূলধন স্থানীয় তামার মুদ্রা বা লবণের ভাউচারে ফেরত পেতেন।

ফেইচিয়ান সাধারণ বাজারে হাতবদলের কোনো মুদ্রা ছিল না; এটি ছিল প্রাচীন কালের ট্রাভেলার্স চেক বা আধুনিক ব্যাংক ড্রাফটের আদিরূপ। কিন্তু এটি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ধারণাকে বদলে দিয়েছিল: মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে একটি সিলমোহরযুক্ত কাগজের টুকরো কোটি কোটি টাকার ধাতব সম্পদের প্রতীক হতে পারে।

চেংদুতে জিয়াওজির জন্ম (১০২৪ খ্রি.)

সিচুয়ানের লোহার মুদ্রার ওজন সংকট এই ব্যাংক ড্রাফটকে বাজারে চলমান প্রকৃত কাগজের মুদ্রায় রূপান্তর করতে বাধ্য করে। আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টাব্দে চেংদু নগরীর ১৬টি শীর্ষস্থানীয় ধনী বণিক পরিবার একত্রিত হয়ে একটি আর্থিক সিন্ডিকেট গঠন করে। তারা আমানতের দোকান (*জিয়াওজি হু*) খোলে, যেখানে মানুষ তাদের ভারী লোহার কয়েন জমা রাখত এবং তার বিপরীতে তারা রঙিন তুঁত কাগজের রসিদ দিত, যার নাম ছিল **জিয়াওজি (Jiaozi)**।

Shakil Mahmud • Research Monograph

প্রথমদিকে জিয়াওজি ছিল সাধারণ জমার রসিদ—যাতে লেখা থাকত: *“বাহক এখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক লোহার মুদ্রা জমা রেখেছেন।”* কিন্তু ব্যবসায়ীরা দ্রুত বুঝতে পারলেন, প্রতিবার কেনাবেচায় গুদাম থেকে ভারী লোহা তোলার চেয়ে কাগজের রসিদটির পেছনে স্বাক্ষর করে অন্যকে দিয়ে দেওয়াই বহুগুণ সহজ। এভাবেই জিয়াওজি সরাসরি বাজারে কেনাবেচার **চলতি কাগজের মুদ্রায়** পরিণত হয়।

চীনা কাগজের মুদ্রার পর্যায়	ঐতিহাসিক সময়কাল	প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্য ও মজুদের অনুপাত
ফেইচিয়ান (উড়ন্ত মুদ্রা)	তাং রাজবংশ (আনুমানিক ৮১০ খ্রি.)	আন্তঃপ্রাদেশিক ব্যাংক ড্রাফট; বাজারে সরাসরি হাতবদল হতো না।
বেসরকারি জিয়াওজি সিন্ডিকেট	উত্তর সং যুগ (আনুমানিক ১০০০ খ্রি.)	চেংদুর ১৬টি বণিক বাড়ি; আংশিক ধাতব মজুদের ওপর প্রতিষ্ঠিত।
সরকারি জিয়াওজি	সং রাজবংশ (১০২৪ খ্রি.)	বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্রীয় কাগজের মুদ্রা; নির্দিষ্ট মেয়াদভিত্তিক (*জিয়ে*)।
হুইজি (Huizi)	দক্ষিণ সং যুগ (১১৬০ খ্রি.)	সমগ্র সাম্রাজ্য জুড়ে চালু হওয়া জাতীয় মুদ্রা; যুদ্ধ ব্যয়ের প্রধান উৎস।
চাও (Chao)	মঙ্গল ইউয়ান রাজবংশ (১২৬০ খ্রি.)	বিশ্বের প্রথম বাধ্যতামূলক ফিয়াট মুদ্রা; সোনা-রুপার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল।

১০২৩ খ্রিস্টাব্দে কয়েকটি বেসরকারি বণিক পরিবার তাদের লোহার মজুদের চেয়ে অতিরিক্ত কাগজ ছাপিয়ে ফেলে দেউলিয়া হয়ে যায়, যার ফলে সাধারণ মানুষের মাঝে আতঙ্ক ও দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। তখন সং রাজবংশের সম্রাট রেনজং কঠোর পদক্ষেপ নেন। ১০২৪ খ্রিস্টাব্দে সরকার সমস্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে চেংদুতে রাষ্ট্রীয় **জিয়াওজি ব্যুরো** প্রতিষ্ঠা করে। কাগজের মুদ্রা ব্যক্তিগত খাতের হাত থেকে গিয়ে সরাসরি রাষ্ট্রের সার্বভৌম একচ্ছত্র অধিকারে পরিণত হয়।

সং মুদ্রার প্রকৌশল: রিজার্ভ অনুপাত ও মেয়াদ চক্র

সং রাজবংশের সরকারি জিয়াওজি ছিল মধ্যযুগীয় প্রযুক্তির এক পরম বিস্ময়। জাল রোধ করতে উচ্চমানের তুঁত গাছের বাকলের কাগজ ব্যবহার করা হতো এবং বহু রঙের কাঠের ব্লকে খোদাই করে প্রাকৃতিক দৃশ্য, নৈতিক উপদেশ, রাজকীয় লাল-কালো সিলমোহর এবং কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর মুদ্রিত হতো। জিয়াওজি জাল করার একমাত্র শাস্তি ছিল শিরশ্ছেদ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতোই সং আমলারা **আংশিক রিজার্ভ ব্যাংকিং (Fractional Reserve Banking)**-এর নীতি নিখুঁতভাবে মেনে চলতেন। ১০২৪ সালের প্রথম সরকারি সংস্করণে:

- মোট ইস্যুকৃত কাগজের মুদ্রার মান: **১২,৫৬,৩৪০ স্ট্রিং**।
- টাকশালে রক্ষিত আসল ধাতুর নগদ মজুদ: **৩,৬০,০০০ স্ট্রিং**।
- আইনসম্মত ধাতব রিজার্ভ অনুপাত ((R)):

$$text{রিজার্ভ অনুপাত} R = frac{৩,৬০,০০০}{১২,৫৬,৩৪০} approx ২৮.৬৫$$

কাগজ যাতে পুরোনো হয়ে নষ্ট না হয় এবং বাজারে যাতে অতিরিক্ত টাকার স্তূপ না জমে, সেজন্য তারা প্রতি তিন বছর অন্তর **জিয়ে (Jie)** বা মেয়াদের নিয়ম চালু করেছিলেন। তিন বছর পর পুরোনো নোট রাজকোষে জমা দিয়ে সামান্য ৩% ফি দিয়ে নতুন মেয়াদের টাটকা নোট নিতে হতো।

দক্ষিণ সং, হুইজি এবং অতিরিক্ত মুদ্রা ছাপার ফাঁদ

১১২৭ খ্রিস্টাব্দে উত্তরের যাযাবর জুরচেন জিন সাম্রাজ্য সং রাজধানী কাইফেং দখল করে সম্রাটকে বন্দি করে। সং রাজদরবার পালিয়ে এসে দক্ষিণের হাংঝৌ শহরে **দক্ষিণ সং রাজবংশ** (১১২৭–১২৭৯ খ্রি.) প্রতিষ্ঠা করে। উত্তরের সোনা ও রুপার খনি হারিয়ে এবং দক্ষিণ চীনের ইয়াংসি নদীর প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে গানপাউডার ও নৌবহরের বিপুল সামরিক ব্যয় মেটাতে সং রাজারা কাগজের মুদ্রার ওপর সর্বশক্তি দিয়ে নির্ভর করতে শুরু করেন।

১১৬০ খ্রিস্টাব্দে তারা সমগ্র দেশে **হুইজি (Huizi)** নামক নতুন জাতীয় কাগজের মুদ্রা চালু করেন। প্রথমদিকে এর মান স্থিতিশীল ছিল; কিন্তু যুদ্ধ যত তীব্র হতে লাগল, রাজকোষের ঘাটতি মেটাতে সরকার ইতিহাসের চিরন্তন ফাঁদে পা দিল: **কোনো ধাতব রিজার্ভ ছাড়াই লাগামহীন কাগজের মুদ্রা ছাপা**।

১১৬৮ থেকে ১২৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাজারে হুইজির পরিমাণ ২ কোটি থেকে লাফিয়ে শত শত কোটিতে পৌঁছে যায়। রিজার্ভ অনুপাত শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। ফলাফল ছিল অনিবার্য মুদ্রাস্ফীতি। ১২৭০-এর দশকে যখন কুবলাই খানের মঙ্গল বাহিনী সং সাম্রাজ্য অবরুদ্ধ করে ফেলেছিল, তখন হাংঝৌর বাজারে ১,০০০ মূল্যের একটি হুইজি নোট দিয়ে মাত্র ১০ বা ২০টি তামার কয়েন পাওয়া যেত। কাগজের মুদ্রা সম্পূর্ণ মূল্যহীন জঞ্জালে পরিণত হয়েছিল।

মঙ্গলদের ফিয়াট মুদ্রার পরীক্ষা: কুবলাই খানের চাও (Chao)

১২৭১ খ্রিস্টাব্দে চীন জয় করে প্রতিষ্ঠিত মঙ্গল ইউয়ান রাজবংশে সম্রাট কুবলাই খান এক চরম অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটান: তিনি সমস্ত সোনা ও রুপার মুদ্রার ব্যবহার চিরতরে নিষিদ্ধ করে দেন এবং **চাও (Chao)** নামক বিশ্বের প্রথম **সম্পূর্ণ ফিয়াট ও পরিবর্তনহীন কাগজের মুদ্রা** জারি করেন।

ব্যক্তিগতভাবে সোনা বা রুপা রাখা ছিল মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। বিদেশ থেকে যে বণিক আসত, তাকে তার সমস্ত সোনা-রুপা রাজকোষে জমা দিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে এই কাগজের মুদ্রা নিতে হতো। ভেনিস থেকে আসা পর্যটক **মার্কো পোলো** এই দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর ভ্রমণকাহিনীর একটি পূর্ণ অধ্যায় লিখেছিলেন কীভাবে চীনের মহান খান গাছের বাকলকে সোনায় রূপান্তর করার জাদুকরী ক্ষমতা অর্জন করেছেন:

> *“তুঁত গাছের বাকল দিয়ে তৈরি এই কাগজের টুকরোগুলো দিয়ে মহান খান তাঁর সমস্ত রাজকীয় ব্যয় পরিশোধ করেন; এবং তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র এটি আইনসম্মতভাবে চলে... যে কোনো দেশের বণিক যত সোনা, রূপা বা মণি-মুক্তাই আনুক না কেন, তা কেবল সম্রাটের কাছেই বিক্রি করতে বাধ্য... সম্রাট তাদের কাগজের টাকা দিয়ে দেন, এবং বণিকরা তা সানন্দে গ্রহণ করে কারণ তা দিয়ে সাম্রাজ্যের যে কোনো প্রান্তে যা ইচ্ছা তাই কেনা যায়।”*
>
> *— মার্কো পোলো, দ্য ট্রাভেলস অব মার্কো পোলো (১৩০০ খ্রি.)*

মার্কো পোলো যখন ভেনিসে ফিরে গিয়ে বলেছিলেন যে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী সাম্রাজ্য কোনো সোনা বা রূপা ছাড়া কেবল গাছের বাকল দিয়ে ব্যবসা চালায়, ইউরোপীয়রা তাকে একজন বদ্ধ উন্মাদ ও গল্পবাজ বলে উপহাস করেছিল। মধ্যযুগীয় ইউরোপের কাছে সোনা ও রূপাই ছিল একমাত্র অর্থ; কাগজের তৈরি বিমূর্ত ফিয়াট মূল্যের ধারণা তাদের বুদ্ধির সীমানার বাইরে ছিল।

উপসংহার: দুইধারী তরবারি

চীনের কাগজের মুদ্রা আবিষ্কার প্রমাণ করেছিল যে, অর্থের অস্তিত্ব কোনো জড় ধাতুর অন্তরে থাকে না; অর্থের মূল্য জন্মায় সামাজিক বিশ্বাস, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব এবং সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা থেকে। কিন্তু সং ও ইউয়ান রাজবংশের মুদ্রাস্ফীতি এই শিক্ষাও দিয়ে গেছে যে: অর্থকে যখন ধাতুর প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে কাগজের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তখন কঠোর প্রাতিষ্ঠানিক সংযম না থাকলে টাকশালের ছাপা মেশিন একসময় সেই অর্থনীতিকেই গিলে ফেলে যাকে সেবা করার জন্য তার জন্ম হয়েছিল।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "তাং ও সং রাজবংশ — বিশ্বের প্রথম কাগজের মুদ্রা ও জিয়াওজি"। অর্থ ও বাণিজ্যের ইতিহাস, খণ্ড ৬। https://shakilmahmud.com/bn/evolution-of-money-part-06-tang-song-dynasty-first-paper-money-jiaozi-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • সপ্তম খণ্ড

ইসলামিক স্বর্ণযুগ — সুফতাজা হুন্ডি, দিনার-দিরহাম দ্বিমাতৃক মুদ্রা ও রেশম পথ

ইসলামিক স্বর্ণযুগ — সুফতাজা হুন্ডি, দিনার-দিরহাম দ্বিমাতৃক মুদ্রা ও রেশম পথ

1,103 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ৭: *উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকের সংস্কারকৃত স্বর্ণ দিনার (৬৯৭–৬৯৮ খ্রিস্টাব্দ): ইসলামিক আরবি লিপিযুক্ত মানসম্মত মুদ্রা।*

অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে, যখন রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর পশ্চিম ইউরোপ সামন্তবাদী অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখন ইসলামিক বিশ্ব গড়ে তুলেছিল মানব ইতিহাসের অন্যতম বিস্তৃত, সমন্বিত ও আধুনিক বাণিজ্যিক সভ্যতা। মরক্কোর আটলান্টিক উপকূল ও মুসলিম স্পেন (আল-আন্দালুস) থেকে শুরু করে উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, মেসোপটেমিয়া ও পারস্য পেরিয়ে চীন ও ভারতের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত *দারুল ইসলাম* একটি একক অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। এই সুবিশাল ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে একজন ব্যবসায়ী বাগদাদে বসে একটি ঋণপত্র বা ড্রাফট লিখে কায়রোতে তা ভাঙাতে পারতেন, দামেস্কে রেশম কিনতে পারতেন এবং সমরখন্দে গিয়ে হিসাব মেটাতে পারতেন—যার সুরক্ষায় ছিল একটি সর্বজনীন বাণিজ্যিক আইনব্যবস্থা, নিখুঁত মুদ্রামান এবং বৈপ্লবিক আর্থিক প্রত্যয়নপত্র।

ইসলামিক স্বর্ণযুগের এই অর্থনৈতিক প্রাণচাঞ্চল্য দুটি মূল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল: উমাইয়া খেলাফতের রাজকীয় মুদ্রা সংস্কার—যার মাধ্যমে জন্ম নিয়েছিল বিশ্বখ্যাত স্বর্ণ **দিনার** ও রৌপ্য **দিরহাম**; এবং ইসলামী ফিকাহভিত্তিক চুক্তি ব্যবস্থার বিকাশ—যার মাধ্যমে আবির্ভূত হয়েছিল **সুফতাজা** (বিল অব এক্সচেঞ্জ), **হাওয়ালা** (বিশ্বাসভিত্তিক অর্থ স্থানান্তর) এবং **কিরাদ** বা মুদারাবা (সীমিত দায় বাণিজ্যিক অংশীদারি)। এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোই পরবর্তীতে ইতালীয় রেনেসাঁসের আধুনিক পুঁজিবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

আবদুল মালিকের বৈপ্লবিক মুদ্রা সংস্কার (৬৯৬–৬৯৭ খ্রি.)

ইসলামের প্রাথমিক বিজয়ের প্রথম ছয় দশক খেলাফতের নিজস্ব কোনো একক মুদ্রা ছিল না; লেনদেন চলত বিজিত বাইজান্টাইন স্বর্ণমুদ্রা *সলিডাস* এবং পারস্যের সাসানীয় রৌপ্যমুদ্রা *দ্রাকমা*-র মাধ্যমে। কিন্তু ৬৯৬–৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে (৭৭ হিজরি) পঞ্চম উমাইয়া খলিফা **আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান** এক ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী মুদ্রা সংস্কার বাস্তবায়ন করেন।

আবদুল মালিক সমস্ত বিদেশি মুদ্রা বাতিল করেন এবং মুদ্রার গা থেকে বাইজান্টাইন সম্রাটদের প্রতিকৃতি, খ্রিষ্টীয় ক্রুশ এবং পারস্যের অগ্নিবেদীর ছবি সম্পূর্ণ মুছে দেন। এর পরিবর্তে তিনি বিশ্বের প্রথম সম্পূর্ণ **লিপিভিত্তিক ও চিত্রবিহীন মুদ্রা** চালু করেন। খাঁটি সোনা ও রুপার এই নতুন মুদ্রার দুই পিঠে কেবল মার্জিত কুফিক আরবি লিপিতে খোদাই করা ছিল তাওহিদের বাণী (কালেমায়ে শাহাদাত), টাকশালের নাম এবং হিজরি সন:

> *“আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল, যাকে তিনি সঠিক পথ ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি একে সমস্ত ধর্মের ওপর বিজয়ী করেন।”*
>
> *— উমাইয়া সংস্কারকৃত স্বর্ণ দিনারের কুফিক লিপি (৭৭ হিজরি / ৬৯৭ খ্রি.)*

ইসলামিক মুদ্রার মানদণ্ড	আরবি নাম	আইনসম্মত শারয়ী ওজন (মিসকাল)	ধাতুগত মান ও বিশুদ্ধতা
স্বর্ণ দিনার	دينار (দিনার)	১ মিসকাল = ৪.২৫ গ্রাম	উচ্চমানের খাঁটি সোনা (৯৬% থেকে ৯৮% খাঁটি); আব্বাসীয় ও ফাতিমীয় যুগে বিশ্বস্ত।
রৌপ্য দিরহাম	درهم (দিরহাম)	৭/১০ মিসকাল = ২.৯৭৫ গ্রাম	উচ্চমানের রূপা (৯০%+ খাঁটি); পূর্বাঞ্চলীয় টাকশালগুলোতে কোটি কোটি মুদ্রিত।
তামার ফুলুস	فلس (ফুলুস)	পরিবর্তনশীল ওজন (~২ থেকে ৩ গ্রাম)	স্থানীয় কাঁচাবাজার ও খুচরা কেনাবেচার সাধারণ তামার টোকেন মুদ্রা।

ইসলামী আইনে সোনা ও রূপার একটি নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ অনুপাত নির্দিষ্ট করা হয়েছিল: **৭টি স্বর্ণ দিনারের মোট ওজন ছিল ১০টি রৌপ্য দিরহামের ওজনের সমান** ((১০ times ২.৯৭৫text{ গ্রাম} = ৭ times ৪.২৫text{ গ্রাম} = ২৯.৭৫text{ গ্রাম}))। কায়রোর ফাতিমীয় এবং বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফারা শত শত বছর ধরে দিনারের ধাতুগত বিশুদ্ধতা এত কঠোরভাবে রক্ষা করেছিলেন যে, এই স্বর্ণ দিনার ভূমধ্যসাগরের সর্বজনীন রিজার্ভ কারেন্সিতে পরিণত হয়েছিল—যা কনস্টান্টিনোপল, ভেনিস ও জেনোয়াতেও বিনাদ্বিধায় গৃহীত হতো।

বাণিজ্যিক কাগজের উদ্ভাবন: সুফতাজা ও সাক্ক (চেক)

মরুভূমির হাজার হাজার মাইলের দুর্গম পথ কিংবা জলদস্যুপূর্ণ সমুদ্রে হাজার হাজার স্বর্ণ দিনার ভর্তি থলি বয়ে নিয়ে যাওয়া ছিল চরম বিপজ্জনক। এই ঝুঁকি এড়াতে মধ্যযুগীয় মুসলিম ব্যাংকাররা (যাদের বলা হতো *সায়রাফি* [Ṣayrafī] বা মুদ্রা ব্যবসায়ী) বিশ্বের প্রথম আন্তঃআঞ্চলিক কাগজের ঋণপত্রের উদ্ভাবন করেন: **সুফতাজা (Suftaja)**।

সুফতাজা ছিল একটি শর্তহীন বিল অব এক্সচেঞ্জ বা ভ্রমণ ঋণপত্র। বাগদাদের একজন ব্যবসায়ী কায়রো যাওয়ার আগে বাগদাদের এক সায়রাফি ব্যাংকারের কাছে স্বর্ণ দিনার জমা দিতেন। সেই ব্যাংকার কায়রোতে অবস্থানরত তাঁর অংশীদার ব্যাংকারের উদ্দেশ্যে একটি সুফতাজা লিখে দিতেন, যাতে নির্দেশ থাকত নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট বাহককে সেই পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার।

জালিয়াতি ও চুরি ঠেকাতে সুফতাজা দুই বা তিন প্রস্থে লেখা হতো, বিশ্বস্ত সাক্ষীদের স্বাক্ষর থাকত এবং এতে বিশেষ গোপন কোড ব্যবহার করা হতো। কায়রোর প্রাচীন সিনাগগে সংরক্ষিত **কায়রো জেনিজা**-র হাজার হাজার বাণিজ্যিক চিঠি থেকে জানা যায়, একাদশ শতাব্দীতে ইহুদি ও মুসলিম ব্যবসায়ীরা এক ফোঁটা সোনা না নাড়িয়ে কেবল এই সুফতাজা চিঠির মাধ্যমে কায়রো থেকে দামেস্ক ও স্পেনে কোটি কোটি দিনার লেনদেন করতেন।

এর পাশাপাশি প্রচলিত ছিল **রুকআ** এবং **সাক্ক (Ṣakk)**—যে আরবি শব্দ থেকে আধুনিক ইংরেজি **"Check"** (চেক) শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ব্যবসায়ী তাঁর ব্যাংকারের কাছে নির্দেশপত্র লিখতেন তাঁর হিসাব থেকে তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে অর্থ পরিশোধ করার জন্য। দশম শতকের ঐতিহাসিক বর্ণনায় পাওয়া যায়, পারস্য উপসাগরের সিরাফ বন্দরের পাইকারি জাহাজ বাণিজ্যে লক্ষ লক্ষ দিরহামের লেনদেন সম্পন্ন হতো কেবল কাগজের সাক্ক বা চেকের মাধ্যমে।

হাওয়ালা: বিশ্বাসভিত্তিক বৈশ্বিক মানি ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক

যেখানে আনুষ্ঠানিক নথিপত্র বহন করা সম্ভব ছিল না, সেখানে ইসলামী বাণিজ্যিক আইন এক অনন্য বিশ্বাসভিত্তিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল: **হাওয়ালা (Hawala)**।

হাওয়ালার মূল ভিত্তি ছিল পারস্পরিক বিশ্বস্ত দালাল বা *হাওয়ালাদার*-দের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক ঋণের খতিয়ান:

$$\text{ব্যালেন্স নিষ্পত্তি} = \sum_{k=১}^{n} \text{প্রেরিত অর্থ}(A \rightarrow B) \&\#8211; \sum_{j=১}^{m} \text{বিপরীত অর্থ}(B \rightarrow A)$$

স্পেনের কর্ডোবার এক ব্যবসায়ী যদি দামেস্কে তাঁর স্বজনকে টাকা পাঠাতে চাইতেন, তিনি কর্ডোবার এক হাওয়ালাদারের কাছে সোনা জমা দিতেন। সেই হাওয়ালাদার দামেস্কের আরেক হাওয়ালাদারকে সংকেত পাঠাতেন এবং দামেস্কের ব্যক্তিটি স্থানীয় মুদ্রায় টাকা পেয়ে যেতেন। দুই হাওয়ালাদার নিজেদের লেজারে হিসাব লিখে রাখতেন এবং বছরের শেষে স্পেন থেকে রেশম কাপড় কিংবা দামেস্ক থেকে ইস্পাতের পণ্য পাঠিয়ে নিজেদের মধ্যকার আর্থিক সমতা ঠিক করে নিতেন—এক শহর থেকে অন্য শহরে কোনো নগদ সোনা না পাঠিয়েই।

হাওয়ালার পেছনে কোনো রাষ্ট্রীয় পুলিশ বা আদালতের পাহারা ছিল না। এটি চলত কঠোর সামাজিক সম্মানের ওপর। কোনো হাওয়ালাদার যদি একবার বিশ্বাসভঙ্গ করত, তবে মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সমস্ত বাণিজ্যিক গিল্ড থেকে তাকে চিরতরে বহিষ্কার করা হতো এবং তার জীবিকা ধ্বংস হয়ে যেত।

কিরাদ: লিমিটেড কোম্পানির আদি পিতা

ভারত মহাসাগর পার হয়ে চীন ও মালয়েশিয়ায় বড় বড় বাণিজ্যিক জাহাজ পাঠানোর বিপুল পুঁজি সংগ্রহের জন্য মুসলিম আইনবিদরা উদ্ভাবন করেছিলেন **কিরাদ (Qirad)** বা **মুদারাবা** চুক্তি—যা আধুনিক সীমিত দায় কোম্পানির (Joint-Stock Venture) আদি রূপ।

কিরাদ চুক্তিতে এক পক্ষ হতেন *রব্বুল মাল* বা অর্থলগ্নিকারী পুঁজিদার, আর অন্য পক্ষ হতেন *মুদারিব* বা উদ্যোক্তা নাবিক-বণিক। এখানে লাভ ও ক্ষতির বণ্টন ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট:

- **লাভ বণ্টন:** অর্জিত লাভ পূর্বনির্ধারিত অনুপাতে (যেমন ৫০/৫০ বা ৬০/৪০) ভাগ হতো; কোনো নির্দিষ্ট অঙ্কের সুদ ধার্য করা হতো না, কারণ তা ছিল সুদের (*রিবা*) অন্তর্ভুক্ত।
- **অসম দায় বণ্টন:** সমুদ্রে ঝড়, যুদ্ধ বা জলদস্যুর কারণে যদি মূলধন ধ্বংস হতো, তবে আর্থিক ক্ষতির সমগ্র বোঝা একা পুঁজিদার বহন করতেন। নাবিক বা উদ্যোক্তা বণিক কেবল তার শ্রম ও সময়ের ক্ষতি স্বীকার করতেন; পুঁজিদার কখনোই বণিকের ব্যক্তিগত ভিটেমাটি বা সম্পদ কেড়ে নিতে পারত না।

দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন ভেনিস, পিসা ও আমালফির ইতালীয় ব্যবসায়ীরা আলেকজান্দ্রিয়া ও বৈরুতের বাজারে বাণিজ্য করতে আসেন, তখন তারা এই কিরাদ ব্যবস্থার সাথে পরিচিত হন এবং একে হুবহু ল্যাটিন আইনে অনুবাদ করে প্রবর্তন করেন **কমেন্ডা (Commenda)** চুক্তি। কায়রো ও বাগদাদের বাজারে জন্ম নেওয়া এই কিরাদ চুক্তিই পরবর্তীতে ইউরোপে যৌথ মূলধনী কোম্পানি ও আধুনিক পুঁজিবাদের ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

Shakil Mahmud • Research Monograph

উপসংহার: আধুনিক বাণিজ্যের ধাত্রীভূমি

ইসলামিক স্বর্ণযুগ প্রমাণ করেছিল যে, একটি খাঁটি ও বিশ্বস্ত মুদ্রার সাথে যদি উদ্ভাবনী ঋণব্যবস্থা এবং আইনের শাসন যুক্ত হয়, তবে তা বিশ্বজুড়ে সমৃদ্ধির মহাবিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। দিনারের মানদণ্ড, সাক্ক (চেক), সুফতাজা (ড্রাফট) এবং কিরাদ (অংশীদারি)-র মাধ্যমে মুসলিম সভ্যতা এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের অর্থনীতিকে একটি অবিচ্ছেদ্য সূত্রে বেঁধেছিল। এই সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক কাঠামোর আলোতেই মধ্যযুগীয় ইউরোপের ঘুম ভেঙেছিল এবং ভূমধ্যসাগরে সূচিত হয়েছিল ইউরোপীয় বাণিজ্যিক বিপ্লব।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "ইসলামিক স্বর্ণযুগ — সুফতাজা হুন্ডি, দিনার-দিরহাম দ্বিমাতৃক মুদ্রা ও রেশম পথ"। অর্থ ও বাণিজ্যের ইতিহাস, খণ্ড ৭। https://shakilmahmud.com/bn/evolution-of-money-part-07-islamic-golden-age-suftaja-bills-dinar-dirham-silk-roads-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • অষ্টম খণ্ড

ইতালীয় বণিক প্রজাতন্ত্র — ভেনিস, জেনোয়া এবং মেডিচি ব্যাংকিং বিপ্লব

ইতালীয় বণিক প্রজাতন্ত্র — ভেনিস, জেনোয়া এবং মেডিচি ব্যাংকিং বিপ্লব

1,119 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ৮: *ফ্রা লুকা পাসিওলি (১৪৯৫): রেনেসাঁস ইতালিতে দ্বি-তরফা দাখিলা হিসাবপদ্ধতির জনক।*

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর ইতালির উপকূলীয় উপহ্রদ ও নদী উপত্যকাগুলো আধুনিক বাণিজ্যিক পুঁজিবাদের সূতিকাগারে পরিণত হয়। **ভেনিস**, **জেনোয়া**, **ফ্লোরেন্স** এবং **পিসা**-র মতো বণিক প্রজাতন্ত্রগুলো ভূমধ্যসাগরের কেন্দ্রস্থলে তাদের ভৌগোলিক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে সামন্তবাদী ইউরোপের সাথে বাইজান্টাইন ও ইসলামিক বিশ্বের মসলা, রেশম ও উন্নত আর্থিক পদ্ধতির সংযোগ ঘটিয়েছিল। এই প্রাণবন্ত বাণিজ্যিক পরিমণ্ডল থেকেই জন্ম নেয় এক অভূতপূর্ব প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর: খাঁটি স্বর্ণমুদ্রা, আন্তর্জাতিক শাখা ব্যাংকিং, সামুদ্রিক বীমা এবং সর্বোপরি আধুনিক করপোরেট বাণিজ্যের মৌলিক গাণিতিক অপারেটিং সিস্টেম—**দ্বি-তরফা দাখিলা হিসাবপদ্ধতি (Double-Entry Bookkeeping)**।

জার্মান মনীষী ইয়োহান ভোলফগ্যাং ফন গ্যোটে পরবর্তীতে তাঁর *ভিলহেম মাইস্টার্স অ্যাপ্রেন্টিসশিপ* উপন্যাসে লিখেছিলেন: *"দ্বি-তরফা দাখিলা হিসাবপদ্ধতি হলো মানব বুদ্ধিমত্তার অন্যতম শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি, এবং প্রত্যেক বিচক্ষণ গৃহস্থেরই উচিত তার সংসারে এই পদ্ধতি প্রবর্তন করা।"* ভেনিস ও ফ্লোরেন্সের এই হিসাবরক্ষণ বিপ্লব অর্থকে হাতবদলের সাধারণ মাধ্যম থেকে মুক্ত করে যৌক্তিক ও গাণিতিক চিন্তার এক সুসংহত প্রযুক্তিতে রূপান্তর করেছিল।

ইউরোপের স্বর্ণমান: ফ্লোরিন ও ডুকাত

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দী জুড়ে পশ্চিম ইউরোপে প্রায় কোনো স্বর্ণমুদ্রা তৈরি হয়নি; ব্যবসা-বাণিজ্য চলত ক্ষয়প্রাপ্ত রূপার পেনির ওপর নির্ভর করে। মধ্যপ্রাচ্যের সাথে লাভজনক বাণিজ্যের কল্যাণে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সেই অন্ধকার যুগের অবসান ঘটে।

১২৫২ খ্রিস্টাব্দে ফ্লোরেন্স প্রজাতন্ত্র চালু করে তাদের বিখ্যাত স্বর্ণমুদ্রা **ফিওরিনো দোরো (Fiorino d'Oro বা ফ্লোরিন)**, যার একপিঠে ছিল ফ্লোরেন্সের প্রতীক লিলি ফুল এবং অন্যপিঠে ছিল জন দ্য ব্যাপটিস্টের প্রতিকৃতি। এতে থাকত ৩.৫৩ গ্রাম ওজনের ২৪ ক্যারেট খাঁটি সোনা। এর ঠিক বত্রিশ বছর পর, ১২৮৪ খ্রিস্টাব্দে ভেনিস চালু করে তাদের নিজস্ব স্বর্ণমুদ্রা **ডুকাত (Ducat)**, যার গায়ে সেন্ট মার্ক ভেনিসের ডজকে পতাকা তুলে দিচ্ছেন এমন চিত্র খোদাই থাকত। উভয় প্রজাতন্ত্রই তাদের মুদ্রার ধাতুগত বিশুদ্ধতা এত কঠোরভাবে রক্ষা করেছিল যে চরম যুদ্ধের সংকটেও তারা কখনো একচুল পরিমাণ ভেজাল মেশায়নি।

রেনেসাঁসের স্বর্ণমুদ্রা	ইস্যুকারী প্রজাতন্ত্র	ওজন ও স্বর্ণের বিশুদ্ধতা	আন্তর্জাতিক ভূমিকা
ফিওরিনো দোরো (ফ্লোরিন)	ফ্লোরেন্স প্রজাতন্ত্র (১২৫২ খ্রি.)	৩.৫৩৭ গ্রাম (৯৯.৭% খাঁটি সোনা)	পশ্চিম ইউরোপীয় বাণিজ্য ও আর্থিক হিসাবের প্রধান আন্তর্জাতিক মুদ্রা।
ডুকাতো দোরো (ডুকাত)	ভেনিস প্রজাতন্ত্র (১২৮৪ খ্রি.)	৩.৫৬০ গ্রাম (৯৯.৫% খাঁটি সোনা)	ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণসাগর ও মিশরের পাইকারি সামুদ্রিক বাণিজ্যের একচ্ছত্র মুদ্রা।

প্রাচীনকালে এথেন্সের প্যাঁচা এবং মধ্যযুগে ইসলামের দিনার যেমন বিশ্ববাণিজ্য শাসন করেছিল, রেনেসাঁসের যুগে ফ্লোরিন ও ডুকাত হয়ে উঠেছিল ইউরোপের স্বর্ণমান। গোটা ইউরোপের বিনিময় হার, রাজাদের ঋণ এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ব্যালেন্স শিট এই দুটি মুদ্রার মানদণ্ডে নির্ধারিত হতো।

Shakil Mahmud • Research Monograph

মেডিচি ব্যাংক এবং বিকেন্দ্রীভূত হোল্ডিং কোম্পানি

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্লোরেন্স নগরীতে আধুনিক মার্চেন্ট ব্যাংকিংয়ের জন্ম হয়। পূর্বে বার্দি ও পেরুজ্জির মতো যে বিশাল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল, সেগুলো পরিচালিত হতো একক অংশীদারি হিসেবে; ফলে ১৩৪০-এর দশকে ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড যখন যুদ্ধের বিপুল ঋণ শোধ করতে অস্বীকার করে দেউলিয়া হয়ে যান, তখন সেই এক ধাক্কায় ফ্লোরেন্সের প্রধান ব্যাংকগুলো ধ্বংস হয়ে সমগ্র অর্থনীতিতে ধস নামে।

এই ঐতিহাসিক বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে **জোভান্নি দি বিচ্চি দে মেডিচি** এবং তাঁর প্রখ্যাত পুত্র **কসিমো দে মেডিচি** ১৩৯৭ সালে **মেডিচি ব্যাংক** প্রতিষ্ঠা করার সময় এক বৈপ্লবিক করপোরেট কাঠামো গড়ে তোলেন—যা আজকের **বিকেন্দ্রীভূত হোল্ডিং কোম্পানি (Decentralized Holding Company)**-র আদি রূপ:

- ফ্লোরেন্সের মূল কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটি রোম, ভেনিস, নেপলস, আভিনিয়ন, ব্রুজ, লন্ডন এবং জেনেভার শাখাগুলোর নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ার নিজের হাতে রাখত।
- প্রতিটি শাখা পরিচালিত হতো স্বাধীন স্থানীয় অংশীদার, পৃথক মূলধন এবং আলাদা হিসাবের খাতার মাধ্যমে।
- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, প্রতিটি শাখার আইনি দায়বদ্ধতা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক: ইংরেজ রাজার খামখেয়ালিতে যদি লন্ডনের শাখা দেউলিয়াও হতো, তবে কেবল সেই শাখাটিই বন্ধ হতো; ফ্লোরেন্সের মূল ব্যাংক কিংবা ভেনিস ও রোমের শাখাগুলোর এক পয়সাও ক্ষতি হতো না।

সুদ নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই: লেতেরা দি ক্যাম্বিও

রেনেসাঁস ব্যাংকারদের সামনে সবচেয়ে বড় আইনি ও ধর্মীয় বাধা ছিল ক্যাথলিক চার্চের **সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ (Anti-Usury Law)** নীতি। চার্চের বিধান অনুযায়ী, ঋণের ওপর সুদ নেওয়া মানে হলো “সময় বিক্রি করা”; আর সময় যেহেতু কেবল ঈশ্বরের সম্পত্তি, তাই সুদ খাওয়া ছিল একটি মারাত্মক পাপ যার শাস্তি ছিল দান্তের নরকের সপ্তম স্তরে চিরকালীন অভিশাপ।

চার্চের আইন লঙ্ঘন না করে বৈধভাবে মুনাফা অর্জনের জন্য ইতালীয় ব্যাংকাররা বিল অব এক্সচেঞ্জকে এক চতুর আর্থিক হাতিয়ারে রূপান্তর করেন, যার নাম ছিল **লেতেরা দি ক্যাম্বিও (Lettera di Cambio)**। এটি ছিল একাধারে ঋণ এবং বিদেশি মুদ্রার বিনিময় চুক্তির এক মিশ্রণ।

ফ্লোরেন্স ও লন্ডনের মধ্যকার একটি লেনদেনের উদাহরণ দেখা যাক:

1. ফ্লোরেন্সের এক ব্যবসায়ী মেডিচি ব্যাংক থেকে ১,০০০ স্বর্ণ ফ্লোরিন ঋণ নিলেন।
2. চুক্তিপত্রে লেখা হতো, ঋণগ্রহীতা ফ্লোরেন্সে ফ্লোরিন ফেরত দেবেন না; বরং তিন মাস পর লন্ডনে মেডিচির শাখায় গিয়ে ইংরেজ পাউন্ড স্টার্লিংয়ে তা পরিশোধ করবেন।
3. ব্যাংক ফ্লোরিন ও পাউন্ডের বিনিময় হার এমনভাবে নির্ধারণ করত যাতে তার ভেতরেই বার্ষিক ৮% থেকে ১২% সুদ বিদেশি মুদ্রার ওঠানামার খরচের আড়ালে প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে থাকত।

চার্চের আইনবিদরা যেহেতু ভৌগোলিক দূরত্বে মুদ্রা রূপান্তরের ঝুঁকিজনিত মুনাফাকে বৈধ মনে করতেন, তাই লেতেরা দি ক্যাম্বিও শতভাগ বৈধতা পায়। ভেনিসের রিয়ালতো এবং ফ্লোরেন্সের মারকাতো নুয়োভোতে প্রতিদিন হাজার হাজার লেতেরা দি ক্যাম্বিও কেনাবেচা হতো, যার মাধ্যমে বিশ্বের প্রথম সমন্বিত বৈদেশিক মুদ্রা ও অর্থবাজার গড়ে উঠেছিল।

ফ্রা লুকা পাসিওলি এবং দ্বি-তরফা দাখিলা বিপ্লব

একাধিক দেশের শাখা ব্যাংকিং, বিদেশি মুদ্রার বিনিময়, দূরপাল্লার পণ্য পরিবহন এবং বিল অব এক্সচেঞ্জের মতো জটিল লেনদেন সামাল দিতে এক-তরফা সাধারণ হিসাবের খাতা অচল হয়ে পড়েছিল। ভেনিসের সওদাগররা হিসাবের এক কঠোর ও নিখুঁত গাণিতিক ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন, যা ইউরোপজুড়ে *আলা ভেনেসিয়ানা* (“ভেনিসিয়ান রীতি”) বা **দ্বি-তরফা দাখিলা হিসাবপদ্ধতি** নামে পরিচিতি পায়।

১৪৯৪ সালে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ঘনিষ্ঠ বন্ধু, গণিতবিদ ও ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাসী **ফ্রা লুকা পাসিওলি** তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *সুমা দি এরিথমেটিকা, জিওমেট্রিয়া, প্রপোরশনি এত প্রপোরশনালিটা*-তে প্রথমবারের মতো দ্বি-তরফা দাখিলার নিয়ম মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করেন। বইটির *পার্টিকুলারিস দি কম্পিউটিস এত স্ক্রিপটুরিস* অংশে পাসিওলি সেই মৌলিক গাণিতিক কাঠামো লিপিবদ্ধ করেন যা আজও পৃথিবীর প্রতিটি করপোরেট প্রতিষ্ঠান মেনে চলে।

পাসিওলি নির্দেশ দেন যে একজন সফল ব্যবসায়ীকে তিনটি ধারাবাহিক খাতা সংরক্ষণ করতে হবে:

1. **মেমোরিয়ালে (রোজনামচা বা মেমো বুক):** প্রতিদিনের সমস্ত লেনদেনের তাৎক্ষণিক বিবরণ, তা যে মুদ্রাতেই হোক না কেন।
2. **জোরনালে (জার্নাল):** যেখানে প্রতিটি লেনদেনকে একটি নির্দিষ্ট আদর্শ মুদ্রায় (যেমন ফ্লোরিন) রূপান্তর করে আনুষ্ঠানিক ডেবিট ও ক্রেডিট এন্ট্রিতে সাজানো হতো।
3. **কোয়াদার্নো (লেজার বা খতিয়ান):** মূল হিসাবের খাতা—যেখানে ক্যাশ, ইনভেন্টরি, দেনাদার, পাওনাদার, মূলধন এবং লাভ-ক্ষতির আলাদা আলাদা হিসাব থাকত।

দ্বি-তরফা দাখিলার মূল বৈপ্লবিক ভিত্তি হলো এর অলঙ্ঘনীয় বীজগণিতীয় সমতা। প্রতিটি অর্থনৈতিক লেনদেনে মূল্যের দুটি দিক থাকে—একটি উৎস এবং একটি গন্তব্য। অতএব, **প্রতিটি ডেবিট এন্ট্রির বিপরীতে সমপরিমাণ বিপরীত ক্রেডিট এন্ট্রি থাকা বাধ্যতামূলক**:

$$sum text{ডেবিট} = sum text{ক্রেডিট}$$

এই দ্বৈততা থেকেই জন্ম নেয় আধুনিক ব্যালেন্স শিটের মৌলিক সমীকরণ:

$$text{সম্পদ (Assets)} = text{দায় (Liabilities)} + text{মালিকানাস্বত্ব (Equity)} + (text{আয়} – text{ব্যয়})$$

এই ব্যবস্থার একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল এর স্বয়ংক্রিয় ভুল ধরার ক্ষমতা: যদি লেজারের মোট ডেবিট এবং মোট ক্রেডিটের যোগফল সমান না হতো, তবে নিশ্চিতভাবে বোঝা যেত যে কোথাও কোনো পাটিগণিতীয় ভুল হয়েছে। কিন্তু এর চেয়েও বড় বিপ্লব ছিল, এটি **লাভ ও ক্ষতিকে** মালিকের ব্যক্তিগত পকেট থেকে আলাদা করে একটি বিমূর্ত সংখ্যা হিসেবে তুলে ধরেছিল—যা পরবর্তীতে আধুনিক চিরস্থায়ী যৌথ মূলধনী কোম্পানির (Corporation) আইনি ধারণার জন্ম দেয়।

উপসংহার: পুঁজিবাদের গাণিতিক বিবেক

উত্তর ইতালির বণিক প্রজাতন্ত্রগুলো অর্থকে নিছক ধাতুর খণ্ড থেকে মুক্ত করে সংখ্যার এক যৌক্তিক বিজ্ঞানে রূপান্তর করেছিল। মেডিচি ব্যাংক আধুনিক বহুজাতিক হোল্ডিং কোম্পানির কাঠামো দিয়েছিল; লেতেরা দি ক্যাম্বিও আন্তর্জাতিক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের জন্ম দিয়েছিল; আর লুকা পাসিওলির লেজার পুঁজিবাদকে দিয়েছিল তার গাণিতিক ভাষা। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে উত্তর ইউরোপের আমস্টারডাম ও লন্ডন যখন ইতালির এই আর্থিক হাতিয়ারগুলো গ্রহণ করে, তখন তারা একে কাজে লাগিয়ে গড়ে তুলেছিল আধুনিক স্টক এক্সচেঞ্জ, সরকারি বন্ড এবং বিশ্ব বাণিজ্যের সাম্রাজ্য।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "ইতালীয় বণিক প্রজাতন্ত্র — ভেনিস, জেনোয়া এবং মেডিচি ব্যাংকিং বিপ্লব"। অর্থ ও বাণিজ্যের ইতিহাস, খণ্ড ৮। https://shakilmahmud.com/bn/evolution-of-money-part-08-italian-merchant-republics-medici-double-entry-bookkeeping-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • নবম খণ্ড

ভৌগোলিক আবিষ্কার ও মূল্য বিপ্লব — পোতোসির রৌপ্য খনি এবং ইউরোপে মুদ্রাস্ফীতি

ভৌগোলিক আবিষ্কার ও মূল্য বিপ্লব — পোতোসির রৌপ্য খনি এবং ইউরোপে মুদ্রাস্ফীতি

1,282 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ৯: *সেরো রিকো দে পোতোসির কাঠের খোদাই চিত্র (১৫৫৪): যে রৌপ্য পর্বত ইউরোপের মূল্য বিপ্লব ও বিশ্ব বাণিজ্য বদলে দিয়েছিল।*

১৫৪৫ সালের শরতে বর্তমান বলিভিয়ার আন্দিজ পর্বতমালার হিমশীতল ও নির্জন পাহাড়ে দিয়েগো গুয়ালপা নামের এক স্থানীয় আদিবাসী শ্রমিক একটি বুশ টান দিয়ে তুলতে গিয়ে গাছের উন্মুক্ত শেকড়ে বিশুদ্ধ রূপার সাদা শিরা চিকচিক করতে দেখেন। পাহাড়টির স্থানীয় নাম ছিল *সুমাক উরকু* বা “সুন্দর পর্বত”; কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তা এক অমর ও অভিশপ্ত নাম হিসেবে স্থান করে নেয়: **সেরো রিকো দে পোতোসি (Cerro Rico de Potosí)** বা “পোতোসির ধনী পর্বত”। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চার হাজার মিটারেরও বেশি উঁচুতে অবস্থিত এই শঙ্কু আকৃতির পাহাড়টি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে আবিষ্কৃত সবচেয়ে বিশাল রৌপ্যভাণ্ডার—যার গর্ভে লুকিয়ে ছিল ষাট হাজার মেট্রিক টনেরও বেশি খাঁটি রূপা।

পোতোসি এবং মেক্সিকোর জাকাতেকাস খনির এই আবিষ্কার বৈশ্বিক পুঁজিবাদের গতিপথ চিরতরে বদলে দিয়েছিল। আমেরিকার এই রূপা বিশ্বের প্রথম সত্যিকার বৈশ্বিক মুদ্রা—স্প্যানিশ রৌপ্য ডলার বা **পিসেস অব এইট (Pieces of Eight বা রিয়াল দে আ ওচো)**—তৈরি করেছিল, যা মাদ্রিদ ও লন্ডন থেকে শুরু করে অটোমান সাম্রাজ্যের বাজার পেরিয়ে মিং রাজবংশের চীনের চা ও রেশমের বাজার পর্যন্ত একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু আর্থিক ইতিহাসের চরম পরিহাস এই যে, আন্দিজের রূপার এই অবিরাম বন্যা ইউরোপ জুড়ে শতবর্ষব্যাপী এক ঐতিহাসিক **মূল্য বিপ্লব (Price Revolution)** ঘটিয়েছিল, স্পেনের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন শিল্প ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং পরাক্রমশালী হাবসবার্গ রাজবংশকে বারবার জাতীয় দেউলিয়া ঘোষণার মুখে ঠেলে দিয়েছিল।

রাসায়নিক নিষ্কাশন বিপ্লব: প্যাটিও প্রসেস ও পারদের ব্যবহার

পোতোসি আবিষ্কারের প্রথম কয়েক দশক উপরিভাগের নরম মাটি থেকে রূপা গলানো হতো স্থানীয় আদিবাসীদের বাতাসচালিত ঐতিহ্যবাহী মাটির চুল্লিতে। কিন্তু ১৫৭০-এর দশকে যখন ওপরের সহজলভ্য স্তর ফুরিয়ে গেল এবং কেবল সালফাইডযুক্ত শক্ত পাথুরে আকরিক অবশিষ্ট রইল, তখন রূপা উত্তোলনে তীব্র সংকট দেখা দিল।

এই সংকট মোচনে স্প্যানিশ প্রকৌশলীরা এক বৈপ্লবিক রাসায়নিক পদ্ধতির প্রবর্তন করেন: **প্যাটিও প্রসেস (Patio Process)** বা পারদ মিশ্রণ পদ্ধতি। রূপার সাথে তরল পারদের (Mercury) প্রাকৃতিক আকর্ষণের ওপর ভিত্তি করে এই রাসায়নিক রূপান্তর ঘটানো হতো:

1. জলবিদ্যুৎচালিত ভারী হাতুড়ি দিয়ে আকরিক পাথর গুঁড়ো করে কাদার মতো সূক্ষ্ম পেস্ট বানানো হতো।
2. বিশাল খোলা পাথরের চত্বরে (প্যাটিও) সেই কাদা ছড়িয়ে তাতে লবণ, কপার সালফেট এবং তরল পারদ ঢেলে দেওয়া হতো।
3. আদিবাসী ও আফ্রিকান দাস শ্রমিকরা খালি পায়ে বিষাক্ত সেই পারদের কাদার ওপর দিনের পর দিন হেঁটে তা মিশিয়ে দিতেন, যার ফলে রূপা ও পারদ মিলে ভারী এক সংকর তৈরি হতো:

$$text{রূপা আকরিক} + text{লবণ} + text{কপার সালফেট} + text{পারদ} rightarrow text{রূপা} - \text{পারদ মিশ্রণ} + text{বর্জ্য}$$

4. এরপর চুল্লিতে ফুটিয়ে বাষ্প হিসেবে পারদ উড়িয়ে দিয়ে নিচে খাঁটি রূপার সাদা পিণ্ড (৯৩% থেকে ৯৫% খাঁটি) আলাদা করা হতো।

এই মহাযজ্ঞ চালু রাখতে স্প্যানিশ রাজদরবার চালু করেছিল কুখ্যাত **মিতা (Mita)** প্রথা—যা ছিল পাহাড়ি আদিবাসীদের জন্য বাধ্যতামূলক শ্রম দাসত্ব। প্রতি বছর ১৩ হাজারেরও বেশি আদিবাসী পুরুষকে তাদের পরিবার থেকে ধরে এনে পোতোসির বিষাক্ত খনিতে নামানো হতো, যাদের সিংহভাগ আর কোনোদিন ঘরে ফিরে যেতে পারেনি। ১৫৭৫ থেকে ১৬০০ সালের মধ্যে পোতোসি থেকে রূপার উৎপাদন ৬০০% বৃদ্ধি পায় এবং পাহাড়ের পাদদেশে এক লক্ষ ষাট হাজার জনসংখ্যার শহর গড়ে ওঠে—যা তৎকালীন লন্ডন, মাদ্রিদ বা রোমের চেয়েও বড় ছিল।

বিশ্বের প্রথম গ্লোবাল মুদ্রা: রিয়াল দে আ ওচো (Piece of Eight)

পোতোসির রাজকীয় টাকশাল থেকে প্রতি বছর কোটি কোটি রৌপ্যমুদ্রা তৈরি হতো, যার আনুষ্ঠানিক নাম ছিল **রিয়াল দে আ ওচো** (৮ রিয়ালের মুদ্রা) এবং ইংরেজি বিশ্বে যার নাম হয়ে দাঁড়ায় **স্প্যানিশ ডলার** বা পিসেস অব এইট। মুদ্রাটির গায়ে খোদাই থাকত জিব্রাল্টার প্রণালীর দুই স্তম্ভ এবং স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের মূলমন্ত্র *প্লাস আল্ট্রা* (“সীমানা ছাড়িয়ে আরও দূরে”)। প্রতিটি মুদ্রার ওজন ছিল নিখুঁত ২৭.৪৬ গ্রাম এবং রূপার বিশুদ্ধতা ছিল ৯৩.০৫%।

বাণিজ্যিক জলপথ ও গন্তব্য	পরিবহন ব্যবস্থা	অর্থনৈতিক লক্ষ্য
আটলান্টিক বহর (ফ্লোটা): পোতোসি (rightarrow) পানামা (rightarrow) সেভিল	ভারী সশস্ত্র স্প্যানিশ গ্যালিয়ন যুদ্ধজাহাজ বহর	হল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানির যুদ্ধে স্প্যানিশ সেনাবাহিনীর ব্যয় মেটানো।
ম্যানিলা গ্যালিয়ন: মেক্সিকো (rightarrow) প্রশান্ত মহাসাগর (rightarrow) ম্যানিলা	প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাৎসরিক জাহাজ কাফেলা	চীনা রেশম, পোর্সেলিন সিরামিক এবং চায়ের বিনিময়ে রূপা প্রদান।
ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য পথ: সেভিল (rightarrow) ভেনিস (rightarrow) আলেকজান্দ্রিয়া	ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যিক জাহাজ বহর	ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মসলা কেনার জন্য রূপা সরবরাহ।

কিন্তু আমেরিকান এই রূপার চূড়ান্ত গন্তব্য ইউরোপ ছিল না; এর চূড়ান্ত গন্তব্য ছিল **মিং রাজবংশের চীন**। ১৫৭০-এর দশকে চীন সরকার তাদের প্রাচীন করব্যবস্থা সংস্কার করে **একক চাবুক আইন (Single Whip Law)** জারি করে। সমস্ত শস্য বা শ্রমভিত্তিক কর বাতিল করে ঘোষণা করা হয় যে চীনের প্রতিটি কৃষক ও ব্যবসায়ীকে বছরে একবার কেবল **ওজন মেপে খাঁটি রূপার মাধ্যমে** কর পরিশোধ করতে হবে। চীনে রূপা দুর্লভ ছিল এবং সোনার বিপরীতে রূপার দাম ইউরোপের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ ছিল। ফলে বিশ্বজুড়ে এক বিশাল আর্থিক সালিশি (Arbitrage) গড়ে ওঠে। ইতিহাসবিদদের মতে, **১৫০০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে পোতোসি ও মেক্সিকোতে উত্তোলিত রূপার প্রায় ৪০% থেকে ৫০% শেষ পর্যন্ত চীনের মাটিতে চিরতরে জমা হয়েছিল**।

মূল্য বিপ্লব: অর্থের পরিমাণগত তত্ত্বের বাস্তব পরীক্ষা

আমেরিকা থেকে যে বিপুল পরিমাণ রূপা ইউরোপে এসে পৌঁছাল, তা সমগ্র ইউরোপের বাজারে এক প্রলয়ঙ্কারী আলোড়ন সৃষ্টি করল—যা ইতিহাসে **মূল্য বিপ্লব (Price Revolution)** নামে পরিচিত। ১৫০০ থেকে ১৬৫০ সালের মধ্যে ইউরোপে প্রচলিত রূপার মোট পরিমাণ ২০ হাজার মেট্রিক টন থেকে লাফিয়ে ৮০ হাজার মেট্রিক টনে পৌঁছে যায়—অর্থাৎ চারগুণ বৃদ্ধি পায়।

এর পরিণতিতে ইউরোপজুড়ে খাদ্যশস্য, মাংস, কাপড় ও বাড়িভাড়ার দাম গড়ে **৩০০% থেকে ৫০০% (৩ থেকে ৫ গুণ)** বৃদ্ধি পায়। স্পেনের সেভিল বন্দরে যেহেতু প্রথমে জাহাজ আসত, তাই স্পেনে জিনিসপত্রের দাম বাড়ল সবচেয়ে দ্রুত ও মারাত্মকভাবে। ফরাসি দার্শনিক ও আইনবিদ **জঁ বোঁদাঁ (Jean Bodin)** ১৫৬৮ সালে বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে অর্থনীতির বিখ্যাত **পরিমাণগত মুদ্রাতত্ত্ব (Quantity Theory of Money)** সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেন:

> *“আজ বাজারে জিনিসপত্রের দাম এত আকাশচুম্বী হওয়ার প্রধান এবং প্রায় একমাত্র কারণ হলো... সোনা ও রূপার বিপুল প্রাচুর্য, যা আজকের ফ্রান্সে অতীতের যে কোনো শতাব্দীর চেয়ে অনেক বেশি।”*
>
> *— জঁ বোঁদাঁ, রেসপন্স টু মালেস্ট্রয়েট (১৫৬৮)*

অর্থনীতির ভাষায় সমীকরণটি হলো: $M \cdot V = P \cdot Y$। যেহেতু প্রাক-শিল্প যুগে ইউরোপের কৃষিজমি ও সামগ্রিক উৎপাদন ক্ষমতা (Y) হঠাৎ করে বাড়ানো সম্ভব ছিল না, তাই বাজারে রূপার টাকা (M) চারগুণ বেড়ে যাওয়ার কারণে সমীকরণ মেলাতে গিয়ে সাধারণ মূল্যস্তর (P) স্বয়ংক্রিয়ভাবে চারগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

সম্পদের অভিশাপ এবং স্প্যানিশ রাজকোষের দেউলিয়া ঘোষণা

পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী রূপার পাহাড়ের মালিক হওয়া সত্ত্বেও কেন স্পেন ইউরোপের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হতে পারল না? অর্থনীতিতে একে বলা হয় **সম্পদের অভিশাপ (Resource Curse)** বা ডাচ ডিজিজ।

সহজলভ্য রূপার বন্যা স্প্যানিশ অর্থনীতিকে ভেতর থেকে পঙ্গু করে দিয়েছিল:

- **শিল্প উৎপাদন ধ্বংস:** স্পেনে মারাত্মক মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেওয়ায় স্প্যানিশ শ্রমিকের মজুরি ও উৎপাদন খরচ ইংল্যান্ড ও হল্যান্ডের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। ফলে স্পেনের নিজস্ব কাপড়, চামড়া ও কৃষিপণ্য বিদেশের সস্তা পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। স্পেন নিজে কোনো কিছু উৎপাদন না করে কেবল রূপা দিয়ে বিদেশ থেকে বিলাসপণ্য আমদানির জাতিতে পরিণত হয়।
- **ভাড়াটে মানসিকতা (Rentier Mindset):** স্প্যানিশ অভিজাতরা নতুন কারখানা তৈরি বা ব্যবসা করার বদলে রূপার খনির আয়ের ভাগ নিয়ে আরাম-আয়েশে দিন কাটানোকে জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে ফেলে।
- **সাম্রাজ্যবাদী সামরিক আগ্রাসন:** সম্রাট পঞ্চম চার্লস এবং তাঁর পুত্র **দ্বিতীয় ফিলিপ** আমেরিকান রূপাকে ঈশ্বরের পক্ষ থেকে দেওয়া এক অন্তহীন যুদ্ধভাতা মনে করতেন। স্পেন একই সাথে সমগ্র ইউরোপে অন্তহীন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে: ডাচদের স্বাধীনতা যুদ্ধ দমন, ভূমধ্যসাগরে অটোমানদের বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধ (লেপান্তোর যুদ্ধ, ১৫৭১), ফ্রান্সে ক্যাথলিকদের অর্থায়ন এবং ইংল্যান্ড ধ্বংস করতে স্প্যানিশ আর্মাডার অভিযান (১৫৮৮)।

Shakil Mahmud • Research Monograph

হল্যান্ডের জলাভূমিতে স্প্যানিশ সেনাবাহিনীর খরচ মেটাতে পোতোসির সমগ্র রূপাও যথেষ্ট ছিল না। ঘাটতি মেটাতে দ্বিতীয় ফিলিপ জেনোয়া ও জার্মানির ব্যাংকারদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতেন এবং আগাম রূপার জাহাজ জামানত রাখতেন। কিন্তু আটলান্টিকের ঝড়ে যখন রূপার জাহাজ ডুবত কিংবা ঋণের সুদের বোঝা যখন রূপার আয়ের চেয়ে বড় হয়ে যেত, তখন স্পেন সরকার ঋণ শোধ করতে অস্বীকার করত।

দ্বিতীয় ফিলিপ তাঁর রাজত্বকালে চার চারবার স্পেনকে দেউলিয়া (Sovereign Default) ঘোষণা করেন: ১৫৫৭, ১৫৭৫, ১৫৯৬ এবং ১৬০৭ সালে। প্রতিবার দেউলিয়া ঘোষণার ফলে ইউরোপের আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলো ভেঙে পড়ত এবং ঋণের ওপর চড়া সুদ দিতে গিয়ে স্পেনের অর্থনীতি আরও নিমজ্জিত হতো। সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে এসে রূপার পর্বত পোতোসি স্পেনকে বিশ্বজয়ী করেনি; বরং উৎপাদনহীনতা, ঋণখেলাপি এবং দীর্ঘমেয়াদী পতনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

উপসংহার: সোনার মরিচিকা

পোতোসির রূপার ইতিহাস প্রমাণ করেছিল যে সোনা-রূপা থাকলেই কোনো জাতি ধনী হয় না। সোনা বা রূপা হলো মানুষের শ্রম ও বাস্তব পণ্যের ওপর একধরনের দাবি মাত্র; যদি কোনো সমাজে বাস্তব উৎপাদন না বাড়ে, তবে সেখানে যত রূপাই ঢালা হোক না কেন, তা কেবল টাকার মান কমিয়ে দেয়। স্পেন খনি থেকে রূপা তুলেছিল ঠিকই, কিন্তু যে ডাচ ও ইংরেজরা নিজস্ব কোনো খনি না থাকা সত্ত্বেও কলকারখানা, জাহাজ ও আধুনিক বাণিজ্যের বিকাশ ঘটিয়েছিল—শেষ পর্যন্ত বৈশ্বিক বাণিজ্যের আসল জয়ী হয়েছিল তারাই।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "ভৌগোলিক আবিষ্কার ও মূল্য বিপ্লব — পোতোসির রৌপ্য খনি এবং ইউরোপে মুদ্রাস্ফীতি"। অর্থ ও বাণিজ্যের ইতিহাস, খণ্ড ৯। https://shakilmahmud.com/bn/evolution-of-money-part-09-potosi-silver-price-revolution-spanish-overstretch-bn/

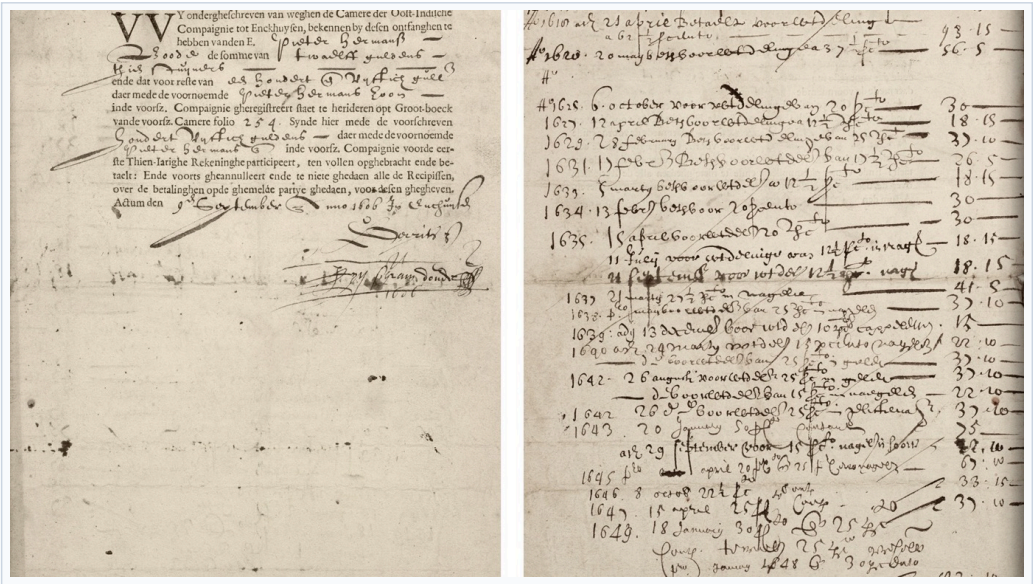
শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • দশম খণ্ড

ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও আমস্টারডাম এক্সচেঞ্জ — প্রথম আধুনিক শেয়ার বাজার

ডাচ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও আমষ্টারডাম এক্সচেঞ্জ — প্রথম আধুনিক শেয়ার বাজার

1,164 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ১০: *ডাচ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির (VOC) টিকে থাকা প্রাচীনতম শেয়ার সনদ (১৬০৬): আধুনিক ষ্টক এক্সচেঞ্জের জন্ম।*

সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে উত্তর সাগরের উপকূলে অবস্থিত সাতটি ক্ষুদ্র ও নিচু জলাভূমির প্রদেশের এক কনফেডারেশন—ডাচ প্রজাতন্ত্র (নেদারল্যান্ডস)—মানব ইতিহাসে সবচেয়ে অভাবনীয় অর্থনৈতিক বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছিল। পরাক্রমশালী ক্যাথলিক স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আশি বছরব্যাপী স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও ডাচরা তাদের বাণিজ্যিক রাজধানী **আমস্টারডামকে** পৃথিবীর একক বাণিজ্যিক ও আর্থিক কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তর করেছিল। স্পেন যখন আমেরিকার পাহাড়প্রমাণ রূপা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে উড়িয়ে দিচ্ছিল, তখন ডাচ ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যিক দক্ষতা, সর্বনিম্ন সুদের হারে ঋণ, প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা এবং পুঁজি বিনিয়োগের গণতন্ত্রীকরণের ওপর ভিত্তি করে আধুনিক আর্থিক পুঁজিবাদের এক সম্পূর্ণ নতুন স্থাপত্য গড়ে তুলেছিলেন।

১৬০২ থেকে ১৬০৯ সালের মধ্যে মাত্র সাত বছরের ব্যবধানে আমস্টারডামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আধুনিক বৈশ্বিক অর্থনীতির তিনটি প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভ: **বিশ্বের প্রথম সর্বজনীনভাবে লেনদেনযোগ্য বহুজাতিক করপোরেট প্রতিষ্ঠান** (ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা VOC), **বিশ্বের প্রথম আধুনিক কেন্দ্রীয় ক্লিয়ারিং ব্যাংক** (আমস্টারডাম উইসেলব্যাংক), এবং **বিশ্বের প্রথম স্থায়ী ও তারল্যপূর্ণ শেয়ার বাজার** (আমস্টারডাম এক্সচেঞ্জ)। আধুনিক স্টক মার্কেট ও পুঁজিবাদের জন্ম ওয়াল স্ট্রিট বা লন্ডনে হয়নি; এর জন্ম হয়েছিল ডাচ স্বর্ণযুগের খালের পাড়ে ইট বিছানো বাণিজ্যিক চত্বরে।

ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (VOC): চিরস্থায়ী করপোরেট পুঁজির জন্ম

১৬০২ সালের পূর্বে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (ইন্দোনেশিয়া) মসলার বাণিজ্য পরিচালিত হতো সাময়িক ও অস্থায়ী যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে। একদল ব্যবসায়ী একটিমাত্র সমুদ্রযাত্রার জন্য পুঁজি সংগ্রহ করতেন। জাহাজ যখন লবঙ্গ, জায়ফল ও গোলমরিচ নিয়ে ফিরে আসত, তখন মালামাল ও জাহাজ বিক্রি করে হিসাব চুকিয়ে কোম্পানি ভেঙে দেওয়া হতো। কিন্তু ঝড়ে জাহাজ ডুবলে বা পর্তুগিজদের হামলায় জাহাজ ধ্বংস হলে বিনিয়োগকারীরা সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে যেতেন।

১৬০২ সালের ২০ মার্চ ডাচ রাষ্ট্রনায়ক ইয়োহান ফন ওল্ডেনবার্নেভেল্টের নেতৃত্বে নেদারল্যান্ডসের পার্লামেন্ট সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বণিক সংস্থাকে একীভূত করে একটি একক জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে: **ভেরিনিগদে ওস্টিন্ডিশে কোম্পানিয়ে** বা **ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (VOC)**। রাষ্ট্র ভিওসি-কে যুদ্ধ ঘোষণা, দুর্গ নির্মাণ, সেনাবাহিনী গঠন, নিজস্ব মুদ্রা তৈরি এবং উপনিবেশ স্থাপনের মতো সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রদান করে।

তবে ভিওসি-র আসল আর্থিক বিপ্লব ছিল তার মূলধন কাঠামোতে:

- **গণমূলধন সংগ্রহ:** ভিওসি তাদের শেয়ার কেনার জন্য প্রজাতন্ত্রের সমস্ত নাগরিকের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। ধনী অভিজাত থেকে শুরু করে সাধারণ গৃহপরিচারিকা পর্যন্ত ১,৮০০-এর বেশি নাগরিকের কাছ থেকে অভূতপূর্ব **৬৪ লক্ষ ২৪ হাজার ৫৮৮ ডাচ গিল্ডার** মূলধন সংগৃহীত হয়।
- **চিরস্থায়ী মূলধনের ধারণ (Capital Lock-In):** প্রথমে কথা ছিল দশ বছর পর কোম্পানি ভেঙে দিয়ে মূলধন ফেরত দেওয়া হবে। কিন্তু ১৬১২ সালে পরিচালকরা বুঝতে পারেন, দূরপ্রাচ্যে দুর্গ নির্মাণ ও নৌ আধিপত্য ধরে রাখতে স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন। ফলে তারা শেয়ারহোল্ডারদের আসল টাকা ফেরত দিতে অস্বীকার করেন। জন্ম নেয় **চিরস্থায়ী করপোরেট মূলধনের ধারণা**: কোম্পানির মূলধন এখন আর কোনো ব্যক্তির নয়, তা কোম্পানির নিজস্ব চিরস্থায়ী সম্পত্তি।
- **সেকেন্ডারি মার্কেটে শেয়ার কেনাবেচা:** কোনো বিনিয়োগকারীর যদি জরুরি টাকার প্রয়োজন হতো, তবে সে কোম্পানির কোষাগার থেকে টাকা ফেরত চাইতে পারত না। কিন্তু নিয়মে বলা হলো, সে তার শেয়ারের মালিকানার কাগজ তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে বাজারে বিক্রি করে দিতে পারবে। এভাবেই জন্ম হলো বিশ্বের প্রথম **সর্বজনীনভাবে**

Shakil Mahmud • Research Monograph

কেনাবেচাযোগ্য কোম্পানির শেয়ার।

আমস্টারডাম এক্সচেঞ্জ: প্রথম আধুনিক স্টক মার্কেট

ভিওসি-র এই শেয়ার কেনাবেচা সুশৃঙ্খল করতে ১৬১১ সালে আমস্টারডামের ড্যাম চত্বরে স্থপতি হেনড্রিক দে কাইজারের নকশায় বিশ্বের প্রথম স্থায়ী **আমস্টারডাম স্টক এক্সচেঞ্জ (Beurs)** ভবন উদ্বোধন করা হয়। প্রতিদিন সকাল এগারোটায় ঘণ্টার ধ্বনি বাজার শুরুর সংকেত দিত, আর শত শত ব্যবসায়ী ও দালাল উন্মুক্ত চত্বরে ভিড় জমাতেন।

এই খোলা প্রাঙ্গণেই আধুনিক ওয়াল স্ট্রিটে ব্যবহৃত প্রায় প্রতিটি জটিল আর্থিক চুক্তি ও ডেরিভেটিভের জন্ম হয়েছিল:

আধুনিক ফিন্যান্সিয়াল টার্ম	সপ্তদশ শতাব্দীর ডাচ পরিভাষা	বাজারের ভূমিকা ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য
কোম্পানির স্টক শেয়ার:	*Actiën* (অ্যাকশন)	ভিওসি বা ডাচ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভগ্নাংশ মালিকানা।
শর্ট-সেলিং (Short-Selling):	*Windhandel* ("বাতাসে বাণিজ্য")	শেয়ারের দাম কমার প্রত্যাশায় ধার করা শেয়ার আগাম বিক্রি করা।
ফিউচার্স কনট্র্যাক্ট (Futures):	*Termijnhandel*	ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট দামে শেয়ার হস্তান্তরের আগাম চুক্তি।
অপশনস (Call & Put Options):	*Premiehandel*	নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম দিয়ে ভবিষ্যতে শেয়ার কেনা বা বিক্রির অধিকার নিশ্চিত করা।

১৬৮৮ সালে আমস্টারডামে বসবাসকারী স্প্যানিশ-ইহুদি ব্যবসায়ী জোসেফ দে লা ভেগা বিশ্বের প্রথম স্টক মার্কেট অ্যানালাইসিস গ্রন্থ প্রকাশ করেন, যার নাম ছিল *কন/ফিউশন অব কন/ফিউশনস* (*Confusión de Confusiones*)। তিনি বাজারের মনস্তত্ত্ব, অন্ধ অনুকরণ, গুজব, আতঙ্কিত শেয়ার বিক্রি এবং অতি উৎসাহী বুদবুদের যে নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছিলেন, চার শতক পরেও তা আধুনিক স্টক মার্কেটের চরম বাস্তব সত্য।

আমস্টারডাম উইসেলব্যাংক (১৬০৯): শতভাগ রিজার্ভের ক্লিয়ারিং ব্যাংক

একটি গতিশীল শেয়ার বাজারের জন্য প্রয়োজন ছিল এক অটল ও নির্ভরযোগ্য মুদ্রাব্যবস্থা। সপ্তদশ শতকের শুরুতে ইউরোপের শত শত খণ্ড রাজ্যের প্রায় আট শতাধিক ক্ষয়ে যাওয়া, ভেজালযুক্ত ও কাটাছেঁড়া মুদ্রা আমস্টারডামে ঢুকত, যার ফলে লেনদেনে অচলাবস্থা তৈরি হতো।

এই সংকট কাটাতে ১৬০৯ সালের ৩১ জানুয়ারি আমস্টারডাম নগর সরকার প্রতিষ্ঠা করে **আমস্টারডাম উইসেলব্যাংক (Amsterdamsche Wisselbank)**। এটি কোনো ঋণ দেওয়া বা ফাটকা ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ছিল না; এটি ছিল **শতভাগ ধাতব রিজার্ভসমৃদ্ধ বিশ্বের প্রথম আধুনিক ক্লিয়ারিং ব্যাংক**।

উইসেলব্যাংকের হিসাব পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ নিখুঁত:

1. ব্যবসায়ীরা তাদের বিভিন্ন দেশের সোনা ও রূপার মুদ্রা ব্যাংকের সুরক্ষিত ভূগর্ভস্থ ভল্টে জমা দিতেন।
2. ব্যাংকের পরীক্ষকরা সেই ধাতুর ওজন ও খাঁটিত্ব মেপে জমা খাতায় একটি নির্দিষ্ট কাল্পনিক মুদ্রায় জমা লিখতেন, যার নাম ছিল **ব্যাংক গিল্ডার (Bank Guilder)**।
3. ব্যবসায়ীরা এক শহর থেকে অন্য শহরে নগদ সোনা বা রূপা না পাঠিয়ে ব্যাংকের খাতায় নিজের নাম থেকে পাওনাদারের নামে টাকা স্থানান্তর (Book Transfer) করে কয়েক সেকেন্ডে কোটি টাকার দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করতেন।

যেহেতু ব্যাংক গিল্ডারের পেছনে সমপরিমাণ খাঁটি সোনা ও রূপা ভল্টে রাখা থাকত এবং কোনো অবমূল্যায়নের ভয় ছিল না, তাই বাজারের চলতি কয়েনের চেয়ে ব্যাংক গিল্ডারের দাম সবসময় ৩% থেকে ৫% বেশি থাকত (যাকে বলা হতো *অ্যাজিও* [Agio])। প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে এই ব্যাংক গিল্ডার ইউরোপের সবচেয়ে বিশ্বস্ত আর্থিক নোঙর হিসেবে কাজ করেছে। অ্যাডাম স্মিথ তাঁর গ্রন্থে উইসেলব্যাংকের এই সততা ও নিরাপত্তার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

টিউলিপ ম্যানিয়া (১৬৩৬–১৬৩৭): ইতিহাসের প্রথম আর্থিক বুদবুদ

ডাচ স্বর্ণযুগের বিপুল প্রাচুর্য এবং সর্বনিম্ন সুদের হার (মাত্র ২% থেকে ৩%) বাজারে অতিরিক্ত তারল্য তৈরি করেছিল। যখন সস্তায় প্রচুর টাকা পাওয়া যায়, তখন সেই পুঁজি দ্রুত মুনাফার আশায় ফাটকাবাজির নতুন খাত খুঁজতে থাকে। ১৬৩০-এর দশকে এই ফাটকাবাজি গিয়ে ভর করে তুরস্ক থেকে আনা এক সুন্দর ফুলের ওপর: **টিউলিপ (Tulip)**।

বিশেষ করে এক ধরনের ক্ষতিকর ভাইরাসের কারণে যেসব টিউলিপের পাপড়িতে সাদা-লাল বা বেগুনি রঙের বৈচিত্র্যময় শিখার মতো নকশা ফুটত (যেমন কিংবদন্তি *সেম্পার অগাস্টাস*), সেগুলোর দাম আকাশচুম্বী হতে থাকে। ১৬৩৬ সালের শেষভাগে অভিজাতদের গণ্ডি ছাড়িয়ে সাধারণ তাঁতি, মুচি ও সরাইখানার মালিকরাও শীতের দিনে মাটির নিচে পুঁতে রাখা টিউলিপের কন্দের ফিউচার্স চুক্তি কেনাবেচায় মেতে ওঠে।

১৬৩৭ সালের জানুয়ারিতে উন্মাদনা যখন তুঙ্গে, তখন একটিমাত্র *সেম্পার অগাস্টাস* কন্দের দাম উঠেছিল **৫,৫০০ গিল্ডার**—যা দিয়ে আমস্টারডামের খালের পাড়ে ঘোড়ার গাড়িসহ আস্ত একটি রাজকীয় অট্টালিকা কেনা যেত, অথবা একটি পরিবার ৩০ বছর ধরে পেট পুরে রুটি খেতে পারত! কিন্তু ১৬৩৭ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে হারলেম শহরের এক নিলামে যখন ক্রেতারা অতি মূল্যে বিড করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন এক রাতের মধ্যে বাজারের বুদবুদ ফেটে যায়। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে টিউলিপের দাম ৯০%-এরও বেশি ধসে পড়ে।

তবে পরবর্তীতে চার্লস ম্যাকে টিউলিপ ম্যানিয়াকে যেভাবে পুরো ডাচ অর্থনীতি ধ্বংসকারী প্রলয় হিসেবে চিত্রিত করেছিলেন, আধুনিক ইতিহাসবিদরা (যেমন অ্যান গোল্ডগার) দেখিয়েছেন ঘটনাটি মূলত সরাইখানার ব্যবসায়ীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং এর ফলে ব্যাংকিং ব্যবস্থা ধসে পড়েনি। ডাচ স্বর্ণযুগের আসল অমর কীর্তি টিউলিপ ফুল ছিল না; তার আসল কীর্তি ছিল ভিওসি, শেয়ার বাজার এবং উইসেলব্যাংকের স্থায়ী আর্থিক স্তম্ভ।

উপসংহার: ডাচ ফিন্যান্সিয়াল ম্যাট্রিক্স

ডাচ প্রজাতন্ত্র কোনো বিশালাকার সেনাবাহিনী দিয়ে নয়, বরং আধুনিক আর্থিক প্রকৌশল দিয়ে বিশ্বজয় করেছিল। চিরস্থায়ী করপোরেট শেয়ার, সেকেন্ডারি স্টক মার্কেট, কেন্দ্রীয় ক্লিয়ারিং ব্যাংকিং এবং সর্বনিম্ন সুদের হারের মাধ্যমে ডাচরা বিশ্বকে দেখিয়েছিল কীভাবে আর্থিক বিমূর্ততা সামরিক শক্তিকে শতগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। ১৬৮৮ সালে ডাচ প্রিন্স উইলিয়াম অব অরেঞ্জ যখন ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেন, তখন তিনি এই পুরো ডাচ ব্যাংকিং ও আর্থিক ব্যবস্থার ব্লুপ্রিন্ট লন্ডনে নিয়ে যান—যা পরবর্তীতে পরাক্রমশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর্থিক ইঞ্জিনে পরিণত হয়েছিল।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও আমস্টারডাম এক্সচেঞ্জ — প্রথম আধুনিক শেয়ার বাজার"। অর্থ ও বাণিজ্যের ইতিহাস, খণ্ড ১০। https://shakilmahmud.com/bn/evolution-of-money-part-10-dutch-voc-amsterdam-wisselbank-first-stock-exchange-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • একাদশ খণ্ড

ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড ও সাউথ সি বাবল — সার্বভৌম ঋণ এবং আধুনিক ফাটকা বাজার

ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড ও সাউথ সি বাবল — সার্বভৌম ঋণ এবং আধুনিক ফাটকা বাজার

1,271 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১১: *উইলিয়াম হোগার্থের ব্যঙ্গচিত্র 'দ্য সাউথ সি স্কিম' (১৭২১): আর্থিক ফাটকাবাজি ও মহামন্দার প্রথম রূপ।*

১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের (Glorious Revolution) পর যখন ডাচ শাসক উইলিয়াম অব অরেঞ্জ এবং তাঁর স্ত্রী মেরি ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেন, তখন ইংল্যান্ড ফ্রান্সের পরাক্রমশালী রাজা চতুর্দশ লুইয়ের বিরুদ্ধে এক ব্যয়বহুল দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ইংরেজ রাজকোষ ছিল সম্পূর্ণ শূন্য। পূর্বে রাজারা যেভাবে জোরপূর্বক ঋণ নিয়ে বা জমি বন্ধক রেখে যুদ্ধ চালাতেন, সেই প্রথা ভেঙে পড়েছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে ইংরেজ রাজাদের ঋণের信用 এতই বাজে ছিল যে লন্ডনের স্বর্ণকার ও বিদেশি ব্যাংকাররা ১২% থেকে ১৪% সুদের নিচে রাজাকে এক পয়সাও ঋণ দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিল।

১৬৯৪ সালে স্কটিশ বণিক উইলিয়াম প্যাটারসন এবং চ্যান্সেলর অব দ্য এক্সচেকার চার্লস মন্টাগু রাষ্ট্রের সাথে ধনী ব্যবসায়ীদের এক ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী অংশীদারিত্বের প্রস্তাব করেন। সেই চুক্তির মাধ্যমেই জন্ম নেয় **ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড (Bank of England)**। গ্রেডনিডল স্ট্রিটের এই প্রতিষ্ঠানটি কেবল ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীর অর্থায়নই করেনি; তা জন্ম দিয়েছিল ইউরোপের **আর্থিক বিপ্লবের (Financial Revolution)**—যার মাধ্যমে আবির্ভূত হয়েছিল **সংসদীয় জাতীয় ঋণ (National Debt)** এবং আধুনিক কাগজের ব্যাংকনোট ব্যবস্থা।

১৬৯৪ সালের মহাচুক্তি: ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডের প্রতিষ্ঠা

ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডের প্রতিষ্ঠা ছিল মূলত ঋণকে ইকুইটিতে রূপান্তরের এক অভূতপূর্ব মডেল। লন্ডনের একদল ধনী ব্যবসায়ী মাত্র দশ দিনের মধ্যে **১২ লক্ষ পাউন্ড নগদ সোনা ও রূপা** সংগ্রহ করে রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের সরকারের হাতে তুলে দেন। এর বিপরীতে সরকার তাদের বাৎসরিক ৮% হারে নিশ্চিত সুদ (বছরে ৯৬,০০০ পাউন্ড) এবং বার্ষিক ৪,০০০ পাউন্ড পরিচালনা ফি দেওয়ার অঙ্গীকার করে।

এই মহামূল্যবান ঋণের বিনিময়ে ব্রিটিশ রাজমুকুট এই বণিক সংস্থাকে অদ্বিতীয় কিছু সাংবিধানিক ও আইনি অধিকার প্রদান করে:

1. **যৌথ মূলধনী সনদ:** ঋণদাতারা আইনগতভাবে *দ্য গভর্নর অ্যান্ড কোম্পানি অব দ্য ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড* নামে চিরস্থায়ী যৌথ মূলধনী ব্যাংক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।
2. **ব্যাংকনোট ইস্যুর একচ্ছত্র অধিকার:** ইংল্যান্ডের একমাত্র ব্যাংক হিসেবে তাদের কাগজের ব্যাংকনোট ছাপানোর অধিকার দেওয়া হয়, যা বাজারে আনুষ্ঠানিক অর্থ হিসেবে গৃহীত হতে শুরু করে।
3. **রাষ্ট্রের একক ব্যাংকার:** সরকারের সমস্ত রাজস্ব জমা রাখা এবং জাতীয় ঋণের কিস্তি পরিশোধের একমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হয়ে ওঠে এই ব্যাংক।

এটি ছিল আধুনিক **অর্থায়িত জাতীয় ঋণের (Funded National Debt)** জন্ম। ১৬৯৪ সালের আগে রাজাদের ঋণ ছিল রাজার ব্যক্তিগত দেনা; রাজা মারা গেলে বা সিংহাসনচ্যুত হলে সেই ঋণ তামাদি হয়ে যেত। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় ঋণ হয়ে দাঁড়াল সমগ্র *রাষ্ট্রের* দায়বদ্ধতা—যার নিশ্চয়তা দিত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং যার সুদ পরিশোধের জন্য মদ, লবণ ও আমদানিকৃত পণ্যের ওপর স্থায়ী রাষ্ট্রীয় শুল্ক ধার্য করা হতো। পার্লামেন্টের এই আইনসম্মত গ্যারান্টির কারণে ব্রিটেনের সার্বভৌম বন্ড (যা পরবর্তীতে *কনসোলস* [Consols] নামে পরিচিত হয়) অত্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে এবং ব্রিটেন মাত্র ৩% থেকে ৪% স্বল্প সুদে বিশ্ববাজার থেকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধঋণ সংগ্রহের ক্ষমতা অর্জন করে—যা পরম পরাক্রমশালী ফ্রান্সের রাজারাও কল্পনা করতে পারত না।

সাউথ সি কোম্পানি ও ঋণের শেয়ার রূপান্তর (১৭১৯–১৭২০)

১৭১৯ সাল নাগাদ স্প্যানিশ উত্তরাধিকার যুদ্ধের কারণে ব্রিটেনের জাতীয় ঋণ বেড়ে দাঁড়ায় **৫ কোটি পাউন্ডে**। এই ঋণের একটি বড় অংশ ছিল ৯৯ বছর মেয়াদী অ্যানুইটি ঋণ—যা চাইলেও সরকার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে এককালীন শোধ করতে পারত না এবং সরকারকে প্রতি বছর চড়া সুদ গুনতে হচ্ছিল।

এই সংকট কাটাতে দৃশ্যপটে হাজির হয় ১৭১১ সালে প্রতিষ্ঠিত **সাউথ সি কোম্পানি (South Sea Company)**। কাগজে-কলমে এই কোম্পানিটি দক্ষিণ আমেরিকার স্প্যানিশ উপনিবেশে বাণিজ্য ও দাস ব্যবসার একচ্ছত্র অধিকারপ্রাপ্ত ছিল; কিন্তু বাস্তবে এটি ছিল একটি ছায়া আর্থিক প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান। ১৭১৯ সালের শেষের দিকে কোম্পানির চতুর প্রিচালক জন ব্লান্ট এক দুঃসাহসিক প্রস্তাব দেন: **সাউথ সি কোম্পানি ব্রিটিশ সরকারের ৩ কোটি ১০ লক্ষ পাউন্ডের জাতীয় ঋণ নিজের কাঁধে তুলে নেবে**—এবং সেই ঋণের বন্ডহোল্ডারদের সরকারের ঋণের কাগজের বদলে সাউথ সি কোম্পানির স্টক শেয়ার দিয়ে দেবে।

এই ফন্দির পেছনে কাজ করছিল এক মারাত্মক পঞ্জি স্কিমের মতো চাতুর্য:

- কোম্পানি বন্ডহোল্ডারদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো শেয়ারের সংখ্যা বেঁধে দেয়নি; বরং বলা হয়েছিল, *বাজারে সাউথ সি শেয়ারের দাম যখন যা থাকবে, সেই অনুযায়ী সরকারি বন্ডের সমমূল্যের শেয়ার দেওয়া হবে*।
- অতএব, **বাজারে সাউথ সি শেয়ারের দাম যত বেশি উঠবে, সরকারি ঋণ শোধ করতে কোম্পানিকে তত কম শেয়ার ছাড়তে হবে**।
- আর বাকি অতিরিক্ত শেয়ার বাজারে সাধারণ মানুষের কাছে আকাশচুম্বী দামে বিক্রি করে পরিচালকরা হাজার হাজার কোটি পাউন্ড নগদ মুনাফা হাতিয়ে নিতে পারবেন!

তারিখ ও সময়কাল (১৭২০)	সাউথ সি শেয়ারের বাজারমূল্য	ফাটকাবাজির ঘটনাপ্রবাহ ও অনুঘটক
জানুয়ারি ১৭২০	১২৮ পাউন্ড	পার্লামেন্টে বিল উত্থাপন; এমপি ও মন্ত্রীদের লাখ লাখ টাকার গোপন শেয়ার ঘুষ।
এপ্রিল ১৭২০	৩৩০ পাউন্ড	সাউথ সি আইন পাস; মাত্র ২০% ডাউনপেমেন্টে কিস্তিতে শেয়ার কেনার সুযোগ।
মে ১৭২০	৫৫০ পাউন্ড	রাজা প্রথম জর্জ ও রাজদরবারের বিনিয়োগ; কফি হাউসে উন্মাদনার বিস্তার।
জুন ১৭২০	৮৯০ পাউন্ড	প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানি বন্ধ করতে পার্লামেন্টে কঠোর *বাবল অ্যাক্ট* পাস।
আগস্ট ১৭২০	**১,০০০ পাউন্ড**	উন্মাদনার চূড়ান্ত শিখর; ভেতরের পরিচালকরা গোপনে নিজেদের শেয়ার বিক্রি শুরু করেন।
সেপ্টেম্বর ১৭২০	৪০০ পাউন্ড	তারল্য সংকট; বাজারে ক্রেতার অভাব; এক্সচেঞ্জ অ্যালিতে তীব্র আতঙ্ক ও ধস।
ডিসেম্বর ১৭২০	**১২৪ পাউন্ড**	সম্পূর্ণ বাজার ধস; সংসদীয় তদন্ত কমিটি গঠন; পরিচালকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত।

গণউন্মাদনা: এক্সচেঞ্জ অ্যালি ও কাল্পনিক বাবল কোম্পানি

১৭২০ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মে লন্ডনের **এক্সচেঞ্জ অ্যালির** কফি হাউসগুলোতে (যেমন গ্যারাওয়েজ ও জোনাথানস) এক নজিরবিহীন ফাটকাবাজির উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ে। লর্ড, বিশপ, সাধারণ গৃহপরিচারিকা, কবি ও সরকারি মন্ত্রীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাগলের মতো সাউথ সি শেয়ার কিনতে থাকেন।

সাউথ সি শেয়ারের দামের পাগলা ঘোড়ায় চড়ে রাতারাতি গজিয়ে ওঠে শত শত ভুঁইফোড় "বাবল কোম্পানি"। স্পেন থেকে গাধা আমদানি করা, ভাসমান প্রাসাদ নির্মাণ, পারদকে নরম সোনায় রূপান্তর থেকে শুরু করে ব্যঙ্গাত্মক এক লিফলেটে ঘোষিত হয়: *"এমন এক কোম্পানি যার উদ্দেশ্য অত্যন্ত লাভজনক, কিন্তু তা কী তা কাউকে জানানো হবে না!"*—যার প্রবর্তক এক সকালে পাঁচ হাজার পাউন্ড জমা নিয়ে সেদিন দুপুরেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান!

এমনকি মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী **স্যার আইজ্যাক নিউটনও** এই লোভের ঘূর্ণাবর্তে পা দিয়েছিলেন। রয়্যাল মিন্টের প্রধান হিসেবে নিউটন অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ১৭২০ সালের এপ্রিলে সাউথ সি শেয়ার বিক্রি করে ৭,০০০ পাউন্ডের এক চমৎকার মুনাফা ঘরে তুলেছিলেন। কিন্তু গ্রীষ্মকালে যখন দেখলেন তাঁর চোখের সামনে মূর্খ প্রতিবেশীরা রাতারাতি কোটিপতি বনে যাচ্ছে, তখন তিনি নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না (FOMO – Fear of Missing Out)। আগস্ট মাসে শেয়ারের দাম যখন ১,০০০ পাউন্ডের চূড়ায়, তখন নিউটন জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ঢেলে আবার শেয়ার কেনেন। কয়েক সপ্তাহ পর বাজার যখন ধসে পড়ল, নিউটন হারালেন **২০,০০০ পাউন্ড** (আজকের মূল্যে যা প্রায় কয়েক কোটি পাউন্ডের সমান)। সর্বস্বান্ত হয়ে ক্ষোভে-দুঃখে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন সেই অমর বাণী:

> *"আমি গ্রহ-নক্ষত্রের মহাজাগতিক গতি নির্ভুলভাবে গণনা করতে পারি, কিন্তু মানুষের উন্মাদনা গণনা করার ক্ষমতা আমার নেই।"*
>
> *— সাউথ সি বাবল ধস নিয়ে স্যার আইজ্যাক নিউটনের খেদোক্তি (১৭২০)*

ধ্বংসের পরবর্তী পরিণতি: বাবল অ্যাক্ট ও রবার্ট ওয়ালপোলের উত্থান

১৭২০ সালের আগস্টের শেষে এসে এই কৃত্রিম পিরামিড স্কিমের আসল রূপ বেরিয়ে পড়ল। আমস্টারডাম ও প্যারিসের বুদ্ধিমান বিনিয়োগকারীরা মুনাফা তুলে নিতে শুরু করলেন। কোম্পানি যখন চতুর্থ কিস্তির টাকা দাবি করল, তখন দেখা গেল বাজারে শেয়ার কেনার মতো কোনো নগদ অর্থ অবশিষ্ট নেই। মুহূর্তের মধ্যে শুরু হলো বিক্রির মহাহুলুস্থুল। মাত্র চার মাসের মধ্যে ১,০০০ পাউন্ডের শেয়ার আছড়ে পড়ে ১২৪ পাউন্ডে নেমে এল।

এই ধস ব্রিটিশ সরকারকে কাঁপিয়ে দিল। পার্লামেন্টের গোপন তদন্তে বেরিয়ে এল যে খোদ চ্যান্সেলর অব দ্য এক্সচেকার জন আইসলাবি এবং স্বয়ং রাজা প্রথম জর্জের রক্ষিতাদের লাখ লাখ টাকার ভুয়া শেয়ার ঘুষ দিয়ে এই আইন পাস করানো হয়েছিল। অর্থমন্ত্রী আইসলাবিকে বরখাস্ত করে লন্ডনের টাওয়ারে বন্দি করা হলো এবং পরিচালকদের সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মাঝে বিতরণ করা হলো।

Shakil Mahmud • Research Monograph

এই চরম রাজনৈতিক সংকট থেকে ব্রিটেনকে উদ্ধার করেন বিচক্ষণ রাজনীতিক **রবার্ট ওয়ালপোল**। তিনি সাউথ সি কোম্পানির ঋণের বোঝা ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে ভাগ করে দিয়ে অর্থনীতিকে রক্ষা করেন। এই সাফল্যের ফলেই ওয়ালপোল ব্রিটেনের প্রথম প্রকৃত **প্রধানমন্ত্রী** হিসেবে আবির্ভূত হন এবং ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় পার্লামেন্টের একচ্ছত্র প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ভবিষ্যতে এই ধরনের ফাটকাবাজি ঠেকাতে পার্লামেন্ট **বাবল অ্যাক্ট (১৭২০)** পাস করে, যার মাধ্যমে রাজকীয় সনদ ছাড়া যে কোনো যৌথ মূলধনী কোম্পানি গঠন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়—যা পরবর্তী এক শতাব্দীরও বেশি সময় (১৮২৫ সাল পর্যন্ত) কার্যকর ছিল।

উপসংহার: আধুনিক ঋণের ভিত্তিপ্রস্তর

সাউথ সি বাবল ছিল আধুনিক পুঁজিবাদের এক বেদনাদায়ক শৈশব। এটি বিশ্বকে দেখিয়েছিল যে অনিয়ন্ত্রিত যৌথ মূলধনী শেয়ার এবং চতুর ফাটকাবাজির সাথে রাষ্ট্রের জাতীয় ঋণ জড়িয়ে ফেললে তা কী ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। কিন্তু সাউথ সি কোম্পানি ধ্বংস হলেও ১৬৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড এবং সংসদীয় জাতীয় ঋণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অক্ষত থেকে যায়। আর এই স্বল্প সুদের নির্ভরযোগ্য জাতীয় ঋণ ব্যবস্থার শক্তিতেই পরবর্তী এক শতাব্দী ধরে ব্রিটেন নেপোলিয়নকে পরাজিত করেছিল এবং গোটা বিশ্বে শিল্প বিপ্লবের বিস্তার ঘটিয়েছিল।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড ও সাউথ সি বাবল — সার্বভৌম ঋণ এবং আধুনিক ফাটকা বাজার"। অর্থ ও বাণিজ্যের ইতিহাস, খণ্ড ১১। https://shakilmahmud.com/bn/evolution-of-money-part-11-bank-of-england-south-sea-bubble-sovereign-debt-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • দ্বাদশ খণ্ড

ক্লাসিক্যাল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড — প্যাক্স ব্রিটানিকা ও ব্রিটিশ পাউন্ডের বিশ্ব আধিপত্য

ক্লাসিক্যাল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড — প্যাক্স ব্রিটানিকা ও ব্রিটিশ পাউন্ডের বিশ্ব আধিপত্য

1,246 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১২: *ভিক্টোরিয়ান ব্রিটিশ স্বর্ণ সাভারিন: ক্লাসিক্যাল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ও ব্রিটিশ পাউন্ডের বিশ্ব আধিপত্যের প্রতীক।*

১৮৭০ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধ থেকে শুরু করে ১৯১৪ সালের আগস্টে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনালগ্ন পর্যন্ত চার দশক জুড়ে সমগ্র সভ্য বিশ্ব পরিচালিত হয়েছিল মানব ইতিহাসে নির্মিত সবচেয়ে সুশৃঙ্খল, সমন্বিত ও স্বয়ংক্রিয় আর্থিক কাঠামোর অধীনে: **ক্লাসিক্যাল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড (Classical Gold Standard)**। *প্যাক্স ব্রিটানিকা* (ব্রিটিশ শান্তি)-র এই স্বর্ণালী যুগে সীমান্ত আন্তর্জাতিক পুঁজি চলাচলে কোনো বাধা তৈরি করত না। বুয়েনস আইরেসের এক সওদাগর লন্ডনে গমের চালান পাঠাতে পারতেন, ফ্রাঙ্কফুর্টের ব্যাংকে সেই বিল অব এক্সচেঞ্জ ভাঙাতে পারতেন এবং প্যারিসে গিয়ে খাঁটি সোনার বারে হিসাব চুকিয়ে নিতে পারতেন—কোনো মুদ্রার বিনিময় হারের ঝুঁকি, অবমূল্যায়ন কিংবা মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের ঝামেলা ছাড়াই। এই বৈশ্বিক আর্থিক ঘড়ির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড এবং বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুদ্রা: **পাউন্ড স্টার্লিং (Pound Sterling)**।

ক্লাসিক্যাল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড কেবল বিভিন্ন দেশের অর্থমন্ত্রীদের চুক্তি ছিল না; এটি ছিল **খাঁটি ও অটল অর্থের (Sound Money)** প্রতি এক অলঙ্ঘনীয় আদর্শিক অঙ্গীকার। প্রতিটি দেশের কাগজের ব্যাংকনোটকে একটি নির্দিষ্ট ওজনের খাঁটি সোনার সাথে আইনত বেঁধে দেওয়া হয়েছিল—যাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাউন্টারে কাগজ জমা দিলেই তৎক্ষণাৎ খাঁটি সোনার মুদ্রা ফিরিয়ে দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। ভিক্টোরিয়ান যুগের এই স্বর্ণমান কীভাবে পরিচালিত হতো, তা বুঝতে হলে স্যার আইজ্যাক নিউটনের অনিচ্ছাকৃত ভুল, ১৮৪৪ সালের ব্রিটিশ ব্যাংক চার্টার অ্যাক্ট এবং দার্শনিক ডেভিড হিউমের স্বয়ংক্রিয় অর্থনৈতিক তত্ত্ব বুঝতে হবে।

অনিচ্ছাকৃত স্থপতি: স্যার আইজ্যাক নিউটনের ১৭১৭ সালের মূল্যায়ন

ঐতিহাসিকভাবে মধ্যযুগ ও রেনেসাঁসের ইংল্যান্ড আইনগতভাবে **রৌপ্যমানের (Silver Standard)** দেশ ছিল; সোনা বাজারে পরিবর্তনশীল দামে কেনাবেচা হতো। কিন্তু ইংল্যান্ডের এই রৌপ্যমান ত্যাগ করে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে প্রবেশের ঘটনাটি কোনো পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের ফল ছিল না; এটি ঘটেছিল রয়্যাল মিন্টের প্রধান হিসেবে **স্যার আইজ্যাক নিউটনের** এক অনিচ্ছাকৃত গাণিতিক ভুলের মাধ্যমে।

১৭১৭ সালে নিউটন ইংল্যান্ডের রৌপ্যমুদ্রা এবং সোনার গিনির মধ্যকার গোলযোগ মেটাতে একটি আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় বিনিময় হার ঘোষণা করেন:

$$১ text{সোনারগিনি} = ২১ text{রূপারশিলিং}$$

এই হার নির্ধারণ করতে গিয়ে নিউটন লন্ডনে সোনা ও রূপার অনুপাত নির্ধারণ করেন **১৫.২১ : ১**। কিন্তু সে সময় প্যারিস ও আমস্টারডামের মহাদেশীয় বাজারে সোনা-রূপার বাস্তব অনুপাত ছিল **১৪.৫ : ১**। অর্থাৎ, ইউরোপের চেয়ে লন্ডনে সোনাকে আইনত বেশি দাম দেওয়া হয়েছিল।

তৎক্ষণাৎ গ্রেশামের নীতি কাজ শুরু করল। ইউরোপের চতুর ব্যবসায়ীরা তাদের সোনা লন্ডনে নিয়ে আসত, কারণ মিন্টে বেশি দামে সোনা বিক্রি করে ইংরেজদের ভারী রূপার কয়েন তুলে নেওয়া যেত। সেই রূপা তারা ইউরোপের মহাদেশীয় বাজারে নিয়ে গিয়ে চড়া দামে বিক্রি করে আবার সোনা কিনে লন্ডনে পাঠাত। এই অবিরাম প্রক্রিয়ায় অষ্টাদশ শতক জুড়ে ইংল্যান্ড থেকে রূপার সমস্ত মুদ্রা ইউরোপে পাচার হয়ে যায় এবং দেশটিতে কেবল সোনা অবশিষ্ট থাকে। এভাবেই এক বিজ্ঞানীর গাণিতিক হিসাবে ইংল্যান্ড অনিচ্ছাকৃতভাবে বিশ্বের প্রথম গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের দেশে পরিণত হয়।

Shakil Mahmud • Research Monograph

১৮৪৪ সালের ব্যাঙ্ক চার্টার অ্যাক্ট: কারেন্সি বনাম ব্যাংকিং স্কুল

নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডকে দীর্ঘ চব্বিশ বছর (১৭৯৭–১৮২১) সোনার রূপান্তর সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে হয়েছিল। যুদ্ধশেষে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদদের মধ্যে কাগজের টাকার প্রকৃতি নিয়ে এক তুমুল তাত্ত্বিক বিতর্ক শুরু হয়:

- **ব্যাংকিং স্কুল (থমাস টুক, জন ফুলারটন):** তাদের যুক্তি ছিল, কাগজের নোটের জোগান বাজারের বাণিজ্যিক চাহিদার ওপর নির্ভর করে নমনীয় হওয়া উচিত। ব্যাংকগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত আসল বাণিজ্যিক পণ্যের বিপরীতে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দিচ্ছে, ততক্ষণ বাজারে অতিরিক্ত টাকা ছাপানো অসম্ভব।
- **কারেন্সি স্কুল (লর্ড ওভারস্টোন, রবার্ট টরেন্স):** তাদের দাবি ছিল, কাগজের টাকাকে হুবহু ধাতব মুদ্রার নিয়মে চলতে হবে। বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে যদি যথেচ্ছ নোট ছাপানোর অনুমতি দেওয়া হয়, তবে মানুষের অতি-উৎসাহ অনিবার্যভাবে ঋণের বুদবুদ, ফাটকাবাজি, ব্যাংক ধস এবং মুদ্রাস্ফীতি ডেকে আনবে। প্রতিটি অতিরিক্ত কাগজের নোটের পেছনে সমপরিমাণ সোনা ভল্টে জমা থাকা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী স্যার রবার্ট পিলের নেতৃত্বে কারেন্সি স্কুলের এই কঠোর মতবাদ জয়ী হয় এবং পার্লামেন্টে পাস হয় ঐতিহাসিক **১৮৪৪ সালের ব্যাঙ্ক চার্টার অ্যাক্ট (Bank Charter Act of 1844)**। এই আইনে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডকে দুটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও অলঙ্ঘনীয় বিভাগে বিভক্ত করা হয়:

ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডের বিভাগ (১৮৪৪ অ্যাক্ট)	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব ও ব্যালেন্স শিটের নিয়ম
ইস্যু ডিপার্টমেন্ট (Issue Department):	সরকারি বন্ডের জামানতে সর্বোচ্চ ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউন্ডের নোট ছাড়ার অনুমতি পায়; **এর বাইরে প্রতিটি অতিরিক্ত এক পাউন্ডের কাগজের নোট ইস্যু করতে হলে ভল্টে শতভাগ খাঁটি সোনার বার জমা রাখা বাধ্যতামূলক ছিল**।
ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্ট (Banking Department):	একটি সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো আমানত গ্রহণ ও ঋণ দেওয়ার কাজ করত; কিন্তু নিজস্ব কোনো নতুন টাকা ছাপানোর ক্ষমতা তার ছিল না।

পিলের এই আইন ব্রিটিশ **স্বর্ণ সাভারিন** (যাতে থাকত ৭.৩২২ গ্রাম খাঁটি সোনা) মুদ্রাকে বিশ্ব অর্থনীতির পাথুরে ভিত্তিতে রূপান্তর করে। এক ট্রয় আউন্স সোনার দাম আনুষ্ঠানিকভাবে চিরকালের জন্য নির্ধারিত হয় **৩ পাউন্ড ১৭ শিলিং ১০½ পেনি** (£3 17s 10½d)—যা পরবর্তী এক শতাব্দী জুড়ে অপরিবর্তিত ছিল।

ডেভিড হিউমের প্রাইস-স্পেসি ফ্লো মেকানিজম

কোনো একক বিশ্ব সরকার বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) ছাড়াই কীভাবে বিভিন্ন স্বাধীন দেশের মধ্যকার বাণিজ্য ভারসাম্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বজায় থাকত? ১৭৫২ সালে স্কটিশ দার্শনিক **ডেভিড হিউম** এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, যা **প্রাইস-স্পেসি ফ্লো মেকানিজম (Price-Specie Flow Mechanism)** নামে পরিচিত।

ধরা যাক, দেশ (A) (ব্রিটেন) দেশ (B) (ফ্রান্স)-এর কাছে প্রচুর শিল্পপণ্য রপ্তানি করে বড় বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত অর্জন করল। গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের নিয়মে ফ্রান্স কোনো অতিরিক্ত কাগজ ছাপিয়ে বা ধার করে এই ঘাটতি মেটাতে পারত না; ফ্রান্সকে বাধ্যতামূলকভাবে খাঁটি **সোনার বার** ($\text{Delta M} > 0$) জাহাজে করে লন্ডনে পাঠিয়ে দেনা শোধ করতে হতো।

হিউম দেখান, এই সোনা স্থানান্তরের ফলে স্বয়ংক্রিয় এক ভারসাম্য ফিরে আসত:

$$text{ব্রিটেনে (সোনার আগমন} uparrow text{)} : M uparrow implies P uparrow implies text{ব্রিটিশ পণ্যের দাম বৃদ্ধি} downarrow, text{বিদেশি পণ্য সস্তা} uparrow$$

$$text{ফ্রান্সে (সোনার প্রস্থান} downarrow text{)} : M downarrow implies P downarrow implies text{ফরাসি পণ্যের দাম হ্রাস} uparrow, text{ফরাসি রপ্তানি সস্তা} uparrow$$

ব্রিটেনে সোনার জোগান বাড়ায় স্থানীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যেত, ফলে ব্রিটিশ পণ্য রপ্তানি কমে যেত। অন্যদিকে ফ্রান্সে সোনা কমে যাওয়ায় পণ্যের দাম কমে যেত এবং ফরাসি পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাণিজ্যের ঘাটতি মিটে গিয়ে সোনা যাওয়া বন্ধ হতো—কোনো আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই এক নিখুঁত স্বনিয়ন্ত্রিত বৈশ্বিক থার্মোস্ট্যাট।

পাউন্ডের বৈশ্বিক আধিপত্য ও খেলার নিয়ম

১৮৭১ সালে জার্মানি ফ্রান্সের কাছ থেকে পাওয়া ক্ষতিপূরণের সোনা দিয়ে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ করার পর সমগ্র বিশ্ব একে একে সোনার শৃঙ্খলে যুক্ত হয়: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৮৭৩ ও ১৯০০), ফ্রান্স, ইতালি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, রাশিয়া এবং ১৮৯৭ সালে জাপান। বিশ শতকের শুরুতে সমগ্র পৃথিবী একটি একক ও অপরিবর্তনীয় বিনিময় হারের জালে আবদ্ধ হয়েছিল।

কিন্তু বাস্তবে বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ টন সোনা জাহাজে করে বয়ে বেড়ানো হতো না; এটি মূলত পরিচালিত হতো **স্টার্লিং এক্সচেঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড** হিসেবে। ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডের ভল্টে প্যারিস বা সেন্ট পিটার্সবার্গের তুলনায় খুব সামান্য পরিমাণ সোনা থাকত (সাধারণত ৩ থেকে ৪ কোটি পাউন্ড)। কিন্তু লন্ডন গোটা বিশ্ব শাসন করত তার একক জাদুকরী নিয়ন্ত্রণকাঠি দিয়ে: **ব্যাংক রেট (Bank Rate)** বা সুদের হার।

ব্রিটেনের বাণিজ্য ঘাটতি হলে এবং সোনা বাইরে যেতে শুরু করলেই ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড তাদের সুদের হার ৩% থেকে বাড়িয়ে ৫% বা ৬% করে দিত। সে সময় ইউরোপের স্টক মার্কেটে প্রচলিত প্রবাদ ছিল: *"৭% সুদের হার চাঁদ থেকেও সোনা টেনে লন্ডনে নামিয়ে আনতে পারে।"* সুদের হার বাড়ার সাথে সাথে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি পাউন্ড নগদ মূলধন লাভের আশায় লন্ডনের ব্যাংকগুলোতে ছুটে আসত এবং তৎক্ষণাৎ সোনার বহির্গমন বন্ধ হয়ে যেত।

উপসংহার: ১৯১৪ সালের হারানো স্বর্গ

ভিক্টোরিয়ান ও এডওয়ার্ডিয়ান যুগের নাগরিকদের কাছে এই ক্লাসিক্যাল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডকে কোনো মানুষের তৈরি ব্যবস্থা নয়, বরং প্রকৃতির এক শাশ্বত নিয়ম মনে হতো—যা সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং ভবিষ্যৎ সুরক্ষার এক অভেদ্য গ্যারান্টি ছিল। জন মেনার্ড কেইনস ১৯১৯ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে সেই হারিয়ে যাওয়া সোনালী দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করে লিখেছিলেন:

> *“লন্ডনের একজন নাগরিক বিছানায় শুয়ে সকালের চায়ে চুমুক দিতে দিতে টেলিফোনে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের পণ্য অর্ডার করতে পারত... এবং একই মুহূর্তে সে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের শিল্প কারখানায় তার সঞ্চিত সম্পদ বিনিয়োগ করতে পারত... সে এই চমৎকার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে প্রকৃতির এক স্বাভাবিক, স্থায়ী ও চিরন্তন নিয়ম বলে মনে করত।”*
>
> *— জন মেনার্ড কেইনস, দ্য ইকোনমিক কনসিকোয়েন্স অব দ্য পিস (১৯১৯)*

সেই স্বপ্নীল পৃথিবীর অবসান ঘটেছিল ১৯১৪ সালের আগস্টের প্রথম সপ্তাহে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজার সাথে সাথে ইউরোপের প্রতিটি দেশ এক রাতের মধ্যে সোনার রূপান্তরযোগ্যতা বাতিল করে যুদ্ধ ব্যয়ের জন্য কাগজের টাকা ছাপার বিধ্বংসী প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। ক্লাসিক্যাল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের চিরতরে সমাপ্তি ঘটেছিল; এবং দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বহু চেষ্টা করেও মানবজাতি আর কখনোই প্যাক্স ব্রিটানিকার সেই সোনালী নোঙরকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "ক্লাসিক্যাল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড — প্যাক্স ব্রিটানিকা ও ব্রিটিশ পাউন্ডের বিশ্ব আধিপত্য"। অর্থ ও বাণিজ্যের ইতিহাস, খণ্ড ১২। https://shakilmahmud.com/bn/evolution-of-money-part-12-classical-gold-standard-pax-britannica-sterling-anchor-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • ত্রয়োদশ খণ্ড

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আর্থিক মহামন্দা — ওয়াল্টার বাগেহট এবং অন্তিম ঋণদাতার ভূমিকা

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আর্থিক মহামন্দা — ওয়াল্টার বাগেহট এবং অন্তিম ঋণদাতার ভূমিকা

1,047 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১৩: *ওয়াল্টার বাগেহট (১৮২৬–১৮৭৭): কেন্দ্রীয় ব্যাংকের 'অন্তিম ঋণদাতা' (Lender of Last Resort) নীতির প্রবক্তা।*

১৮৬৬ সালের ১১ মে, শুক্রবার—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর্থিক প্রাণকেন্দ্র লন্ডনের সিটি এক অভূতপূর্ব ও অন্ধ আতঙ্কে কেঁপে উঠেছিল। লন্ডনের সবচেয়ে সম্মানিত ও শীর্ষস্থানীয় বিল ডিসকাউন্ট প্রতিষ্ঠান **ওভারেন্ড, গার্নি অ্যান্ড কোম্পানি (Overend, Gurney and Company)**—যাকে ব্যাংকিং পাড়ায় বলা হতো "ব্যাংকারদের ব্যাংক" এবং যার আর্থিক ওজন ছিল খোদ ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডের পরেই—তার বিশাল ওক কাঠের দরজা বন্ধ করে ঘোষণা দেয় যে তারা দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে। ইতিহাসে এই দিনটি **"কালো শুক্রবার" (Black Friday)** নামে পরিচিত। মুহূর্তের মধ্যে লম্বার্ড স্ট্রিট জুড়ে ব্যাংক ধসের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার আতঙ্কিত মানুষ ব্যাংকের কাউন্টারে ভিড় জমিয়ে সোনার সাভারিন দাবি করতে থাকে; সুদের হার আকাশচুম্বী হয়ে পড়ে; বিশ্ববাণিজ্যের চেক ও ড্রাফট ক্লিয়ারিং ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়।

১৮৬৬ সালের এই মহাবিপর্যয় আংশিক রিজার্ভ ব্যাংকিং ব্যবস্থার এক গভীর ও চিরন্তন প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে: **যখন বাজারে চরম আতঙ্ক ও তারল্য সংকট ছড়িয়ে পড়ে, তখন এই সংক্রামক ধস থামানোর দায়িত্ব ও ক্ষমতা কার?** এই সংকটের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে ভিক্টোরিয়ান যুগের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ, রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ এবং *দ্য ইকোনমিস্ট* পত্রিকার প্রবাদপ্রতিম সম্পাদক **ওয়াল্টার বাগেহট (Walter Bagehot)** ১৮৭৩ সালে প্রকাশ করেন এক কালজয়ী গ্রন্থ: *লম্বার্ড স্ট্রিট: এ ডেসক্রিপশন অব দ্য মানি মার্কেট*। এই বইয়ের পাতাতেই বাগেহট আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধানতম নীতি প্রণয়ন করেন: **অন্তিম ঋণদাতা (Lender of Last Resort)**-র ভূমিকা।

আংশিক রিজার্ভ ব্যাংকিংয়ের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা

কেন একটি আধুনিক বাজার অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতো এক অন্তিম ঋণদাতার প্রয়োজন হয়, তা বুঝতে হলে **আংশিক রিজার্ভ ব্যাংকিং (Fractional-Reserve Banking)**-এর মৌলিক রূপটি বোঝা দরকার। একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো **মেয়াদ রূপান্তর (Maturity Transformation)**: ব্যাংক সাধারণ মানুষের কাছ থেকে স্বল্পমেয়াদী আমানত ধার নেয় (যা আমানতকারী যেকোনো মুহূর্তে তুলে নিতে পারে) এবং সেই অর্থ দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয় (যেমন শিল্প কারখানা, বাড়ি কেনা বা দীর্ঘমেয়াদী বন্ড)।

স্বাভাবিক সময়ে বড় সংখ্যার নিয়মে এটি চমৎকার কাজ করে; কারণ প্রতিদিন খুব সামান্য মানুষই তাদের জমানো টাকা তুলতে আসে। কিন্তু বাজারে একবার কোনো ব্যাংকের দেউলিয়া হওয়ার গুজব ছড়ালেই গোটা ব্যবস্থা বালির বাঁধের মতো ভেঙে পড়ে। ধরা যাক, একটি ব্যাংকের মোট আমানত (D), হাতে থাকা নগদ রিজার্ভ (R), এবং বাজারে খাটানো দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ (A_{text{illiquid}}):

$$text ব্যালেন্সশিট : D = R + A_{text illiquid} quad text যেখানে Rll D$$

যেহেতু নগদ রিজার্ভ (R) মোট আমানতের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, তাই গুজব ছড়ালে প্রতিটি আমানতকারী গেম থিওরির প্রিজনার্স ডিলেমার মুখে পড়ে। যে গ্রাহক লাইনে প্রথম দাঁড়াবে, সে তার শতভাগ টাকা ফেরত পাবে; আর যে পরে আসবে, রিজার্ভ শেষ হয়ে গেলে সে কিছুই পাবে না। ফলে ব্যাংকটির বাস্তব সম্পদ ((A_{text{illiquid}})) সম্পূর্ণ ভালো হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের সম্মিলিত আতঙ্ক এক স্বয়ংক্রিয় **ব্যাংক রান (Bank Run)** তৈরি করে—যার ফলে ব্যাংকটি বাধ্য হয়ে নামমাত্র মূল্যে সম্পদ বিক্রি করতে গিয়ে কৃত্রিম তারল্য সংকটে পড়ে চিরতরে দেউলিয়া হয়ে যায়।

বাগেহটের নীতি: সংকট ব্যবস্থাপনার চার সূত্র

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড নিজেকে মূলত শেয়ারহোল্ডারদের মুনাফাকেন্দ্রিক একটি সাধারণ বেসরকারি ব্যাংক মনে করত। ১৮২৫, ১৮৩৭ এবং ১৮৪৭ সালের আর্থিক সংকটের সময় তারা নিজের সোনা বাঁচানোর জন্য ভল্ট আটকে বসে ছিল এবং বাজারে ঋণ দিতে অস্বীকার করেছিল—যার ফলে বহু সচ্ছল প্রতিষ্ঠান অকালে ধ্বংস হয়ে যায়।

বাগেহট এই সংকীর্ণ স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। তিনি প্রমাণ করেন, যেহেতু ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড দেশের সর্বোচ্চ জাতীয় স্বর্ণভাণ্ডার নিজের কাছে রাখে এবং রাষ্ট্রের বিশেষ সুবিধা ভোগ করে, তাই গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করার এক মহান পাবলিক দায়িত্ব তার রয়েছে। *লম্বার্ড স্ট্রিট* গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে তিনি যে অমোঘ বিধান দেন, তা ইতিহাসে **বাগেহটের নীতি (Bagehot's Dictum)** নামে অমর হয়ে আছে:

> *"চরম সংকটের সময় ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডকে এমন সমস্ত সিকিউরিটির বিপরীতে মুক্তহস্তে ঋণ দিতে হবে যা স্বাভাবিক সময়ে ভালো বলে বিবেচিত হয়... সাধারণ মানুষ যত চাইবে, তত অর্থ বাজারে ঢালতে হবে... এবং দ্বিতীয়ত, এই জরুরি ঋণ দিতে হবে অত্যন্ত চড়া সুদের হারে।"*
>
> *— ওয়াল্টার বাগেহট, লম্বার্ড স্ট্রিট (১৮৭৩)*

বাগেহটের নীতির প্রধান স্তম্ভ	কার্যকরী রূপ ও মেকানিজম	মনস্তাত্ত্বিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য
১. মুক্তহস্তে ঋণ দেওয়া (Lend Freely):	সংকটগ্রস্ত সমস্ত সচ্ছল ব্যাংককে চাহিদামাফিক নগদ অর্থ সরবরাহ করা।	মানুষকে আশ্বস্ত করা যে নগদ টাকার কোনো অভাব নেই; অর্থের অফুরন্ত জোগান দেখলে মানুষের আতঙ্ক ও ব্যাংক রান তৎক্ষণাৎ থেমে যায়।
২. চড়া সুদের হার আরোপ ($r_{\text{penalty}} gg r_{\text{market}}$):	স্বাভাবিক বাজার সুদের চেয়ে অনেক বেশি চড়া পেনাল্টি রেটে ঋণ দেওয়া।	অহেতুক ঋণ নেওয়া নিরুৎসাহিত করা; যাতে আতঙ্ক কাটামাত্রই ব্যাংকগুলো জরুরি ঋণ দ্রুত কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ফেরত দেয়।
৩. ভালো জামানতের বিপরীতে ঋণ:	স্বাভাবিক শান্ত সময়ে বিশ্বস্ত এমন যে কোনো সিকিউরিটি বন্ধক নেওয়া।	নামমাত্র মূল্যে সম্পদ বিক্রি ঠেকানো; জামানতের মূল্যায়ন সংকটের আতঙ্কের দামে নয়, তার দীর্ঘমেয়াদী আসল মূল্যে করা।
৪. সচ্ছল ও দেউলিয়ার মধ্যে পার্থক্য করা:	যেসব প্রতিষ্ঠান প্রকৃত অর্থেই ঋণখেলাপি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত, তাদের মরতে দেওয়া।	**মরাল হ্যাজার্ড** রোধ করা; অযোগ্য বা দুর্নীতিবাজ ব্যাংকারদের রাষ্ট্র যাতে জনগণের টাকায় জামাই আদর না দেয়।

মরাল হ্যাজার্ডের দ্বন্দ্ব: তারল্য বনাম দেউলিয়াত্ব

বাগেহট অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে দুটি আর্থিক অবস্থার পার্থক্য চিহ্নিত করেছিলেন: **তারল্য সংকট (Illiquidity)** এবং **প্রকৃত দেউলিয়াত্ব (Insolvency)**:

- **তারল্য সংকটে পড়া প্রতিষ্ঠান:** এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার মোট সম্পদ দায়ের চেয়ে বেশি ($\text{সম্পদ} > \text{দায়}$), কিন্তু সাময়িক আতঙ্কের কারণে সেই সম্পদ সাথে সাথে নগদে রূপান্তর করা যাচ্ছে না। এই প্রতিষ্ঠানকে যেভাবেই হোক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ দিয়ে বাঁচাতে হবে।
- **প্রকৃত দেউলিয়া প্রতিষ্ঠান:** এমন এক প্রতিষ্ঠান যার সম্পদ চিরতরে দায়কে মেটাতে অক্ষম ($\text{দায়} > \text{সম্পদ}$)। এই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাতে গেলে জনগণের টাকা নষ্ট হবে; একে কঠোরভাবে ধ্বংস হতে দিতে হবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাতে যায়, তবে বাজারে তৈরি হয় **মরাল হ্যাজার্ড (Moral Hazard)** বা নৈতিক ঝুঁকি: ব্যাংকাররা বুঝতে পারে যে লাভের সময় ব্যক্তিগত পকেট ভরব, আর সংকটের সময় রাষ্ট্র বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসে আমাদের বাঁচাবে। বাগেহটের চড়া সুদের নীতি এবং কঠোর জামানতের বিধান এই অসৎ মানসিকতা ঠেকানোর জন্যই তৈরি হয়েছিল।

একবিংশ শতাব্দীতে বাগেহটের উত্তরাধিকার

বাগেহটের এই নীতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চরিত্রকে চিরতরে বদলে দিয়েছিল। ১৮৯০ সালের ব্যারিং সংকটে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড বাগেহটের নীতি হুবহু অনুসরণ করে এক বিশাল আন্তর্জাতিক আর্থিক বিপর্যয় থেকে বিশ্বকে রক্ষা করেছিল।

২০০৮ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা এবং ২০২০ সালের করোনা মহামারীর লকডাউনে যখন মার্কিন ও ইউরোপের বন্ড মার্কেট পুরোপুরি জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল, তখন মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান বেন বার্ন্যাংকি এবং বিশ্বনেতারা সরাসরি ওয়াল্টার বাগেহটের নাম উল্লেখ করে বাজারে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের তারল্য ঢেলেছিলেন। জরুরি ডিসকাউন্ট উইন্ডো এবং সোয়াপ লাইনগুলো ছিল ১৮৭৩ সালের বাগেহটের অমর ফর্মুলার আধুনিক ডিজিটাল রূপায়ন।

উপসংহার: আর্থিক বিশ্বাসের অতন্দ্র প্রহরী

ওয়াল্টার বাগেহট কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংকে সাধারণ বাণিজ্যিক মুনাফার খপ্পর থেকে বের করে এনে এক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আস্থার স্তম্ভে পরিণত করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে চরম আতঙ্কের মুহূর্তে কেবল বাজারের অদৃশ্য হাতের ওপর ভরসা করে বসে থাকলে অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে; সে সময় রাষ্ট্রকে তার অটল ব্যালেন্স শিট নিয়ে ত্রাতা হিসেবে হাজির হতে হবে। অন্তিম ঋণদাতার এই যুগান্তকারী ধারণা প্রবর্তনের মাধ্যমেই বাগেহট এমন এক আর্থিক সুরক্ষাবলয় তৈরি করেছিলেন যা গত দেড় শতাব্দী ধরে পুঁজিবাদকে তার নিজের সংকট থেকে রক্ষা করে চলেছে।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আর্থিক মহামন্দা — ওয়াল্টার বাগেহট এবং অন্তিম ঋণদাতার ভূমিকা"। অর্থ ও বাণিজ্যের ইতিহাস, খণ্ড ১৩। https://shakilmahmud.com/bn/evolution-of-money-part-13-central-banking-financial-panics-bagehot-lender-last-resort-bn/

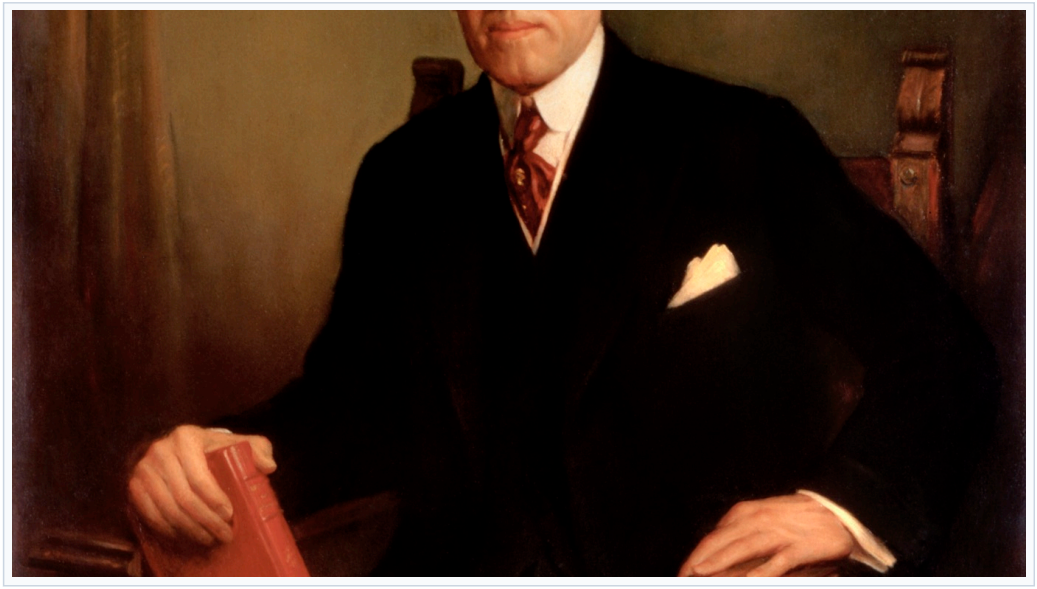
Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • চতুর্দশ খণ্ড

১৯১৩ সালের ফেডারেল রিজার্ভ আইন — জেকিল আইল্যান্ড গোপন সভা ও মার্কিন মুদ্রাব্যবস্থা

১৯১৩ সালের ফেডারেল রিজার্ভ আইন — জেকিল আইল্যান্ড গোপন সভা ও মার্কিন মুদ্রাব্যবস্থা

1,097 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১৪: *১৯১৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন: ফেডারেল রিজার্ভ আইনে স্বাক্ষর করে আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা।*

১৯১০ সালের শেষ শরতে নিউ জার্সির হোবোকেন ট্রেন স্টেশন থেকে পর্দা নামানো একটি বিলাসবহুল ব্যক্তিগত রেলওয়ে কার নিঃশব্দে দক্ষিণের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। ট্রেনের ছয়জন যাত্রীকে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল: তারা কখনো একসাথে ডাইনিং টেবিলে বসবেন না, জানালার পর্দা সরাবেন না এবং একে অপরকে পদবী ছাড়া কেবল ছদ্মনামে বা প্রথম নামে ডাকবেন: নেলসন, পল, ফ্র্যাঙ্ক, পিয়াট, হেনরি এবং বেঞ্জামিন। তাদের গোপন গন্তব্য ছিল জর্জিয়া উপকূলের নির্জন ও সুরক্ষিত **জেকিল আইল্যান্ড ক্লাব (Jekyll Island Club)**—যেখানে শীতকালে আমেরিকার শীর্ষ ধনকুবের ভ্যান্ডারবিল্ট, মর্গান, রকফেলার ও অ্যাস্টররা অবকাশ যাপন করতেন। সেই ক্লাবের নিভৃত ফায়ারপ্লেসের চারপাশে সমবেত হওয়া এই ছয়জন ব্যক্তি সমগ্র পৃথিবীর মোট সম্পদের প্রায় **এক-চতুর্থাংশের** নিয়ন্ত্রণ করতেন।

টানা নয় দিন ধরে চলা চরম গোপন সেই শলাপরামর্শেই রচিত হয়েছিল আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে ক্ষমতাধর আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মূল নকশা: **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম (Federal Reserve System)**। তিন বছর পর, ১৯১৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন যখন এই ফেডারেল রিজার্ভ আইনে স্বাক্ষর করেন, তখন সমাপ্তি ঘটেছিল প্রায় আট দশকের এমন এক বিশৃঙ্খল যুগের—যে সময়টিতে পৃথিবীর উদীয়মান শীর্ষ শিল্প পরাশক্তি আমেরিকা কোনো কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছাড়াই একটি অচল ও ঝুঁকিপূর্ণ অর্থব্যবস্থা নিয়ে টিকে ছিল।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতি আমেরিকার ঐতিহাসিক ঘৃণা

কেন ফেডারেল রিজার্ভ তৈরির পরিকল্পনা এত নাটকীয় গোপনীয়তায় করতে হয়েছিল, তা বুঝতে হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতি মার্কিন রাজনৈতিক সংস্কৃতির গভীর ও ঐতিহাসিক ক্ষোভ বোঝা প্রয়োজন। আমেরিকান বিপ্লবের শুরু থেকেই দেশটি দুটি বিপরীতমুখী দর্শনে বিভক্ত ছিল:

- **আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের কেন্দ্রীয় দর্শন:** হ্যামিল্টন একটি শক্তিশালী জাতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (প্রথম ব্যাংক অব দ্য ইউনাইটেড স্টেটস, ১৭৯১) পক্ষে ছিলেন, যা কর আদায় ও বাণিজ্য প্রসারে সহায়তা করবে।
- **টমাস জেফারসনের কৃষিভিত্তিক দর্শন:** জেফারসন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো পুঁজিপতি ও ব্রিটিশ ব্যাংকারদের স্বার্থরক্ষার এক অসাংবিধানিক দানব, যা সাধারণ কৃষককে ঋণের দাসে পরিণত করবে। তিনি বলেছিলেন: *“একটি জাতীয় ব্যাংক শত্রুর দাঁড়িয়ে থাকা সেনাবাহিনীর চেয়েও বিপজ্জনক।”*

১৮৩২ সালে জনপ্রিয়তাবাদী প্রেসিডেন্ট **অ্যান্ড্রু জ্যাকসন** তাঁর বিখ্যাত “ব্যাংক যুদ্ধ” শুরু করেন। তিনি দ্বিতীয় ব্যাংক অব দ্য ইউনাইটেড স্টেটসের মেয়াদ নবায়ন সংক্রান্ত বিলে ভেটো দেন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংককে চিরতরে ধ্বংস করে মৃত্যুশয্যায় গর্ব করে বলেছিলেন: *“আমি ওই ব্যাংকটাকে হত্যা করেছি।”* ফলস্বরূপ, পরবর্তী পঁচাত্তর বছর ধরে আমেরিকা ছিল পৃথিবীর একমাত্র শীর্ষ শিল্পোন্নত দেশ যার কোনো কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছিল না।

এর পরিণতি ছিল ইতিহাসের কুখ্যাত **ওয়াইল্ডক্যাট ব্যাংকিং যুগ (Wildcat Banking Era)**। দেশের আট হাজারেরও বেশি বেসরকারি ব্যাংক নিজেদের ইচ্ছেমতো কাগজের নোট ছাপাত; জাল টাকায় বাজার সয়লাব ছিল; এবং সবচেয়ে বড় সংকট ছিল **মুদ্রার স্থিতিস্থাপকতার অভাব (Inelasticity of Currency)**। প্রতি বছর হেমন্তকালে যখন গম ও ভুট্টা তোলার জন্য মধ্য-পশ্চিমের কৃষকদের কোটি কোটি নগদ টাকার প্রয়োজন হতো, তখন নিউ ইয়র্কের ব্যাংকগুলো থেকে টাকা উধাও হয়ে যেত, সুদের হার আকাশচুম্বী হতো এবং দেশজুড়ে একের পর এক ব্যাংক ধস নামত।

চূড়ান্ত অনুঘটক: ১৯০৭ সালের মহামন্দা ও জে.পি. মর্গান

এই অসহনীয় ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটেছিল ১৯০৭ সালের অক্টোবরে। দুই তামার ব্যবসায়ীর শেয়ার ফাটকাবাজি ব্যর্থ হওয়ার পর নিউ ইয়র্কের তৃতীয় বৃহত্তম ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠান **নিকারবকার ট্রাস্ট কোম্পানি (Knickerbocker Trust)**-র ওপর বিধ্বংসী ব্যাংক রান শুরু হয়। ২২ অক্টোবর যখন নিকারবকার তাদের দরজা বন্ধ করে দেয়, তখন ওয়াল স্ট্রিট জুড়ে অন্ধ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শেয়ার বাজারে ঋণের সুদের হার এক রাতের মধ্যে লাফিয়ে **১২৫%-এ** পৌঁছায় এবং ডজন ডজন আঞ্চলিক ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায়।

সে সময় কোনো কেন্দ্রীয় ব্যাংক না থাকায় সমগ্র আমেরিকান অর্থনীতিকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন একজন সত্তর বছর বয়সী বেসরকারি বৃদ্ধ: **জন পিয়ারপন্ট মর্গান (J.P. Morgan)**।

ম্যাডিসন অ্যাভিনিউতে অবস্থিত তাঁর ব্যক্তিগত রাজকীয় লাইব্রেরিতে বসে জে.পি. মর্গান একা এক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি নিউ ইয়র্কের শীর্ষ সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধানদের ডেকে এনে লাইব্রেরির দরজায় তালা মারেন এবং পকেটে চাবি পুরে বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সংকটাপন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাঁচাতে সম্মিলিতভাবে **২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারের** জরুরি তহবিল ছাড়তে রাজি না হবেন, ততক্ষণ কাউকে বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। মর্গান তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে নিউ ইয়র্ক নগরীকে দেউলিয়া হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেন।

জে.পি. মর্গানের এই বীরোচিত উদ্ধার অভিযান দেশকে বাঁচালেও গোটা আমেরিকার রাজনৈতিক মহল এক মারাত্মক সত্য উপলব্ধি করল: **নয় কোটি মানুষের একটি পরাশক্তি দেশ তার অর্থনীতির বেঁচে থাকার জন্য একজন বয়োবৃদ্ধ বেসরকারি পুঁজিপতির ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে পারে না**। সংস্কার তখন আর বিলাসিতা ছিল না; তা ছিল অস্তিত্বের প্রশ্ন।

জেকিল আইল্যান্ডের গোপন সভা (নভেম্বর ১৯১০)

১৯০৮ সালে কংগ্রেসের সিনেটর **নেলসন ডব্লিউ অলড্রিচ** (যাঁর মেয়ের সাথে জন ডি. রকফেলার জুনিয়রের বিয়ে হয়েছিল)-এর নেতৃত্বে জাতীয় মুদ্রা কমিশন গঠন করা হয়। ইউরোপের প্রধান কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো পরিদর্শন করার পর অলড্রিচ ১৯১০ সালের নভেম্বরে জেকিল আইল্যান্ডের সেই ঐতিহাসিক গোপন বৈঠকের আয়োজন করেন।

জেকিল আইল্যান্ডের অংশগ্রহণকারী	প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় ও পটভূমি	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নকশায় প্রধান অবদান
নেলসন ডব্লিউ অলড্রিচ	মার্কিন সিনেটর; মুদ্রা কমিশনের চেয়ারম্যান	রাজনৈতিক স্থপতি; ক্যাপিটল হিল ও ওয়াল স্ট্রিটের মধ্যকার সেতুবন্ধন।
পল এম. ওয়ারবার্গ	কুহন, লোয়েব অ্যান্ড কোং-এর অংশীদার; জার্মান বংশোদ্ভূত ব্যাংকার	তাত্ত্বিক স্থপতি; ইউরোপীয় ধাঁচের ডিসকাউন্টিং ব্যবস্থার রূপকার।
ফ্র্যাঙ্ক এ. ভ্যান্ডারলিপ	ন্যাশনাল সিটি ব্যাংক অব নিউ ইয়র্কের প্রেসিডেন্ট (রকফেলার গোষ্ঠী)	বাণিজ্যিক ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা; কমার্শিয়াল পেপার ছাড়ার মানদণ্ড তৈরি।
হেনরি পি. ডেভিসন	জে.পি. মর্গান অ্যান্ড কোম্পানির সিনিয়র পার্টনার	মর্গান সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষা ও ক্লিয়ারিং হাউস অবকাঠামোর সমন্বয়।
বেঞ্জামিন স্ট্রং জুনিয়র	ব্যাংকার্স ট্রাস্ট কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট	পরিচালন প্রতিভা; পরবর্তীতে নিউ ইয়র্ক ফেডের প্রথম প্রভাবশালী গভর্নর।
এ. পিয়াট অ্যান্ড্রু	মার্কিন অর্থ দপ্তরের সহকারী সচিব; হার্ভার্ডের অর্থনীতিবিদ	সরকারি যোগাযোগ; বাজেট নীতির সাথে মুদ্রানীতির সমন্বয়।

ওয়ারবার্গ ও অলড্রিচের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা। সাধারণ আমেরিকান জনতা এবং উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ানের মতো কৃষকপন্থী রাজনীতিকরা কখনোই ওয়াশিংটন বা নিউ ইয়র্কে ওয়াল স্ট্রিট নিয়ন্ত্রিত একটিমাত্র একক “কেন্দ্রীয় ব্যাংক”-এর প্রস্তাব মেনে নেবে না। তাই ওয়ারবার্গ এক চতুর কৌশল উদ্ভাবন করলেন: তিনি একক ব্যাংকের বদলে একটি **বিকেন্দ্রীভূত আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যবস্থার** প্রস্তাব করলেন।

উড্রো উইলসন এবং ১৯১৩ সালের আপস

১৯১২ সালে ডেমোক্র্যাট নেতা **উড্রো উইলসন** প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর অলড্রিচ প্ল্যানকে কংগ্রেসের কার্টার গ্লাস এবং রবার্ট ওয়েন কিছুটা পরিমার্জন করেন। উইলসন একটি মৌলিক সাংবিধানিক শর্ত জুড়ে দেন: **কেন্দ্রীয় পরিচালনা পর্ষদ কোনো বেসরকারি ব্যাংকারদের সমিতি হতে পারবে না; তা হতে হবে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত এবং সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত শতভাগ সরকারি সংস্থা**।

১৯১৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর তীব্র বিতর্কের পর কংগ্রেসের উভয় কক্ষে পাস হয়ে প্রেসিডেন্ট উইলসনের স্বাক্ষরে আইনে পরিণত হয় **ফেডারেল রিজার্ভ আইন**। এই আইনের মাধ্যমে এক অনন্য ত্রিপক্ষীয় আপস প্রতিষ্ঠিত হয়:

1. **ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড:** ওয়াশিংটনে অবস্থিত একটি সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ামক সংস্থা, যা রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক তদারকি নিশ্চিত করে।
2. **১২টি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক:** দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে বোস্টন, নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, সান ফ্রান্সিসকোসহ ১২টি শহরে স্বাধীন রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়।
3. **স্থিতিস্থাপক মুদ্রা (ফেডারেল রিজার্ভ নোট):** ঋণের কাগজ ডিসকাউন্ট করার মাধ্যমে বাজারের চাহিদামাফিক টাকার সরবরাহ বাড়ানো ও কমানোর স্বয়ংক্রিয় ক্ষমতা তৈরি করা হয়:

$$text{অর্থেরজোগান} M_t = f(text{বাণিজ্যিকঋণেরচাহিদা}_t)$$

উপসংহার: আমেরিকান শতাব্দীর আর্থিক ইঞ্জিন

১৯১৩ সালে ফেডারেল রিজার্ভের জন্ম ছিল পরবর্তী আমেরিকান শতাব্দীর বিশ্বজয়ী ভিত্তিপ্রস্তর। আর এর সময়টি ছিল অত্যন্ত মোক্ষম: ফেড প্রতিষ্ঠার মাত্র আট মাসের মাথায় ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। একটি স্থিতিস্থাপক আধুনিক মুদ্রাব্যবস্থা এবং নির্ভরযোগ্য অন্তিম ঋণদাতার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আমেরিকান ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইউরোপের মিত্রবাহিনীকে কোটি কোটি ডলার অর্থায়ন করেছিল, ইউরোপের পাহাড়প্রমাণ সোনা আকর্ষণ করেছিল এবং আমেরিকার মতো একটি ঋণগ্রস্ত দেশকে রাতারাতি পৃথিবীর শীর্ষ ঋণদাতা পরাশক্তিতে রূপান্তর

Shakil Mahmud • Research Monograph

করেছিল।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "১৯১৩ সালের ফেডারেল রিজার্ভ আইন — জেকিল আইল্যান্ড গোপন সভা ও মার্কিন মুদ্রাব্যবস্থা"। অর্থ ও বাণিজ্যের ইতিহাস, খণ্ড ১৪।
https://shakilmahmud.com/bn/evolution-of-money-part-14-federal-reserve-act-jekyll-island-american-central-banking-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • পঞ্চদশ খণ্ড

উত্তাল বিশের দশক ও মহামন্দা — ১৯২৯ সালের ওয়াল স্ট্রিট ধস এবং ব্যাংক বিপর্যয়

উত্তাল বিশের দশক ও মহামন্দা — ১৯২৯ সালের ওয়াল স্ট্রিট ধস এবং ব্যাংক বিপর্যয়

1,150 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১৫: *১৯২৯ সালের অক্টোবরে নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের বাইরে জড়ো হওয়া আতঙ্কিত বিনিয়োগকারী ও জনতা: গ্রেট ডিপ্রেশনের সূচনা।*

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী উত্তাল বিশের দশকে (Roaring Twenties) আমেরিকার সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে মানবজাতি এক চিরস্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগে প্রবেশ করেছে। হেনরি ফোর্ডের গাড়ির গণউৎপাদন, ঘরে ঘরে বিদ্যুতায়ন, রেডিও ও আধুনিক গৃহস্থালি পণ্যের প্রসার এবং শেয়ার বাজারের অভাবনীয় উল্লম্ফন এক চরম উন্মাদনার জন্ম দিয়েছিল। ১৯২১ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে শিল্প উৎপাদন ৭৫% বৃদ্ধি পায় এবং নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ সাধারণ মানুষের কাছে হয়ে ওঠে রাতারাতি ধনী হওয়ার উপাসনালয়। নাপিত, জুতো পালিশওয়ালা থেকে শুরু করে স্কুলশিক্ষক পর্যন্ত প্রত্যেকে তাদের জীবনের শেষ সঞ্চয়টুকু ঢেলে শেয়ার কিনছিলেন। এমনকি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশার ১৯২৯ সালের শরতে ঘোষণা করেছিলেন যে শেয়ারের দাম *"এক স্থায়ী উচ্চ মালভূমিতে পৌঁছে গেছে।"*

এর ঠিক ছয় সপ্তাহ পর সেই উচ্চ মালভূমি এক অতল গহ্বরে আছড়ে পড়ে। **১৯২৯ সালের অক্টোবরে ওয়াল স্ট্রিটের ঐতিহাসিক ধস** এবং পরবর্তী তিন বছরে নয় হাজারেরও বেশি আমেরিকান বাণিজ্যিক ব্যাংকের পতন ডেকে আনে মানব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বিধ্বংসী অর্থনৈতিক মহাবিপর্যয়: **দ্য গ্রেট ডিপ্রেশন (The Great Depression) বা মহামন্দা**। এই সংকট বৈশ্বিক পুঁজিবাদকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, ইউরোপে ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটিয়েছিল এবং মুদ্রাতত্ত্বকে চিরতরে পাল্টে দিয়ে জন্ম দিয়েছিল কেইনসীয় অর্থনীতি ও আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের।

ফাটকাবাজির লিভারেজ: ১০% মার্জিন ঋণের মরণফাঁদ

বিশ শতকের এই শেয়ার বাজারের পাগলা ঘোড়ার পেছনের মূল জ্বালানি ছিল **মার্জিন ঋণ (Margin Debt)**। বাজারে ১,০০০ ডলারের শেয়ার কেনার জন্য কোনো বিনিয়োগকারীকে নিজের পকেট থেকে ১,০০০ ডলার দিতে হতো না। এক্সচেঞ্জের শিথিল নিয়মে একজন ব্যক্তি মাত্র **১০% মার্জিন ক্যাশ** (১০০ ডলার) জমা দিয়ে বাকি ৯০০ ডলার শেয়ার ব্রোকারের কাছ থেকে ধার নিতে পারত।

আর ব্রোকার সেই ৯০০ ডলার ধার নিত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে রাতারাতি কল মানি বাজারে শেয়ারের জামানতে। ১৯২৯ সালের শেষভাগে ওয়াল স্ট্রিটে এই ব্রোকার ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল **৮৫০ কোটি ডলারে**—যা তৎকালীন সমগ্র আমেরিকার বাজারে প্রচলিত মোট নগদ টাকার চেয়েও বেশি ছিল! এই লিভারেজ এক মারাত্মক আর্থিক ভঙ্গুরতা তৈরি করেছিল:

$$text{ইকুইটিরওপরমুনাফা}(ROE) = frac{Delta P}{E_0} = frac{Delta P}{P_0} cdot m$$

যেখানে মার্জিন ছিল (m = ০.১০)। শেয়ারের দাম মাত্র ১০% বাড়লে বিনিয়োগকারীর আসল টাকা রাতারাতি দ্বিগুণ (১০০% লাভ) হয়ে যেত। কিন্তু লিভারেজের গণিত চরম নির্দয়: **শেয়ারের দাম যদি মাত্র ১০% কমে যেত, তবে বিনিয়োগকারীর নিজের আসল টাকা মুহূর্তের মধ্যে শূন্য হয়ে যেত**। দাম কমামাত্রই ব্রোকাররা তাৎক্ষণিক মার্জিন কল দিয়ে অতিরিক্ত নগদ টাকা দাবি করত। আর টাকা দিতে না পারলে ব্রোকার সাথে সাথে বাজারে শেয়ার বেঁচে দিত, যা শেয়ারের দাম আরও নামিয়ে দিয়ে এক অবিরাম পতনের শৃঙ্খল তৈরি করত।

Shakil Mahmud • Research Monograph

কালো বৃহস্পতিবার ও কালো মঙ্গলবার: হিসাব চুকানোর দিন

১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বরেই বাজারে ফাটল দেখা দিতে শুরু করেছিল। এরপর এলো সেই ভয়াল দিন: ২৪ অক্টোবর ১৯২৯—**কালো বৃহস্পতিবার (Black Thursday)**। বাজার খোলামাত্রই তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পাগলের মতো সবাই শেয়ার বিক্রি করতে থাকে; লেনদেনের চাপ এতটাই বেশি ছিল যে টিকার টেপ মেশিন কয়েক ঘণ্টা পিছিয়ে পড়ে। দুপুর হতে না হতেই শত শত কোটি ডলারের কাগজের সম্পদ বাতাসে মিলিয়ে যায়।

দুপুরে জে.পি. মর্গান অ্যান্ড কোম্পানির নেতৃত্বে ওয়াল স্ট্রিটের শীর্ষ ব্যাংকাররা রুদ্ধদ্বার বৈঠক করে বাজার বাঁচাতে কোটি কোটি ডলার ঢালার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সেই বাঁধ দিয়ে সাগরের জোয়ার ঠেকানো গেল না।

চূড়ান্ত আঘাতটি এলো পাঁচ দিন পর: **কালো মঙ্গলবার (Black Tuesday), ২৯ অক্টোবর ১৯২৯**। এক দিনে ১ কোটি ৬০ লক্ষেরও বেশি শেয়ার বাজারে ডাম্প করা হলো। বিনিয়োগ ট্রাস্টগুলো তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল; মাত্র এক দিনেই ১,৪০০ কোটি ডলারের সম্পদ উধাও হয়ে গেল। ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৩২ সালের জুলাইয়ের মধ্যে ডাও জোন্স সূচক ৩৮১ পয়েন্টের চূড়া থেকে আছড়ে পড়ে মাত্র ৪১ পয়েন্টে নেমে আসে—**টানা ৮৯.২% মহাধস**!

১৯৩০–১৯৩৩ সালের ব্যাংক ধস: মিল্টন ফ্রিডম্যানের অভিযোগ

শেয়ার বাজারের ধস একা হয়তো মহামন্দা তৈরি করতে পারত না; এটি অর্থনীতি সামলে নিতে পারত যদি ব্যাংকিং ব্যবস্থা অটুট থাকত। কিন্তু আসল ট্র্যাজেডি শুরু হলো যখন দেশের সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো একের পর এক ধ্বংস হতে লাগল।

১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে আমেরিকা তিনটি বিধ্বংসী **ব্যাংক রানের ঢেউয়ের** মুখোমুখি হয়:

ব্যাংক ধসের পর্যায়	অনুঘটক ও সংকটের কেন্দ্রবিন্দু	আর্থিক ক্ষতি ও ব্যাংক বন্ধের সংখ্যা
প্রথম ঢেউ (১৯৩০-এর শেষভাগ):	টেনেসি রাজ্যের ক্যাল্ডওয়েল অ্যান্ড কোং এবং নিউ ইয়র্কের ব্যাংক অব ইউনাইটেড স্টেটস ধস।	দুই মাসে ৬০০-এর বেশি ব্যাংক বন্ধ; মধ্য-পশ্চিমের কৃষি অঞ্চলে ঋণের তীব্র সংকট।
দ্বিতীয় ঢেউ (১৯৩১-এর বসন্ত):	ইউরোপীয় আর্থিক ধস (অস্ট্রিয়ার ক্রেডিটনস্টাল্ট এবং জার্মানির প্রধান ব্যাংকগুলোর পতন)।	১,০০০-এর বেশি ব্যাংক বন্ধ; ব্রিটেন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ত্যাগ করায় ফেড থেকে সোনা প্রত্যাহার।
তৃতীয় ঢেউ (১৯৩৩-এর শুরু):	রুজভেল্টের অভিষেকের প্রাক্কালে আস্থার চূড়ান্ত পতন; রাজ্যগুলোতে জরুরি ব্যাংক ছুটি।	৪,০০০-এর বেশি ব্যাংক চিরতরে ধ্বংস; সমগ্র দেশের আর্থিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

১৯৬৩ সালে প্রকাশিত তাঁদের বিখ্যাত গবেষণাকর্মে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ **মিল্টন ফ্রিডম্যান** এবং **অ্যানা শোয়ার্টজ** অকাট্য তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেন: **এই সংকট “মহামন্দা”-য় রূপ নিয়েছিল কারণ খোদ ফেডারেল রিজার্ভ অন্তিম ঋণদাতা হিসেবে তার দায়িত্ব পালনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছিল**।

অর্থমন্ত্রী অ্যান্ড্রু মেলনের ধ্বংসাত্মক নীতিতে বিভ্রান্ত হয়ে ফেড হাত গুটিয়ে বসে ছিল। মেলনের তত্ত্ব ছিল: *“শ্রমিকদের মরতে দাও, শেয়ার বাজার ধসতে দাও, কৃষকদের দেউলিয়া হতে দাও... এতে ব্যবস্থার সমস্ত পচা আবর্জনা পরিষ্কার হয়ে যাবে।”* এই নির্বুদ্ধিতার ফলে ফেডের নাকের ডগায় যখন নয় হাজার ব্যাংক দেউলিয়া হলো, তখন ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে আমেরিকার মোট অর্থের জোগান ((M_2)) অবিশ্বাস্যভাবে **এক-তৃতীয়াংশ (৩৩%) সংকুচিত হয়ে যায়**।

বাজারে টাকার অভাব দেখা দেওয়ায় জিনিসপত্রের দাম ২৫% পড়ে যায়। এর ফলে ঋণগ্রহীতাদের ঋণের আসল বোঝা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। প্রতি চারজন আমেরিকান শ্রমিকের একজন (২৫%) কর্মহীন হয়ে রাস্তায় নামল; খাদ্যশস্যের দাম না পেয়ে কৃষকরা রাস্তায় দুধ ঢেলে দিল; এবং জাতীয় জিডিপি অর্ধেক হয়ে গেল।

এফডিআরের বিপ্লব: ব্যাংক হলিডে, সোনা বাজেয়াপ্ত ও গ্লাস-স্টিগাল অ্যাক্ট

১৯৩৩ সালের ৪ মার্চ যখন ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পূর্ণ মৃতপ্রায়, তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন **ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট (FDR)**। শপথ নেওয়ার মাত্র ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে তিনি দেশজুড়ে চার দিনের **জাতীয় ব্যাংক ছুটি (National Bank Holiday)** ঘোষণা করে দেশের সমস্ত ব্যাংক বন্ধ করে দেন। সরকারি অডিটররা পরীক্ষা করে সচ্ছল ব্যাংকগুলোকে চিহ্নিত করলেন এবং ফেডের জরুরি তারল্য দিয়ে কেবল বিশ্বস্ত ব্যাংকগুলোকে খোলার অনুমতি দেওয়া হলো। ১২ মার্চ তাঁর প্রথম “ফায়ারসাইড চ্যাট” রেডিও ভাষণে রুজভেল্ট সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে বললেন: *“তোষকের নিচে টাকা লুকিয়ে রাখার চেয়ে পুনরায় খোলা ব্যাংকে টাকা রাখা অনেক বেশি নিরাপদ।”* মানুষ বিশ্বাস ফিরে পেল; ব্যাংকে টাকা জমা পড়া শুরু হলো।

পরবর্তী একশত দিনে রুজভেল্ট পুঁজিবাদের সবচেয়ে আমূল সংস্কার সাধন করেন:

- **এক্সিকিউটিভ অর্ডার ৬১০২ (এপ্রিল ১৯৩৩):** নাগরিকদের ব্যক্তিগতভাবে সোনার কয়েন, সোনার বার বা সোনার সার্টিফিকেট ঘরে রাখা বেআইনি ঘোষণা করা হয় এবং ২০.৬৭ ডলার দরে সমস্ত সোনা ফেডের কাছে জমা দিতে বাধ্য করা হয়। ১৯৩৪ সালে রুজভেল্ট ডলারের মান ৪১% অবমূল্যায়ন করে সোনার দাম নির্ধারণ করেন **প্রতি আউন্স ৩৫.০০ ডলার**।
- **গ্লাস-স্টিগাল ব্যাংকিং আইন (১৯৩৩):** সাধারণ মানুষের জমার বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ঝুঁকিপূর্ণ শেয়ার ব্যবসার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের মাঝে এক দুর্ভেদ্য আইনি প্রাচীর তুলে দেওয়া হয়।
- **এফডিআইসি (FDIC) প্রতিষ্ঠা:** ফেডারেল ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করে সাধারণ মানুষের ব্যাংক জমার ওপর সরকারের ১০০% গ্যারান্টি দেওয়া হয়। এর ফলে আমেরিকার ইতিহাস থেকে চিরতরে ব্যাংক রানের আতঙ্ক মুছে যায়।
- **এসইসি (SEC) গঠন (১৯৩৪):** সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন গঠন করে শেয়ার বাজারে স্বচ্ছতা বাধ্যতামূলক করা হয়, ইনসাইডার ট্রেডিং নিষিদ্ধ করা হয় এবং মার্জিন ঋণের সীমা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

উপসংহার: পুঁজিবাদের নবজন্ম

মহামন্দা মুক্তবাজার অর্থনীতির সেই আদিম বিশ্বাস ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল যে আর্থিক বাজার নিজে নিজেই ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে। এটি প্রমাণ করেছিল যে অনিয়ন্ত্রিত ফাটকাবাজি এবং ব্যাংকের পতন সমগ্র সভ্যতাকে অন্ধকারের খাদে ফেলে দিতে পারে। ১৯২৯ সালের ছাই থেকেই জন্ম নিয়েছিল রাষ্ট্র-নিশ্চিত আধুনিক পুঁজিবাদ—যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তারল্য, সরকারি আমানত বীমা এবং কঠোর আইনি নজরদারি পরবর্তী তিন প্রজন্ম ধরে পশ্চিমা অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রেখেছিল।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "উত্তাল বিশের দশক ও মহামন্দা — ১৯২৯ সালের ওয়াল স্ট্রিট ধস এবং ব্যাংক বিপর্যয়"। অর্থ ও বাণিজ্যের ইতিহাস, খণ্ড ১৫। https://shakilmahmud.com/bn/evolution-of-money-part-15-roaring-twenties-great-depression-1929-crash-bank-failures-bn/

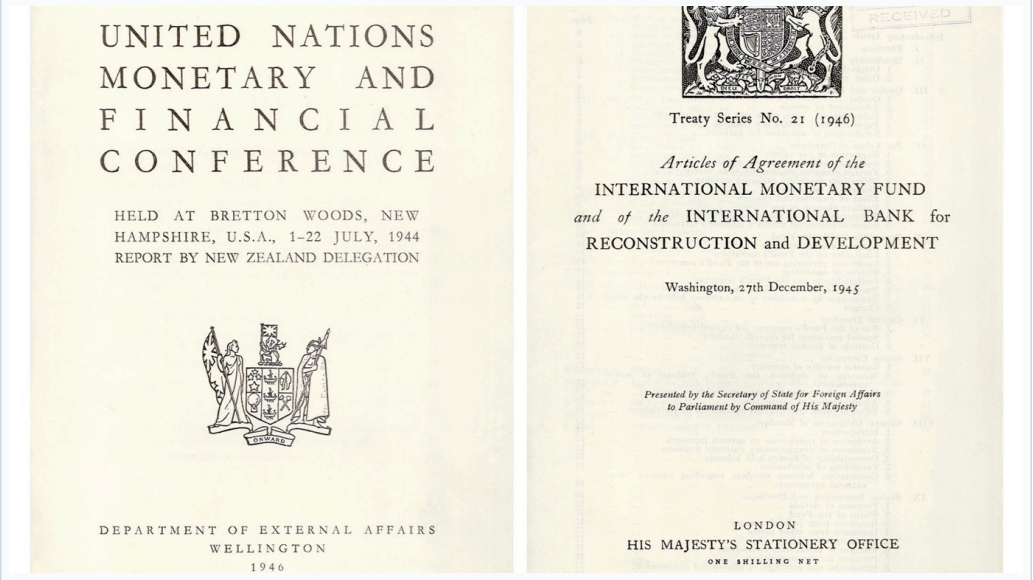
Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • ষোড়শ খণ্ড

ব্রেটন উডস সম্মেলন (১৯৪৪) — ডলারের বৈশ্বিক আধিপত্য এবং আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠা

ব্রেটন উডস সম্মেলন (১৯৪৪) — ডলারের বৈশ্বিক আধিপত্য এবং আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠা

1,032 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১৬: *১৯৪৪ সালের ব্রেটন উডস সম্মেলন: মার্কিন ডলারকে বৈশ্বিক মুদ্রার কেন্দ্রে রেখে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের প্রতিষ্ঠা।*

১৯৪৪ সালের জুলাইয়ের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে যখন মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা নরম্যান্ডির সৈকতে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে লিপ্ত এবং সোভিয়েত লাল ফৌজ পূর্ব ইউরোপে নাৎসি বাহিনীকে চূর্ণবিচূর্ণ করে এগিয়ে চলেছে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার রাজ্যের প্রত্যন্ত পাহাড়ের কোলে অবস্থিত **মাউন্ট ওয়াশিংটন হোটেলের** সুদৃশ্য বলরুমে ৪৪টি দেশের ৭৩০ জন প্রতিনিধি সমবেত হন। এই ঐতিহাসিক সম্মেলনটি পরিচিত **ব্রেটন উডস সম্মেলন (Bretton Woods Conference)** নামে। এই প্রতিনিধিরা কোনো সামরিক রণকৌশল নির্ধারণের জন্য জড়ো হননি; তাঁদের লক্ষ্য ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর এক সম্পূর্ণ নতুন অর্থনৈতিক ও আর্থিক রূপরেখা তৈরি করা—যাতে ১৯৩০-এর দশকের সেই বিধ্বংসী বাণিজ্য যুদ্ধ, চরম জাতীয়তাবাদ এবং মুদ্রার অবমূল্যায়নের প্রতিযোগিতা আর কখনোই ফিরে না আসে।

তিন সপ্তাহব্যাপী এই সম্মেলনে রচিত হয়েছিল মানব ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূ-রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দ্বৈরথ: পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ **জন মেনার্ড কেইনস** (যিনি দেউলিয়া কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধে বলীয়ান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন) এবং মার্কিন অর্থ দপ্তরের প্রধান আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবিদ **হ্যারি ডেক্সটার হোয়াইট**-এর লড়াই। এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের মধ্য দিয়েই জন্ম নেয় **ব্রেটন উডস চুক্তি**—যা মার্কিন ডলারকে প্রতি আউন্স সোনার বিপরীতে ৩৫ ডলারের স্থায়ী সমমূল্যে বিশ্বের **একক আন্তর্জাতিক রিজার্ভ কারেন্সিতে** পরিণত করে এবং বিশ্বায়নের দুই স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক অভিভাবক—**আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)** এবং **বিশ্বব্যাংক (World Bank)**-এর প্রতিষ্ঠা করে।

পেছনের ইতিহাস: বাণিজ্য যুদ্ধ ও চরম অর্থনৈতিক সংকট

ব্রেটন উডসের প্রতিনিধিদের স্মৃতিতে তাজা ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী বিশ বছরের চরম নৈরাজ্য। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যখন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বাতিল করা হয়, তখন ইউরোপের দেশগুলো আত্মঘাতী মুদ্রাযুদ্ধে মেতে উঠেছিল:

- **মুদ্রা অবমূল্যায়নের প্রতিযোগিতা:** প্রতিটি দেশ নিজ দেশের পণ্য বিদেশে সস্তায় বিক্রি করতে এবং বেকারত্ব অন্য দেশে চালান করতে নিজেদের মুদ্রার মান জোর করে কমিয়ে দিত—অর্থনীতিতে এই আগ্রাসী নীতিকে বলা হয় **"বেগার-দাই-নেইবার" (Beggar-thy-neighbour)**।
- **বাণিজ্য অবরোধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা:** নাৎসি জার্মানি দ্বিপাক্ষিক ক্লিয়ারিং চুক্তির মাধ্যমে পূর্ব ইউরোপের ছোট ছোট দেশকে নিজেদের অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত করেছিল।
- **সাম্রাজ্যবাদী শুল্ক প্রাচীর:** ১৯৩২ সালে অটোয়া সম্মেলনে ব্রিটেন তার বিশাল সাম্রাজ্য জুড়ে এমন উচ্চ শুল্ক প্রাচীর তুলে দিয়েছিল যাতে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতে বাইরের কোনো দেশের পণ্য ঢুকতে না পারে।

এর ফল হয়েছিল ভয়াবহ: ১৯২৯ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে বৈশ্বিক বাণিজ্যের মোট পরিমাণ **৬৬% (দুই-তৃতীয়াংশ)** সংকুচিত হয়ে যায়। ব্রেটন উডসের পরিকল্পনাবিদরা বুঝতে পেরেছিলেন যে এই অর্থনৈতিক স্বৈরতন্ত্র ও মুদ্রার নৈরাজ্যই মূলত হিটলারের মতো ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছিল। বিশ্বকে বাঁচাতে হলে এমন এক ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যা বিনিময় হারকে স্থিতিশীল রাখবে এবং দেশগুলোকে অবাধ বাণিজ্যে যুক্ত করবে।

কেইনস বনাম হোয়াইট: ব্যানকোর বনাম ডলারের লড়াই

সম্মেলনটি মূলত কেইনস এবং হোয়াইটের মধ্যকার দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দর্শনের বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে রূপ নেয়:

আর্থিক কাঠামোর উপাদান	কেইনসের পরিকল্পনা (ব্রিটিশ প্রস্তাব)	হোয়াইটের পরিকল্পনা (আমেরিকান বাস্তবতা)
কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান:	**ইন্টারন্যাশনাল ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (ICU):** এক আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঋণ দেবে।	**স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড (IMF):** সদস্য দেশগুলোর চাঁদা নিয়ে গঠিত নিয়ন্ত্রিত জরুরি তহবিল।
বৈশ্বিক রিজার্ভ কারেন্সি:	**ব্যানকোর (Bancor):** কোনো নির্দিষ্ট দেশের নয়, বরং একটি স্বাধীন কাল্পনিক আন্তর্জাতিক মুদ্রা।	**মার্কিন ডলার:** যা সরাসরি সোনার সাথে যুক্ত থাকবে এবং অন্য মুদ্রা ডলারের সাথে যুক্ত থাকবে।
বাণিজ্য ভারসাম্য রক্ষা:	**উভয়মুখী দায়:** যেসব দেশ অতিরিক্ত বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত (যেমন তৎকালীন আমেরিকা) জমিয়ে রাখবে, তাদের ওপর জরিমানা ধার্য হবে।	**একমুখী চাপ:** সমস্ত বাজেট কাটছাঁট ও কৃচ্ছ্রতার বোঝা কেবল বাণিজ্য ঘাটতিতে থাকা ঋণগ্রস্ত দেশের ঘাড়ে চাপবে।
তহবিলের আকার:	যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে প্রায় **২,৬০০ কোটি ডলারের** বিশাল স্বয়ংক্রিয় ক্রেডিট কোটা।	আমেরিকার দায়বদ্ধতা কমাতে কঠোরভাবে নির্ধারিত **৮৮০ কোটি ডলারের** সীমিত তহবিল।

কেইনস এক অসাধারণ দূরদর্শিতা দিয়ে তাঁর **ব্যানকোর (Bancor)** মুদ্রার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কোনো একক জাতীয় মুদ্রা (যেমন মার্কিন ডলার) যদি বিশ্ববাণিজ্যের প্রধান মাধ্যম হয়, তবে সেই দেশকে সারা পৃথিবীতে নগদ টাকার জোগান দেওয়ার জন্য ক্রমাগত বাণিজ্য ঘাটতি টানতে হবে—যা পরবর্তীতে তার সোনার মজুদের বিশ্বাসযোগ্যতা ধ্বংস করে দেবে (যা পরবর্তীতে *ট্রিফিন ডাইলেমা* নামে পরিচিত হয়)।

কেইনস চেয়েছিলেন আমেরিকা যাতে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী না হয়। কিন্তু বাস্তব রাজনীতির কাছে অর্থনীতি হার মানল। ১৯৪৪ সালে আমেরিকার হাতে ছিল পৃথিবীর **শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশি স্বর্ণভাণ্ডার** (ফোর্ট নক্সে রক্ষিত বিশ হাজার টনেরও বেশি খাঁটি সোনা)। অন্যদিকে ব্রিটেন ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত, ঋণে জর্জরিত এবং রুটির জন্য আমেরিকার সাহায্যের মুখাপেক্ষী। হ্যারি ডেক্সটার হোয়াইট কেইনসের ব্যানকোর প্রস্তাব টেবিল থেকে ছুড়ে ফেলে দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন: ডলারই সোনা, সোনাই ডলার। আমেরিকা নিজের শর্তেই বিশ্ব পরিচালনা করবে।

ব্রেটন উডস কাঠামো: ডলার-গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড

১৯৪৪ সালের ২২ জুলাই স্বাক্ষরিত চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় **ডলার-গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড**। এই ব্যবস্থাটি দুটি স্তরে বিভক্ত ছিল:

$$text১মস্তর :textমার্কিনডলারসরাসরিসোনারসাথেযুক্ত :১textআউন্সসোনা = ৩৫.০০textমার্কিনডলার$$

' in math mode at position 94: ...ext{মুদ্রা}_i}{ text{ ডলার}} p..." style="color:#cc0000">text{২য় স্তর: } text{অন্য সমস্ত দেশের মুদ্রা ডলারের সাথে যুক্ত: } e_i = frac{text{মুদ্রা}_i}{$ text{ ডলার}} pm ১%

1. মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিশ্রুতি দিল যে বিদেশি কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো যখনই চাইবে, তারা প্রতি আউন্স সোনার বিনিময়ে **৩৫ ডলার** দিয়ে খাঁটি সোনা ফেরত পাবে।
2. বাকি ৪৩টি সদস্য দেশ তাদের নিজস্ব মুদ্রার মান মার্কিন ডলারের সাথে নির্দিষ্ট অনুপাতে বেঁধে দিল এবং বাজারে বিনিময় হার **(pm ১%)** সীমার মধ্যে ধরে রাখতে বাধ্য থাকল।
3. বিনিময় হার ছিল **"স্থির কিন্তু পরিবর্তনযোগ্য"**: কোনো দেশ যদি বড় ধরনের স্থায়ী অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতায় পড়ত, তবে তারা আইএমএফের অনুমতি নিয়ে সামান্য অবমূল্যায়ন করতে পারত।
4. ফাটকাবাজির গরম টাকা যাতে এক দেশ থেকে অন্য দেশে হুট করে ঢুকে জাতীয় অর্থনীতি ধ্বংস না করতে পারে, সেজন্য দেশগুলোকে **পুঁজি নিয়ন্ত্রণ (Capital Controls)** করার আইনগত অধিকার দেওয়া হলো।

যমজ অভিভাবক: আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংক

এই নতুন আর্থিক সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য ওয়াশিংটন ডিসিতে দুটি স্থায়ী বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হলো:

- **আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF):** এর কাজ ছিল সদস্য দেশগুলোর সাময়িক বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতে জরুরি ঋণ দেওয়া, যাতে দেশগুলো দেউলিয়া না হয়ে কিংবা ক্ষতিকর অবমূল্যায়ন না করে অর্থনীতি স্থিতিশীল রাখতে পারে। চাঁদার পরিমাণের ওপর ভোটিং ক্ষমতা থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাই আইএমএফের যে কোনো সিদ্ধান্তে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা নিজের হাতে রাখে।
- **বিশ্বব্যাংক (IBRD):** এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত ইউরোপ ও এশিয়ার রাস্তাঘাট, সেতু ও বিদ্যুৎ অবকাঠামো পুনর্গঠন করা। পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালে ইউরোপের জন্য মার্শাল প্ল্যান চালু হলে বিশ্বব্যাংক উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোর দীর্ঘমেয়াদী অবকাঠামো ও দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে নিয়োজিত হয়।

উপসংহার: যুদ্ধোত্তর সোনালী অধ্যায়

ব্রেটন উডস সম্মেলন তার মূল উদ্দেশ্য পূরণে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিল। মুদ্রার এই স্থায়ী স্থিতিশীলতার হাত ধরেই মানব ইতিহাসের দীর্ঘতম ও সমৃদ্ধতম প্রবৃদ্ধির যুগ শুরু হয়েছিল—পশ্চিম ইউরোপে যা পরিচিত **পুঁজিবাদের সোনালী যুগ** (ফ্রান্সে *লে ত্রঁত গ্লোরিয়োজ* বা গৌরবময় ত্রিশ বছর, ১৯৪৫–১৯৭৫) নামে। বিশ্ববাণিজ্য প্রতি বছর গড়ে ৮% হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল, কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্য থেকে উঠে মধ্যবিত্তে পরিণত হয়েছিল এবং বেকারত্ব প্রায় শূন্যে নেমে এসেছিল।

কিন্তু এই আপাতদৃষ্টিতে নিখুঁত ব্যবস্থার ভেতরেই টিকটিক করছিল কেইনসের সেই ভবিষ্যৎবাণীর টাইমবোমা: মার্কিন ডলার একটি জাতীয় মুদ্রা হয়েও বৈশ্বিক রিজার্ভের বোঝা বইছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ ও জাপান যখন পুনর্গঠিত হয়ে বিশাল রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হলো, তখন তাদের হাতে জমতে শুরু করল কোটি কোটি কাগজের ডলার—যার বিপরীতে ফোর্ট নক্সের ভল্টে রাখা সোনা ক্রমেই অপর্যাপ্ত হয়ে উঠছিল।

Shakil Mahmud • Research Monograph

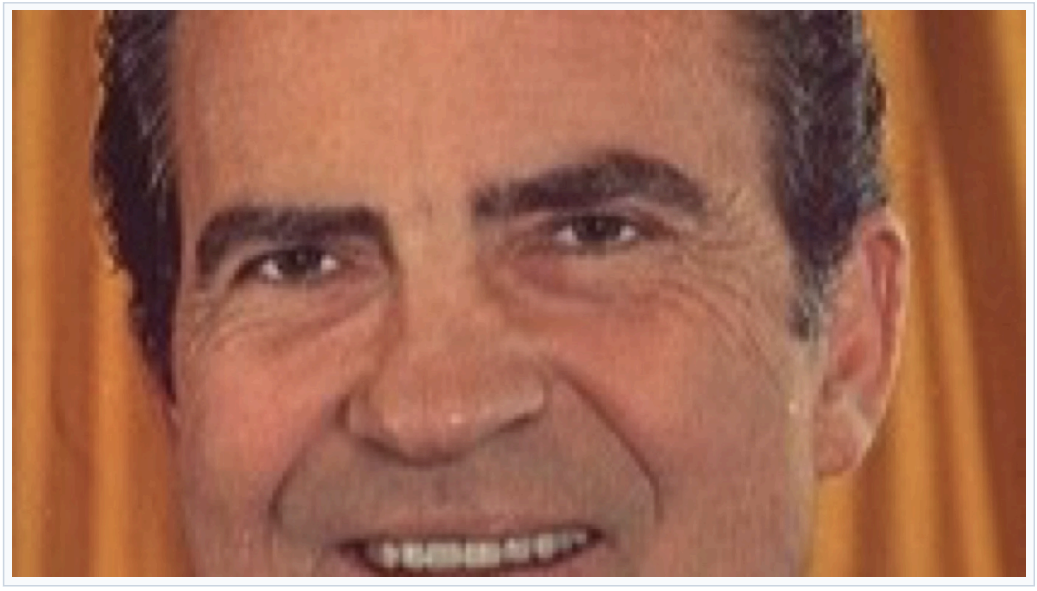
সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "ব্রেটন উডস সম্মেলন (১৯৪৪) — ডলারের বৈশ্বিক আধিপত্য এবং আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠা"। অর্থ ও বাণিজ্যের ইতিহাস, খণ্ড ১৬।
https://shakilmahmud.com/bn/evolution-of-money-part-16-bretton-woods-agreement-dollar-hegemon-imf-world-bank-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • সপ্তদশ খণ্ড

১৯৭১ সালের নিক্সন শক: স্বর্ণমান বিলুপ্তি ও ফিয়াট মুদ্রার বৈশ্বিক যুগ

১৯৭১ সালের নিক্সন শক: স্বর্ণমান বিলুপ্তি ও ফিয়াট মুদ্রার বৈশ্বিক যুগ

839 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১৭: *১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন: ডলারের সাথে সোনার বিনিময়যোগ্যতা বাতিল করে বৈশ্বিক ফিয়াট মুদ্রার সূচনা।*

১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট, এক শান্ত রবিবার সন্ধ্যায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ওভাল অফিস থেকে জাতির উদ্দেশ্যে এক জরুরি অর্থনৈতিক ভাষণ দেন। সেই ভাষণে মূল্য ও মজুরি নিয়ন্ত্রণের ঘোষণার আড়ালে ছিল আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে বৈপ্লবিক আর্থিক সিদ্ধান্ত: বিদেশি কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর জন্য মার্কিন ডলারের বিনিময়ে ভল্ট থেকে সোনা উত্তোলনের অধিকার অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা। ইতিহাসে এটি **নিক্সন শক (Nixon Shock)** নামে পরিচিত। এই ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতি থেকে কয়েক হাজার বছরের ধাতব নোঙর চিরতরে ছিন্ন হয় এবং মানবজাতি প্রবেশ করে বিশুদ্ধ ফিয়াট (Fiat) মুদ্রার যুগে।

হেজিমোনিক বৈপরীত্য: রবার্ট ট্রিফিনের অনিবার্য কূটাভাস

১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্রেটন উডস ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি ছিল বেলজিয়ান অর্থনীতিবিদ রবার্ট ট্রিফিনের নামাঙ্কিত **ট্রিফিন প্যারাডক্স (Triffin's Dilemma)**। তিনি ১৯৬০ সালে প্রমাণ করেছিলেন যে, আন্তর্জাতিক রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে মার্কিন ডলারের অবস্থান একটি গাণিতিক আত্মঘাতী চক্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যুদ্ধোত্তর বিশ্ব বাণিজ্যের প্রসারের জন্য অন্যান্য দেশের প্রচুর ডলার তারল্য প্রয়োজন ছিল, যা কেবল তখনই সম্ভব যখন যুক্তরাষ্ট্র ধারাবাহিক ব্যালেন্স-অব-পেমেন্টস ঘাটতিতে (Deficit) থাকবে।

কিন্তু ঘাটতির মাধ্যমে বিশ্ববাজারে ডলারের পরিমাণ যত বাড়তে থাকে, ফোর্ট নক্স এবং নিউ ইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের মাটির নিচের ভল্টে সংরক্ষিত সোনার পরিমাণের সাথে তার অসামঞ্জস্য তত প্রকট হতে থাকে। প্রতি আউন্স সোনার আনুষ্ঠানিক মূল্য ধার্য ছিল ৩৫ ডলার:

$$\lim_{t \to \infty} \frac{D_{\text{offshore}}(t)}{G_{\text{reserves}} \cdot P_{\text{gold}}} > 1$$

১৯৬০-এর দশকের শেষভাগে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিপুল ব্যয় এবং প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসনের 'গ্রেট সোসাইটি' সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পগুলোর ফলে ডলার ছাপানোর হার বহুগুণ বেড়ে যায়। বিদেশে জমা থাকা ডলারের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলারে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সোনার মজুদ নেমে আসে মাত্র ১০ বিলিয়ন ডলারে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট শার্ল দ্য গল প্রকাশ্যে এই ডলার রাজত্বের বিরোধিতা করেন এবং নিউ ইয়র্কের বন্দরে ফরাসি যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে তাদের সঞ্চিত ডলার ভাঙিয়ে ফিজিক্যাল সোনার বার প্যারিসে ফেরত নিয়ে যান।

ক্যাম্প ডেভিড ও সোনার বন্ধনমুক্তি

১৯৭১ সালের ১৩ থেকে ১৫ আগস্ট ম্যারিল্যান্ডের ক্যাম্প ডেভিড অবকাশ যাপন কেন্দ্রে নিক্সন তার শীর্ষ উপদেষ্টাদের নিয়ে অত্যন্ত গোপন বৈঠক করেন। সেখানে ট্রেজারি সেক্রেটারি জন কনালি, ফেড প্রধান আর্থার বার্নস এবং পল ভলকার উপস্থিত ছিলেন। তারা স্পষ্ট বুঝতে পারেন, পশ্চিম জার্মানি বা ব্যাংক অব ইংল্যান্ড যদি একসাথে তাদের ডলার সোনার জন্য দাবি করে, তবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সোনার ভাণ্ডার শূন্য হয়ে যাবে। ফলে নিক্সন একতরফাভাবে স্বর্ণমান বাতিলের সিদ্ধান্ত নেন।

> *"আমাদের এক হাত পেছনে বাঁধা রেখে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় শেষ... আমি অর্থমন্ত্রী কনালিকে নির্দেশ দিয়েছি ডলার থেকে সোনা রূপান্তরের ব্যবস্থা সাময়িকভাবে স্থগিত করতে, যাতে মুদ্রা ব্যবস্থা স্থিতিশীল থাকে এবং আমেরিকান জনগণের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়।"*
> *— প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন, টেলিভিশন ভাষণ, ১৫ আগস্ট ১৯৭১*

Shakil Mahmud • Research Monograph

এই “সাময়িক” পদক্ষেপ আর কখনোই প্রত্যাহার করা হয়নি। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের স্মিথসোনিয়ান চুক্তিতে ডলারকে সাময়িক পুনর্মূল্যায়ন করা হলেও তা ধোপে টেকেনি। ১৯৭৩ সালের মার্চ নাগাদ স্থির বিনিময় হারের ব্রেটন উডস ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে এবং জন্ম নেয় আন্তর্জাতিক মুক্ত ভাসমান মুদ্রা ব্যবস্থা (Floating Exchange Rates)।

ফিয়াট মুদ্রার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক চালিকাশক্তি

লাতিন শব্দ *ফিয়াট* অর্থ “এমনটি ঘটুক” বা “হুকুম জারি করা”। আধুনিক ফিয়াট মুদ্রার নিজস্ব কোনো অন্তর্নিহিত ধাতব মূল্য নেই; এটি সোনা বা রুপা দ্বারা সমর্থিত নয়। এর কার্যকারিতা নির্ভর করে তিনটি স্তম্ভের ওপর:

1. **সার্বভৌম আইনি স্বীকৃতি (Legal Tender):** রাষ্ট্র আইন দ্বারা ঘোষণা করে যে দেশের প্রতিটি লেনদেন ও দেনা পরিশোধে এই মুদ্রা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক।
2. **কর পরিশোধের একচ্ছত্র মাধ্যম:** রাষ্ট্রের নাগরিক ও কর্পোরেশনগুলোকে তাদের কর পরিশোধ করতে হয় রাষ্ট্রের নিজস্ব মুদ্রায়। এটি মুদ্রার সার্বজনীন ও অবিরাম অভ্যন্তরীণ চাহিদা সৃষ্টি করে।
3. **কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও শাসনব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা:** দেশের উৎপাদনশীল অর্থনীতি, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুশাসন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর নাগরিকদের সম্মিলিত বিশ্বাস।

সোনা তোলার বাধ্যবাধকতা বিলুপ্ত হওয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সীমাহীন ঋণ ও তারল্য সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করে। এর প্রথম ভয়াবহ রূপ দেখা দেয় ১৯৭০-এর দশকের ‘গ্রেট ইনফ্লেশন’-এ, যেখানে জ্বালানি সংকট ও অতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতি মিলে ভয়াবহ স্থবিরতা (Stagflation) সৃষ্টি করে। অবশেষে ১৯৮১ সালে ফেড চেয়ারম্যান পল ভলকার সুদের হার ২০%-এ উন্নীত করে চরম ব্যথায় সেই মুদ্রাস্ফীতি থামান।

পেট্রোডলার সমঝোতা ও মার্কিন আধিপত্যের নতুন সমীকরণ

স্বর্ণমান হারানোর পর বিশ্বমঞ্চে ডলারের একচ্ছত্র আধিপত্য ধরে রাখতে মার্কিন কূটনীতি এক অনন্য কৌশল গ্রহণ করে, যা **পেট্রোডলার ব্যবস্থা** নামে খ্যাত। ১৯৭৪ সালে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার সৌদি রাজপরিবারের সাথে এক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক গোপন চুক্তি করেন। সৌদি আরব সম্মত হয় যে তাদের তেল রপ্তানির একমাত্র মূল্য পরিশোধিত হবে মার্কিন ডলারে, এবং উদ্বৃত্ত অর্থ তারা মার্কিন ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগ করবে। বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র সৌদি রাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ সামরিক ও ভূরাজনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

যেহেতু জ্বালানি তেল ছাড়া কোনো আধুনিক রাষ্ট্র বা শিল্প চলতে পারে না, তাই বিশ্বের প্রতিটি দেশকে তেল কেনার জন্য বাধ্য হয়ে বিশাল মার্কিন ডলারের রিজার্ভ গড়ে তুলতে হয়। এর ফলে সৃষ্টি হয় ফরাসি অর্থমন্ত্রী ভ্যালেরি জিসকার্দ দ্য’এস্তাঁর ভাষায় *“এক্সঅরবিট্যান্ট প্রিভিলেজ”* বা চরম সুযোগ—যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র কেবল কাগজ ছাপিয়ে পৃথিবীর তাবৎ প্রকৃত পণ্য ও সেবা ভোগ করার একচ্ছত্র ক্ষমতা অর্জন করে।

মুদ্রা কাঠামো	মূল ভিত্তি / নোঙর	বিনিময় হার	মুদ্রা প্রসারণের সীমা	পতনের প্রধান কারণ
চিরায়ত স্বর্ণমান (১৮৭০–১৯১৪)	ভল্টে থাকা ফিজিক্যাল সোনা	স্থির পারমাণবিক অনুপাত	খনির সোনার উৎপাদন ক্ষমতা	যুদ্ধকালীন ব্যয় ও তারল্য সংকট
ব্রেটন উডস (১৯৪৪–১৯৭১)	স্বর্ণ-সমর্থিত ডলার ($৩৫/আউন্স)	নিয়ন্ত্রিত স্থির পেগ	মার্কিন সোনার মজুদ	ট্রিফিন প্যারাডক্স ও আস্থার সংকট
ভাসমান ফিয়াট মুদ্রা (১৯৭১–বর্তমান)	রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও কর	মুক্ত বাজার কর্তৃক নির্ধারিত	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিগত সিদ্ধান্ত	অনিয়ন্ত্রিত ঋণ সৃষ্টি ও চরম মুদ্রাস্ফীতি

১৯৭১ সালের নিক্সন শক মুদ্রা ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককে চিরতরে রূপান্তর করে। অর্থ একটি পরিমিত প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে রূপান্তরিত হয় একটি বিমূর্ত, রাজনৈতিক ও গাণিতিক ঋণযন্ত্রে—যা আজকের জটিল আর্থিক ব্যবস্থা ও পুঁজির অবাধ বিশ্বায়নের পথ উন্মুক্ত করেছিল।

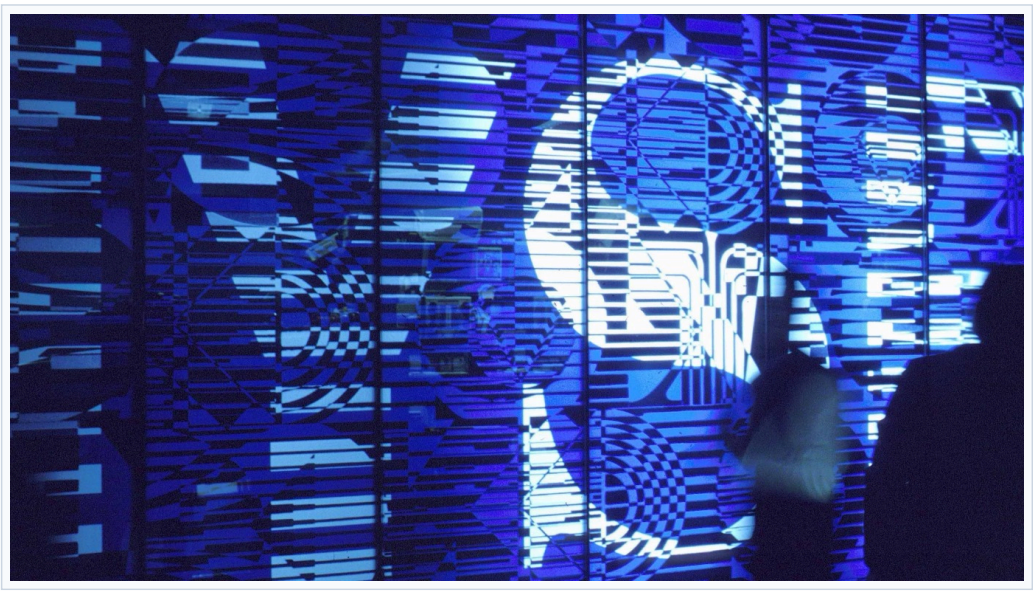
সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "১৯৭১ সালের নিক্সন শক: স্বর্ণমান বিলুপ্তি ও ফিয়াট মুদ্রার বৈশ্বিক যুগ"। অর্থ ও বাণিজ্যের ইতিহাস, খণ্ড ১৭। https://shakilmahmud.com/bn/evolution-of-money-part-17-nixon-shock-1971-end-gold-standard-fiat-currency-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • অষ্টাদশ খণ্ড

১৯৯৭ সালের এশীয় অর্থনৈতিক সংকট ও পেট্রোডলার: পুঁজি নিষ্ক্রমণ এবং বৈশ্বিক সোয়াপ লাইন

১৯৯৭ সালের এশীয় অর্থনৈতিক সংকট ও পেট্রোডলার: পুঁজি নিষ্ক্রমণ এবং বৈশ্বিক সোয়াপ লাইন

822 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১৮: *আধুনিক স্টক এক্সচেঞ্জের ট্রেডিং ফ্লোর: বিশ্বায়িত মুদ্রা বাজার, দ্রুতগতির মূলধন ও আর্থিক সংকটের রঙ্গমঞ্চ।*

১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে থাই বাতের ওপর একটি আকস্মিক আন্তর্জাতিক ফাটকাবাজি আক্রমণ “এশীয় অর্থনৈতিক মিরাকল”-এর অহংকার ধূলিসাৎ করে দেয়। কয়েক মাসের ব্যবধানে সেই মুদ্রার ধস দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনে। ইতিহাসে এটি **১৯৯৭ সালের এশীয় অর্থনৈতিক সংকট (Asian Financial Crisis)** নামে কুখ্যাত। অবাধ আন্তর্জাতিক পুঁজি চলাচলের মধ্যে ডলারের সাথে কৃত্রিমভাবে মুদ্রা পেগ করে রাখার মারাত্মক পরিণতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এই বিপর্যয়। এই সংকট থেকেই জন্ম নেয় আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর ট্রিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ জমানো এবং দ্বিপাক্ষিক কারেন্সি সোয়াপ ব্যবস্থার সংস্কৃতি।

মুন্ডেল-ফ্লেমিং ট্রাইলেমা: অর্থনীতির অসম্ভব ত্রয়ী

১৯৯৭ সালের সংকটের মূলে ছিল নোবেলজয়ী রবার্ট মুন্ডেল ও মার্কাস ফ্লেমিংয়ের বিখ্যাত উন্মুক্ত সামষ্টিক অর্থনীতির উপপাদ্য: **ইম্পসিবল ট্রিনিটি (The Impossible Trinity)** বা অর্থনীতির অসম্ভব ত্রয়ী। এই তত্ত্বানুসারে, কোনো স্বাধীন দেশ একসাথে নিচের তিনটি অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারে না:

1. **স্থির মুদ্রা বিনিময় হার (Fixed Exchange Rate):** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মুদ্রার অস্থিরতা দূর করা।
2. **মুক্ত মূলধনী হিসাব (Free Capital Mobility):** পুঁজির অবাধ বহির্গমন ও আগমনের স্বাধীনতা।
3. **স্বাধীন অভ্যন্তরীণ মুদ্রানীতি (Sovereign Monetary Policy):** দেশের অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থান ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুদের হার ইচ্ছামতো নির্ধারণের স্বাধীনতা।

[text{Target Count} le 2 quad text{from} quad {text{Fixed FX}, text{Open Capital Account}, text{Autonomous Rate}}]
১৯৯০-এর দশকের শুরুতে “এশিয়ান টাইগার” দেশগুলো দ্রুত শিল্পায়নে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিদেশি সস্তা ঋণ আকৃষ্ট করতে তারা জাতীয় মুদ্রাকে মার্কিন ডলারের সাথে নির্দিষ্ট হারে বেঁধে রাখে এবং মূলধনী বাজার উন্মুক্ত করে দেয়। ফলে স্থানীয় ব্যাংক ও শিল্পগোষ্ঠীগুলো মাত্র ৪% সুদে স্বল্পমেয়াদী ডলার ঋণ এনে তা ১২% স্থানীয় মুনাফার দীর্ঘমেয়াদী রিয়েল এস্টেট ও কারখানায় বিনিয়োগ করতে শুরু করে। তৈরি হয় চরম ‘কারেন্সি ও ম্যাচিউরিটি মিসম্যাচ’।

জর্জ সোরোস এবং থাই বাতের ওপর স্পেকুলেটিভ অ্যাটাক

১৯৯০-এর মাঝামাঝি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি থামাতে ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার বাড়াতে শুরু করলে বৈশ্বিক বাজারে ডলার শক্তিশালী হয়। ডলারের সাথে পেগ থাকার কারণে থাইল্যান্ড, কোরিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার তৈরি পণ্যের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে বেড়ে যায় এবং জাপানি ও চীনা পণ্যের কাছে তাদের রপ্তানি মার খেতে থাকে। দেশগুলোর চলতি হিসাবের ঘাটতি (Current Account Deficit) বিপজ্জনক রূপ নেয়।

জর্জ সোরোসের কোয়ান্টাম ফান্ড এবং অন্যান্য গ্লোবাল ম্যাক্রো হেজ ফান্ডগুলো বুঝতে পারে যে থাইল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে ডলারের বিপরীতে ২৫ বাতের পেগ ধরে রাখার মতো পর্যাপ্ত আসল রিজার্ভ নেই। তারা ব্যাংক থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন বাত ঋণ নিয়ে তা ফিউচার মার্কেটে ডলারের বিপরীতে বিক্রি (Short Sell) করতে শুরু করে:

Shakil Mahmud • Research Monograph

[text{Speculative Profit} = Delta text{FX} cdot V_{text{short}} – text{Carry Costs}]

বিনিময় হার রক্ষা করতে থাইল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ভল্টের প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলার পুড়িয়ে ফেলে। অবশেষে ১৯৯৭ সালের ২ জুলাই তাদের রিজার্ভ নিঃশেষ হয়ে গেলে তারা বাতকে বাজারে ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হয়। বাত এক রাতের মধ্যে ৫০%-এর বেশি অবমূল্যায়িত হয়। আতঙ্কিত বিদেশি ঋণদাতারা স্বল্পমেয়াদী ঋণ নবায়ন বন্ধ করে দিলে গোটা অঞ্চলে দেউলিয়াত্বের মহোৎসব শুরু হয়।

আইএমএফের তিক্ত প্রেসক্রিপশন ও সামাজিক বিস্ফোরণ

সার্বভৌম দেউলিয়াত্ব এড়াতে থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) কাছ থেকে ১১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি জরুরি ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু আইএমএফ এর বিনিময়ে যে কঠোর শর্ত চাপিয়ে দেয়, তা ছিল মারাত্মক সংকোচনমূলক:

- বিনিময় হার রক্ষা করার নামে সুদের হার একলাফে ৩০%-এর উপরে তুলে দেওয়া।
- সরকারি ব্যয় ও কল্যাণমূলক খাতে চরম কাটছাঁট এবং খাদ্য ও জ্বালানি ভর্তুকি বাতিল।
- স্থানীয় ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া এবং দেউলিয়া স্থানীয় সম্পদ বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির কাছে পানির দরে বিক্রি করার অনুমতি দেওয়া।

এই শর্তগুলো সংকট কমানোর বদলে সুস্থ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকেও দেউলিয়া করে দেয়। ইন্দোনেশিয়ায় রুপিয়ার মান ৮৫% ধসে পড়ে, যার ফলে দেশজুড়ে খাদ্য দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে এবং দীর্ঘ ৩২ বছরের স্বৈরশাসক জেনারেল সুহার্তোর পতন ঘটে। দক্ষিণ কোরিয়ায় সাধারণ নাগরিকরা রাস্তায় দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে নিজেদের গলার সোনার চেইন ও বিয়ের আংটি সরকারের ভল্টে জমা দেন জাতীয় ঋণ পরিশোধের জন্য।

সংকটের শিক্ষা: রিজার্ভের দুর্গ ও কারেন্সি সোয়াপ লাইন

১৯৯৭ সালের অভিজ্ঞতা বিশ্ব অর্থনৈতিক ভূরাজনীতিকে চিরতরে বদলে দেয়। আইএমএফের অপমানজনক হস্তক্ষেপের তিক্ত স্বাদ পাওয়ার পর এশিয়ার প্রতিটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিজ্ঞা করে যে তারা আর কখনোই ডলার সংকটে পড়বে না। এরপরের দশকে এশিয়ার দেশগুলো আক্রমণাত্মক বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করে নিজেদের মুদ্রাকে কিছুটা অবমূল্যায়িত রেখে পণ্য রপ্তানি করে ট্রিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক রিজার্ভ গড়ে তোলে, যার সিংহভাগ বিনিয়োগ করা হয় মার্কিন সরকারি ট্রেজারি বন্ডে।

পাশাপাশি গড়ে তোলা হয় নিজস্ব আর্থিক প্রতিরক্ষা বলয়। ২০০০ সালের মে মাসে আসিয়ান দেশগুলো এবং চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া মিলে স্বাক্ষর করে ঐতিহাসিক **চিয়াং মাই ইনিশিয়েটিভ (Chiang Mai Initiative)**। এর অধীনে তৈরি হয় বহুপাক্ষিক কারেন্সি সোয়াপ নেটওয়ার্ক, যাতে যেকোনো সংকটকালে সদস্য দেশগুলো পশ্চিমাদের ওপর নির্ভর না করে নিজেদের মধ্যে স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময় করে তারল্য সংকট মোকাবেলা করতে পারে।

দেশ	সংকট-পূর্ব বিনিময় হার	সর্বোচ্চ মুদ্রা পতন	আইএমএফ বেইলআউট	সংকট-উত্তর রূপান্তর
থাইল্যান্ড	~২৫ বাত / ডলার	-৫৪% (৫৬ বাত / ডলার)	$১৭.২ বিলিয়ন	ভাসমান বিনিময় হার, বিশাল রিজার্ভ সঞ্চয়
ইন্দোনেশিয়া	~২,৪০০ রুপিয়া / ডলার	-৮৫% (১৬,০০০ রুপিয়া / ডলার)	$৪২.৩ বিলিয়ন	রাজনৈতিক বিপ্লব, সুহার্তো পতন, ব্যাংকিং সংস্কার
দক্ষিণ কোরিয়া	~৮৫০ ওন / ডলার	-৫২% (১,৯৬০ ওন / ডলার)	$৫৮.৪ বিলিয়ন	চেবল সংস্কার, নাগরিকদের স্বর্ণদান অভিযান
মালয়েশিয়া	~২.৫ রিঙ্গিত / ডলার	-৫০% (৪.৮ রিঙ্গিত / ডলার)	প্রত্যাখ্যাত ($০)	ক্যাপিটাল কন্ট্রোল আরোপ (মাহাথির মোহাম্মদ)

১৯৯৭ সালের এশীয় অর্থনৈতিক সংকট প্রমাণ করে যে অনিয়ন্ত্রিত ফিয়াট মুদ্রার বিশ্বে ক্ষণিকের আস্থার অভাবে কয়েক দশকের তিল তিল করে গড়া সমৃদ্ধি মুহূর্তের মধ্যে কর্পূরের মতো উবে যেতে পারে। এটি জন্ম দিয়েছিল বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতির সবচেয়ে শক্তিশালী রক্ষাকবচ: জাতীয় রিজার্ভ প্রাচীর।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "১৯৯৭ সালের এশীয় অর্থনৈতিক সংকট ও পেট্রোডলার: পুঁজি নিষ্ক্রমণ এবং বৈশ্বিক সোয়াপ লাইন"। অর্থ ও বাণিজ্যের ইতিহাস, খণ্ড ১৮।
https://shakilmahmud.com/bn/evolution-of-money-part-18-asian-financial-crisis-1997-petrodollars-capital-flight-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • উনবিংশ খণ্ড

২০০৮ সালের বিশ্বমন্দা: সাবপ্রাইম মর্টগেজ, লেম্যান ব্রাদার্স পতন ও কোয়ান্টিটেটিভ ইজিং

২০০৮ সালের বিশ্বমন্দা: সাবপ্রাইম মর্টগেজ, লেম্যান ব্রাদার্স পতন ও কোয়ান্টিটেটিভ ইজিং

825 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১৯: *নিউ ইয়র্কে লেম্যান ব্রাদার্স সদর দফতর: ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে যার পতন বিশ্বজুড়ে মহাবিপর্যয় ডেকে এনেছিল।*

২০০৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর সোমবার সকালে ওয়াল স্ট্রিটের ১৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী বিনিয়োগ ব্যাংক লেম্যান ব্রাদার্স ৬১৩ বিলিয়ন ডলারের দেনা মাথায় নিয়ে দেউলিয়াত্বের আবেদন করে। এটি ছিল মানব ইতিহাসের সর্ববৃহৎ প্রাতিষ্ঠানিক দেউলিয়াত্ব। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিশ্বব্যাপী ট্রিলিয়ন ডলারের স্বল্পমেয়াদী পাইকারি রেপো বাজার পুরোপুরি জমে বরফ হয়ে যায়, এবং পশ্চিমা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় ইঞ্জিন সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। **২০০৮ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা (2008 Global Financial Crisis)** উন্মোচিত করে আধুনিক ফিন্যান্সিয়াল সিকিউরিটাইজেশনের বিষাক্ত রসায়ন, ধূলিসাৎ করে প্রচলিত অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে বাধ্য করে শূন্য সুদের হার ও বহু ট্রিলিয়ন ডলারের **কোয়ান্টিটেটিভ ইজিং (Quantitative Easing – QE)**-এর যুগে প্রবেশ করতে।

সিকিউরিটাইজেশনের মায়াজাল: এমবিএস, সিডিও ও সিডিএস

২০০৮ সালের মহা বিপর্যয়ের বীজ নিহিত ছিল ব্যাংকিং ব্যবস্থার একটি মৌলিক পরিবর্তনের মধ্যে। চিরায়ত ব্যাংকিংয়ে ঋণদাতা ব্যাংক নিজে গ্রাহকের আর্থিক সক্ষমতা যাচাই করে ঋণ দিত এবং সেই ঋণের ঝুঁকি ব্যাংকের নিজের ব্যালেন্স শিটেই থাকত (Originate-to-Hold)। কিন্তু ২০০০-এর দশকে নিয়ন্ত্রণহীনতা ও আর্থিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফলে উদ্ভাবিত হয় **"ঋণ সৃষ্টি করে অন্যকে গছিয়ে দেওয়া" (Originate-to-Distribute)** মডেল।

মর্টগেজ ব্রোকাররা কোনো যাচাই-বাছাই, আয় বা ডাউনপেমেন্ট ছাড়াই দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহকদের মাঝে কোটি কোটি ডলারের 'সাবপ্রাইম' গৃহঋণ বিতরণ করে। ওয়াল স্ট্রিটের বিনিয়োগ ব্যাংকগুলো এই ঝুঁকিপূর্ণ ঋণগুলোকে পাইকারি হারে কিনে একসাথে পুঞ্জীভূত করে তৈরি করে **মর্টগেজ-ব্যাকড সিকিউরিটিজ (MBS)**। এরপর এগুলোকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে তৈরি করা হয় **কোল্যাটারলাইজড ডেট অবলিগেশনস (CDO)**:

$$\text{Loss}(t) = \sum_{i=1}^{N} w_i \cdot \mathbf{1}_{\{D_i \le t\}} \cdot (1 - R_i)$$

মুডি'স, এসঅ্যান্ডপি-র মতো ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলো ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে বিপুল ফি নিয়ে এই বিষাক্ত ঋণের বান্ডিলগুলোকে সর্বোচ্চ নিরাপদ বা 'AAA' রেটিং দেয়। ঝুঁকির ওপর আরেক দফা বাজি ধরতে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ (AIG)-এর মতো দানবীয় বীমা কোম্পানিগুলো ইস্যু করে শত শত বিলিয়ন ডলারের **ক্রেডিট ডিফল্ট সোয়াপ (CDS)**, যা কার্যত বন্ড দেউলিয়া হওয়ার বিরুদ্ধে অপরিশোধিত জুয়ার বীমা হিসেবে কাজ করেছিল।

শ্যাডো ব্যাংকিং এবং রাতারাতি তারল্য বরফ হওয়া

আধুনিক ঋণ ব্যবস্থার মূল কেন্দ্র আর প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে ছিল না; তা স্থানান্তরিত হয়েছিল নিয়ন্ত্রণহীন **শ্যাডো ব্যাংকিং সিস্টেমে (Shadow Banking System)**। লেম্যান ব্রাদার্স ও বেয়ার স্টার্নসের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো আমানতের বদলে রাতারাতি রেপো মার্কেটের স্বল্পমেয়াদী ঋণের ওপর নির্ভর করত এবং তাদের লিভারেজ অনুপাত পৌঁছেছিল ৩৫:১-এ:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Assets}}{\text{Common Equity}} = \frac{691\text{ Billion}}{20\text{ Billion}} \approx 35 : 1$$

Shakil Mahmud • Research Monograph

৩৫:১ লিভারেজের অর্থ হলো, সম্পদের মূল্য মাত্র ৩% কমে গেলেই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মূলধন সম্পূর্ণ শূন্য হয়ে প্রতিষ্ঠানটি তৎক্ষণাৎ দেউলিয়া হয়ে যাবে। ২০০৬ সালে মার্কিন আবাসন বাজার শিখরে পৌঁছে নামতে শুরু করলে এবং সাবপ্রাইম গ্রাহকরা কিস্তি খেলাপ করতে থাকলে সিডিও-গুলোর মূল্য ধূলিসাৎ হয়। ওয়াল স্ট্রিটে কেউ আর জানত না কার ভল্টে কত পরিমাণ বিষাক্ত আবর্জনা জমে আছে। ফলে ব্যাংকগুলো একে অপরকে ঋণ দেওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়।

২০০৮ সালের মার্চে বেয়ার স্টার্নস পতনের পর জেপি মরগানের কাছে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি হয়। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন অর্থমন্ত্রী হেনরি পলসন ও ফেড প্রধান বেন বার্ন্যাঙ্কি লেম্যান ব্রাদার্সকে না বাঁচিয়ে পতনের মুখে ঠেলে দেন। তারা ভেবেছিলেন বাজার নিজেই এটি সামলে নেবে। কিন্তু ফল হয় বিপরীত—মানি মার্কেট ফান্ডগুলো ধসে পড়ে, বৈশ্বিক ক্রেডিট প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে যায় এবং বিশ্বের বৃহত্তম কর্পোরেশনগুলো দৈনন্দিন মজুরি দেওয়ার নগদ টাকা জোগাড়ে ব্যর্থ হতে থাকে।

টার্প বেলআউট ও কোয়ান্টিটেটিভ ইজিংয়ের প্লাবন

১৯২৯ সালের গ্রেট ডিপ্রেশনের মতো আরেকটি মহামন্দা ঠেকাতে মার্কিন কংগ্রেস ৭০০ বিলিয়ন ডলারের **টার্প (TARP)** তহবিল অনুমোদন করে বৃহত্তম ব্যাংকগুলোর মূলধন জোগান দেয়। বিশ্বজুড়ে আর্থিক চেইন রিঅ্যাকশন ঠেকাতে এআইজি-কে দেওয়া হয় ১৮২ বিলিয়ন ডলারের প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় অনুদান।

সুদের হার একলাফে শূন্য শতাংশে (ZIRP) নামিয়ে আনার পরও বাজার চাঙ্গা না হওয়ায় ফেড চেয়ারম্যান বেন বার্ন্যাঙ্কি এক অভূতপূর্ব অস্ত্র প্রয়োগ করেন, যার নাম **কোয়ান্টিটেটিভ ইজিং (QE)**। এই প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরাসরি ডিজিটাল উপায়ে নতুন রিজার্ভ মুদ্রা সৃষ্টি করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদী সরকারি ট্রেজারি বন্ড ও মর্টগেজ বন্ড কিনে নেয়:

$$\Delta M_{\text{central bank}} = \Delta \text{Assets}_{\text{Treasury/MBS}} = \Delta \text{Reserves}_{\text{commercial banks}}$$

দশকের পর দশক ধরে ফেডের ব্যালেন্স শিট ৮০০ বিলিয়ন ডলারের ঘরে স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু QE1, QE2 ও QE3-এর মাধ্যমে তা একলাফে ৪.৫ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যায়। একই পথ অনুসরণ করে ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক ও ব্যাংক অব জাপান, যা গোটা বিশ্বে সৃষ্টি করে সস্তা ফিয়াট তারল্যের এক নজিরবিহীন প্লাবন।

প্রতিষ্ঠান	ধরণ	বিপদাপন্ন সম্পদের পরিমাণ	উদ্ধার প্রক্রিয়া	আর্থিক প্রভাব
বেয়ার স্টার্নস (মার্চ ২০০৮)	বিনিয়োগ ব্যাংক	$৩৯৫ বিলিয়ন	ফেডের ২৯ বিলিয়ন গ্যারান্টিতে জেপি মরগানের অধিগ্রহণ	ওয়াল স্ট্রিটে পতনের প্রথম সংকেত
ফ্যানি মে ও ফ্রেডি ম্যাক (সেপ্টেম্বর ২০০৮)	আধা-সরকারি গৃহঋণ দানব	$৫.৪ ট্রিলিয়ন গৃহঋণ	যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক জাতীয়করণ	আমেরিকান মর্টগেজ বাজারের ৯৫% রাষ্ট্রীয়করণ
লেম্যান ব্রাদার্স (১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮)	বিনিয়োগ ব্যাংক	$৬৩৯ বিলিয়ন	দেউলিয়াত্ব (Chapter 11 Liquidation)	বৈশ্বিক পাইকারি ঋণ বাজারে সর্বাত্মক তালা
এআইজি (১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮)	বহুজাতিক বীমা কোম্পানি	$১.০ ট্রিলিয়ন	ফেড ও সরকারের ১৮২ বিলিয়ন ডলার উদ্ধার প্যাকেজ	ওয়াল স্ট্রিটের সমস্ত ব্যাংকের সিডিএস বাজি রক্ষা

রাজনৈতিক অর্থনীতির যুগান্তকারী পরিবর্তন

২০০৮ সালের সংকট বিশ্ববাসীর কাছে অর্থনৈতিক এলিট এবং কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি বিশ্বাসে চির ধরিয়ে দেয়। সাধারণ করদাতারা যখন চাকরি, বাড়ি ও সঞ্চয় হারিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছিল, তখন এই সংকটের মূল হোতাদের করের টাকায় বোনাস দিয়ে বাঁচানো হয় **“টু বিগ টু ফেল” (Too Big to Fail)** নীতির দোহাই দিয়ে।

এই নৈতিক অবক্ষয় জন্ম দেয় তীব্র রাজনৈতিক মেরুকরণ: বামে ‘অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট’ এবং ডানে ‘টি পার্টি’ আন্দোলন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই প্রাতিষ্ঠানিক অনাস্থার ছাই থেকেই ২০০৮ সালের ৩১ অক্টোবর সাতোশি নাকামোতো নামক এক অজ্ঞাতনামা ক্রিপ্টোগ্রাফার প্রকাশ করেন নয় পৃষ্ঠার এক ইশতেহার: পিয়ার-টু-পিয়ার ইলেকট্রনিক ক্যাশ সিস্টেম, **বিটকয়েন**।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "২০০৮ সালের বিশ্বমন্দা: সাবপ্রাইম মর্টগেজ, লেম্যান ব্রাদার্স পতন ও কোয়ান্টিটেটিভ ইজিং"। অর্থ ও বাণিজ্যের ইতিহাস, খণ্ড ১৯।
https://shakilmahmud.com/bn/evolution-of-money-part-19-2008-global-financial-crisis-subprime-lehman-brothers-qe-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • বিংশ খণ্ড

ডিজিটাল দিগন্ত: বিটকয়েন, ডিফাই, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাল মুদ্রা (CBDC) ও অর্থের ভবিষ্যৎ (২০২৬)

ডিজিটাল দিগন্ত: বিটকয়েন, ডিফাই, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাল মুদ্রা (CBDC) ও অর্থের ভবিষ্যৎ (২০২৬)

788 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ২০: *কম্পিউটার কিবোর্ডে বিটকয়েন: ক্রিপ্টোগ্রাফিক অ্যালগরিদম, বিকেন্দ্রীভূত লেজার ও সিবিডিসির নতুন আর্থিক যুগ।*

২০০৯ সালের ৩ জানুয়ারি সাতোশি নাকামোতো ছদ্মনামের এক অজ্ঞাত ক্রিপ্টোগ্রাফার বিটকয়েন ব্লকচেইনের ব্লক ০ (জেনেসিস ব্লক) মাইনিং করেন। এর কয়েনবেস প্যারামিটারে তিনি স্থায়ীভাবে খোদাই করে দেন লন্ডনের *দ্য টাইমস* পত্রিকার সেই দিনের শিরোনাম: `"The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks"` (ব্যাংকগুলোর দ্বিতীয় দফায় বেইলআউটের দ্বারপ্রান্তে চ্যান্সেলর)। প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার প্রতি এই এক চরম চপেটাঘাতের মাধ্যমে মানবজাতি পদার্পণ করে এক সম্পূর্ণ নতুন মুদ্রাযুগে। ইন্টারনেটের উন্মুক্ত প্রটোকল, গণিত ও ক্রিপ্টোগ্রাফির মেলবন্ধনে অর্থের সংজ্ঞাই চিরতরে বদলে গেছে। আজ ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে বিশ্ব অর্থনীতি দোলায়মান তিনটি শক্তির মাঝে: বিকেন্দ্রীভূত উন্মুক্ত ব্লকচেইন, টোকেনাইজড রিয়েল-ওয়ার্ল্ড সম্পদ এবং রাষ্ট্রীয় **সেন্ট্রাল ব্যাংক ডিজিটাল কারেন্সি (CBDC)**।

ক্রিপ্টোগ্রাফিক বিশ্বাসের বৈজ্ঞানিক স্থাপত্য

মানব সভ্যতার বিগত দশ হাজার বছরের ইতিহাসে অর্থের জন্য সর্বদা একজন কেন্দ্রীয় মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন ছিল: সুমেরীয় পুরোহিত, রোমান সম্রাট, রেনেসাঁস যুগের মার্চেন্ট ব্যাংকার কিংবা আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বিটকয়েন এই চিরন্তন নিয়ম ভেঙে চুরমার করে দেয়। কম্পিউটার বিজ্ঞানের তিন দশকের গবেষণা—ক্রিপ্টোগ্রাফিক হ্যাশিং, অসমমিতিক পাবলিক-কি ক্রিপ্টোগ্রাফি, পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক ও প্রুফ-অব-ওয়ার্কের সমন্বয়ে তৈরি হয় **বিশ্বস্ত মধ্যস্থতাকারীবিহীন ডিজিটাল দুষ্প্রাপ্যতা**।

কম্পিউটার বিজ্ঞানের সবচেয়ে কঠিন সমস্যা *'ডাবল-স্পেন্ডিং'* কোনো কেন্দ্রীয় সার্ভার ছাড়াই সমাধান করে বিটকয়েন। এর মোট সরবরাহ কোনো রাজার খেয়ালখুশিতে বাড়ানো সম্ভব নয়; কোডের মাধ্যমে এর সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত ঠিক ২১ মিলিয়ন ইউনিটে:

$$\text{Total Supply} = \sum_{i=0}^{32} 210{,}000 \cdot \frac{50}{2^i} = 20{,}999{,}999.9769 \approx 21{,}000{,}000 \ , \text{BTC}$$

এর নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় **নাকামোতো কনসেনসাস** দ্বারা। মাইনাররা বাস্তব জগতের বিপুল বিদ্যুৎ শক্তি পুড়িয়ে SHA-256 গাণিতিক ধাঁধা সমাধান করে প্রতিটি ব্লক নিশ্চিত করে। ফলে পূর্ববর্তী কোনো লেনদেন পরিবর্তন করতে হলে সারা বিশ্বের বাকি সমস্ত কম্পিউটারের সম্মিলিত শক্তির চেয়ে বেশি কম্পিউটিং ক্ষমতা অর্জন করতে হয়, যা গাণিতিকভাবে প্রায় অসম্ভব:

$$P_{\text{reorg}} = \left(\frac{q}{p} \right)^z \quad \text{for } q < p$$

প্রোগ্রামেবল অর্থের বিপ্লব: ইথেরিয়াম ও ডিসেন্ট্রালাইজড ফিন্যান্স (DeFi)

বিটকয়েন যেখানে তৈরি করেছিল ডিজিটাল স্বর্ণ এবং দুর্ভেদ্য রিজার্ভ অ্যাসেট, সেখানে ২০১৫ সালে ভিটালিক বুটেরিনের হাত ধরে জন্ম নেওয়া ইথেরিয়াম ব্লকচেইনকে রূপান্তর করে এক বৈশ্বিক প্রোগ্রামেবল কম্পিউটারে। **স্মার্ট কন্ট্রাক্ট (Smart Contracts)**-এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক চুক্তিগুলো রূপান্তরিত হয় স্বতঃস্ফূর্ত কোডে—যেখানে কোনো আইনজীবী বা ব্যাংকের মধ্যস্থতা ছাড়াই চুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হয়।

এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে **ডিসেন্ট্রালাইজড ফিন্যান্স বা ডিফাই (DeFi)**, যা ওয়াল স্ট্রিটের সমান্তরাল এক নতুন উন্মুক্ত আর্থিক জগত তৈরি করে:

Shakil Mahmud • Research Monograph

- **অটোমেটেড মার্কেট মেকার্স (AMM):** $(x \cdot y = k)$ সূত্রের মাধ্যমে কোনো ব্রোকার ছাড়াই লিকুইডিটি পুলে ২৪ ঘণ্টা তাৎক্ষণিক কারেন্সি সোয়াপ।
- **অ্যালগরিদমিক ঋণ ব্যবস্থা:** কোনো ক্রেডিট স্কোর বা মানুষের যাচাই ছাড়াই স্মার্ট কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে জামানতের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয় ঋণ প্রদান ও নিষ্পত্তি (Aave, Compound)।
- **স্টেবলকয়েন:** মার্কিন ডলারের মূল্যে বাঁধা ডিজিটাল টোকেন (USDT, USDC), যা বাৎসরিক লেনদেনের পরিমাণে ভিসা ও মাস্টারকার্ডের বৈশ্বিক ভলিউমকেও ছাড়িয়ে গেছে।

সার্বভৌম প্রতিরোধ: সেন্ট্রাল ব্যাংক ডিজিটাল কারেন্সি (CBDC)

বেসরকারি ক্রিপ্টোকারেন্সি ও স্টেবলকয়েনের এই উল্কার মতো উত্থান রাষ্ট্রের একচ্ছত্র মুদ্রা ছাপানোর আধিপত্যের (Seigniorage) প্রতি সরাসরি হুমকি হয়ে দাঁড়ালে বিশ্বজুড়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো নিজস্ব ডিজিটাল মুদ্রা চালুর উদ্যোগ নেয়, যা **CBDC** নামে পরিচিত।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ডিজিটাল আমানতের বিপরীতে সিবিডিসি হলো সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডিজিটাল দায়। ২০২৬ সালের বর্তমান বিশ্বে সিবিডিসির দুটি প্রধান রূপ দেখা যাচ্ছে:

1. **সার্বভৌম নজরদারি মডেল (যেমন চীনের e-CNY):** কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত ব্লকচেইন, যেখানে প্রতিটি নাগরিকের প্রতিটি কেনাকাটা রিয়েল-টাইমে রাষ্ট্র দেখতে পায় এবং চাইলে যেকোনো নাগরিকের ওয়ালেট এক ক্লিকে ফ্রিজ বা প্রোগ্রাম করা যায়।
2. **হোলসেল ক্রস-বর্ডার সেটেলমেন্ট (যেমন প্রজেক্ট অ্যাগোরা, এম-ব্রিজ):** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুইফট নেটওয়ার্কের ধীরগতি ও অতিরিক্ত খরচ এড়িয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যে সরাসরি তাৎক্ষণিক মুদ্রা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা।

পশ্চিমা বিশ্বে নাগরিক অধিকার ও গোপনীয়তা নিয়ে তীব্র প্রতিবাদের মুখে রিটেইল ডিজিটাল ডলার পিছিয়ে পড়লেও নিয়ন্ত্রিত প্রাইভেট স্টেবলকয়েন ও তাৎক্ষণিক ব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেম **FedNow**-এর মাধ্যমে ডলার আধিপত্য ডিজিটাল জগতেও অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা চলছে।

২০২৬ সালের বর্তমান প্রেক্ষাপট: টোকেনাইজড রিয়েল-ওয়ার্ল্ড সম্পদ (RWA)

২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে তথাকথিত ‘ক্রিপ্টো’ এবং ‘ট্রেডিশনাল ফিন্যান্স’-এর বিভেদ প্রায় মুছে গেছে। বর্তমান আর্থিক প্রযুক্তির সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ক্ষেত্র হলো **রিয়েল-ওয়ার্ল্ড অ্যাসেটস (RWA)**-এর টোকেনাইজেশন। ট্রিলিয়ন ডলারের মার্কিন ট্রেজারি বিল, কর্পোরেট বন্ড, বাণিজ্যিক রিয়েল এস্টেট এবং ব্যক্তিগত ঋণ আজ সরাসরি ক্রিপ্টোগ্রাফিক টোকেন হিসেবে পাবলিক ও প্রাইভেট ব্লকচেইনে লেনদেন হচ্ছে।

আর্থিক স্তর	প্রধান সম্পদ	কর্তৃত্ব / কনসেনসাস	নিষ্পত্তির গতি	কাস্টডি ও নিয়ন্ত্রণ
বিকেন্দ্রীভূত রিজার্ভ মুদ্রা	বিটকয়েন (BTC)	প্রুফ-অব-ওয়ার্ক (SHA-256)	১০ থেকে ৬০ মিনিট	নাগরিকের নিজস্ব প্রাইভেট কি
প্রোগ্রামেবল ডিফাই	ইথেরিয়াম (ETH), স্মার্ট কন্ট্রাক্ট	প্রুফ-অব-স্টেক	কয়েক সেকেন্ড (Layer 2)	স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ওয়ালেট
টোকেনাইজড সম্পদ (RWA)	টোকেনাইজড ট্রেজারি, স্টেবলকয়েন	নিয়ন্ত্রিত কনসোর্টিয়াম	১ সেকেন্ডের কম	নিয়ন্ত্রিত কাস্টোডিয়ান ও ডিফাই পুল
সার্বভৌম সিবিডিসি	ডিজিটাল ইউয়ান (e-CNY)	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সার্ভার	তাৎক্ষণিক	রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় অ্যাকাউন্ট

দশ হাজার বছরের পরিক্রমা: অর্থ আসলে কী?

ভারত মহাসাগরের চকচকে কড়ি এবং সুমেরীয় পোড়ামাটির ট্যাবলেট থেকে শুরু করে লিডিয়ার ইলেক্ট্রাম মুদ্রা, এথেন্সের পেঁচা আঁকা রৌপ্য দ্রাকমা, সং চীনের জিয়াওজি কাগজের নোট, ভিক্টোরিয়ান লন্ডনের সোনার সোভারিন, আর আজকের ক্রিপ্টোগ্রাফিক স্যাতোশি—অর্থ কখনোই কোনো নির্দিষ্ট বস্তু ছিল না। **অর্থ হলো মানব সমাজের যৌথ স্মৃতি, পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সম্পদ বণ্টনের এক বিবর্তনশীল সামাজিক প্রযুক্তি।**

মুদ্রা ব্যবস্থার প্রতিটি প্রযুক্তিগত বিপ্লব নতুন সাম্রাজ্যের জন্ম দিয়েছে, রাজনৈতিক সীমানা পাল্টে দিয়েছে এবং মানুষের সহযোগিতার পরিধিকে কোটি কোটি গুণ বিস্তৃত করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত স্বায়ত্তশাসিত এজেন্ট, মেশিন-টু-মেশিন মাইক্রোপেমেন্ট এবং জিরো-নলেজ প্রুফের যুগে দাঁড়িয়ে মানবশ্রমকে ধারণ ও বিনিময় করার এই অনন্ত অভিযাত্রা আজ তার সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অধ্যায়ে পদার্পণ করেছে।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "ডিজিটাল দিগন্ত: বিটকয়েন, ডিফাই, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাল মুদ্রা (CBDC) ও অর্থের ভবিষ্যৎ (২০২৬)"। অর্থ ও বাণিজ্যের ইতিহাস, খণ্ড ২০।
https://shakilmahmud.com/bn/evolution-of-money-part-20-digital-frontier-bitcoin-defi-cbdcs-future-of-money-2026-bn/

আকর গ্রন্থ ও গবেষণা সূত্র

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

❖

এই মনোগ্রাফে আলোচিত তত্ত্ব, গাণিতিক প্রতিপাদন এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবে নিম্নলিখিত আকর গ্রন্থ ও প্রাথমিক গবেষণাপত্রসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে:

Smith, Adam (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. W. Strahan and T. Cadell, London.

Keynes, John Maynard (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Macmillan, London.

Graeber, David (2011). *Debt: The First 5,000 Years*. Melville House Publishing.

Ferguson, Niall (2008). *The Ascent of Money: A Financial History of the World*. Penguin Press, New York.

Shakil Mahmud • Research Monograph

লেখক পরিচিতি

লেখক পরিচিতি

Shakil Mahmud

গবেষক, লেখক ও সফটওয়্যার প্রকৌশলী

শাকিল মাহমুদ একজন স্বাধীন গবেষক, লেখক ও সফটওয়্যার প্রকৌশলী। তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয় হলো তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান, গণিতের ইতিহাস, আধুনিক ম্যাক্রোঅর্থনীতি, কম্পিউটিংয়ের বিবর্তন এবং স্থান-কালের দার্শনিক তাৎপর্য। তিনি জটিল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ধারণাকে গভীর ও সুললিত ভাষায় উপস্থাপন করতে পছন্দ করেন। তাঁর সার্বিক কাজ পাওয়া যাবে তাঁর ব্যক্তিগত গবেষণা পোর্টাল **shakilmahmud.com** এ।

COLOPHON

Typeset in EB Garamond (English) and Kohinoor Bangla / Noto Serif Bengali (Bengali).
Mathematical typesetting generated with Donald Knuth's TeX algorithms and KaTeX.
Published digitally as a monolithic research monograph by Shakil Mahmud Editorial Series.
Dhaka & Singapore • 2026 • https://shakilmahmud.com